গোবিন্দ লাল দত্ত	কলিকাতা	১৲
সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	,,	১৲
অক্ষয়কৃষ্ণ ঘোষ	হাজারিবাগ	২৲
শ্রীমতী বিরজাসুন্দরী সিংহ	গোপালগঞ্জ	৪৸৶০
কিশোরীমোহন সিকদার	ঠাকুরগাঁ	৫৲
শ্রীমতী মন্দাকিনী সরকার	মেদিনীপুর	৪॥৵০
কেদার নাথ বিশ্বাস	কৃষ্ণনগর	৫।০
বিনোদ বিহারী	গোরখপুর	৪॥৵০
বিশ্বেশ্বর সেন	সিলেট	৪৲
দ্বারিকানাথ মিত্র	ফরিদপুর	২৲
	অগ্রিম।	
ব্রজেন্দ্র নাথ শীল	কুচবেহার	২॥৵০
কালীপ্রসন্ন আচার্য্য	রামপুরবোয়ালিয়া	২॥৵০
নবীনকৃষ্ণ গুপ্ত	মুরশিদাবাদ	২॥৵০
কেদারনাথ মজুমদার	বর্দ্ধমান	২॥৵০
হরকুমার মিত্র	কলিকাতা	২॥৵০
ডাঃ সুরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	ভবানীপুর	২॥৵০
চারুচন্দ্র মল্লিক	কলিকাতা	২॥৵০
নকুলাল সরকার	হাওড়া	১৲
যজ্ঞেশ্বর সেন	কলিকাতা	২॥৵০
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	মহাদেবপুর	২॥৵০
কালিদাস রায় চৌধুরী	কলিকাতা	২॥৵০
ডাঃ রাজেন্দ্র নাথ মিত্র	,,	২॥৵০
বাবু যোগীন্দ্র নারায়ণ রাহা	,,	১।/০
কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	মজঃফরপুর	২॥৵০
গোবিন্দচন্দ্র মিত্র	বাঁকিপুর	২॥৵০
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	কৃষ্ণনগর	২॥৵০
কুলদাকিঙ্কর রায়	ভবানীপুর	২॥৵০
অনরেবল আনন্দ মোহন বসু	কলিকাতা	২॥৵০
মহারাজা রাধামাণিক্য দেব বর্ম্মণ বাহাদুর	আগড়তলা	২॥৵০
রাজকৃষ্ণ চৌধুরী	কলিকাতা	২॥৵০
ধীরেন্দ্র নাথ সেন	,,	২৲
মিসেস জে, বি, নাইট	লণ্ডন	৩॥৵০
মহারাজা আটমল্লিক	আটমল্লিক	২॥৵০

মহারাণী স্বর্ণময়ী	কাশিমবাজার	২৷৴০
শ্রীমতী বামাসুন্দরী ঘোষ	হোসঙ্গাবাদ	২॥৵০
,, সরলা কামিনী গুহ	হাওড়া	২॥৵০
রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	২৷/১০
অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	২॥৵০
রায় রাধা গোবিন্দ রায় সাহেব	দিনাজপুর	২॥৵০
সুরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	২॥৵০
ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ	,,	২॥৵০
হেমলতা রায়	,,	২॥৵০
জগৎ চন্দ্র সরকার	পাবনা	২॥০
পণ্ডিত ভুবনমোহন কর	দিনাজপুর	১।/০
হরিনারায়ণ দাঁ	বরাহনগর	২॥৵০
বসন্ত কুমার চৌধুরী	,,	২॥৵০
শ্রীমতী গিরিজাকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়	বরাহনগর	২॥৵০
এ, সি, সেন স্কোয়ার	বর্দ্ধমান	৬।০
কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়	ভোগরাই	২॥৵০
নন্দলাল গোস্বামী	শ্রীরামপুর	২॥৵০
গিরীন্দ্র নাথ গুপ্ত	হাজারিবাগ	২॥৵০
আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়	ফরিদপুর	২॥৵০
কুমার মন্মথ নাথ মিত্র বাহাদুর	কলিকাতা	২॥৵০
ডাঃ বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	২॥৵০
শ্রীমতী ইন্দুবালা ঘোষ	যশোহর	২॥৵০
কে, এম্ চাটার্জি স্কোয়ার	কলিকাতা	২॥৵০
ললিত মোহন দাস	,,	১।/০
শ্রীমতী ব্রজভামিনী চৌধুরাণী	,,	২॥৵০
রায় রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	,,	২॥৵০
মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	,,	১।/০
প্রিয়নাথ দাস গুহঠাকুরতা	(ঢাকা)	১।/০
চন্দ্রকুমার পাল	ভাগলপুর	১৲
করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায়	মুঙ্গের	১।/০
নীলমণি দাস	মজঃফরপুর	২॥৵০
বিনোদ বিহারী ঘোষ	গোরখপুর	।৵০
বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী	কলিকাতা	২॥৵০
নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কাশী	২॥৵০

No. 390. July, 1897.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪ বর্ষ। ৩৯০ সংখ্যা। | আষাঢ়, ১৩০৪—জুলাই, ১৮৯৭। | ৬ষ্ঠ কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

হীরক জুবিলী উৎসব—২২এ জুন মহারাণী বিক্টোরিয়া স্বজনগণ সহ সেণ্টপল ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনা করেন। তিনি এই দিন এই সংবাদ ইংরেজজাতি, ভারতবাসী ও ইংরেজ উপনিবেশিগণের জ্ঞাপনার্থ প্রচার করেন, "From my heart I thank my beloved people and may God bless them"—আমি হৃদয়ের সহিত আমার প্রেমাস্পদ প্রজাবর্গকে ধন্যবাদ করিতেছি। ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ [illegible]ন। সাম্রাজ্যের অনেক স্থানের অনেক [illegible]য়দী মুক্ত হইয়াছে, এবং বহুসংখ্যক [illegible]নিসূচক উপাধি বিতরিত হইয়াছে।

বা[illegible]জুবিলী অভিনন্দন—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অসংখ্য স্থান হইতে অসংখ্য অভিনন্দন ভারতরাণীর চরণে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। [illegible]রাটের পারসী এবং বঙ্গদেশের মুসলমান রমণীগণ ভারতবাসিনীদের মুখ রক্ষা করিয়াছেন। মুরসিদাবাদের দানশীলা নবাব সামসিজিহান বেগম মুসলমান রমণীদের অভিনন্দনের সমুদায় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

জুবিলী স্মৃতিচিহ্ন—(১) রেঙ্গুণে এক পশু-বিদ্যালয় হইবে। মাড়ওয়ারী ধনী ভগবান দাস মহোদয়ের স্ত্রী এতদর্থে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। (২) আসামের চিফ কমিসনর কটন সাহেব হীরক জুবিলী স্মরণার্থ আসামের ছাত্রগণের জন্য ১৬টী জুবিলী বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। (৩) বড়-লাট-পত্নী ১০০ পাউণ্ড দান করিয়াছেন, তাহা হইতে ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইবে।

প্রাদেশিক সমিতি—গত ১০ই হইতে ১২ই জুন তিন দিবস নাটোরে প্রাদেশিক

সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক অতি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছেন ও ... শিক্ষা ... বহুতর প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

গ্রীক তুরুস্ক যুদ্ধ—থেসালিতে গ্রীকেরা পরাজিত হইলে ইউরোপীয় ক্ষমতাপুঞ্জের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ স্থগিত আছে। সন্ধির নিয়ম সকল নির্দ্ধারিত হইতেছে। তুরুস্কের জয়ে ভারতবাসী মুসলমানগণ সভাসমিতি করিয়া মহানন্দ প্রকাশ করিতেছেন। দাক্ষিণাত্যবাসী মুসলমানেরা স্থলতানকে এক অভিনন্দন দিয়াছেন।

ভূমিকম্প—গত ১২ই জুন (৩০এ জ্যৈষ্ঠ) শনিবার যেরূপ ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়াছে, ভারতে কখনও এরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। আসাম, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর অশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। ইহার স্বতন্ত্র বিবরণ অন্যত্র দৃষ্ট হইবে।

স্ত্রী ডাক্তার—কাম্বেল মেডিকাল স্কুলের শেষ ডিপ্লোমা পরীক্ষায় ৪৪ জন উত্তীর্ণের মধ্যে ৫ জন মহিলা। তাঁহাদের নাম কুমারী সুশীলা, বিবী রোজ ডিয়ার্স, শ্রীমতী কালীকালী দেবী, বিন্ধ্যবাসিনী ফ্রান্সিস দত্ত, হেমপ্রভা মিত্র। বসন্তকুমারী গুপ্তা কটক মেডিকাল স্কুল হইতে উত্তীর্ণা।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীবৃত্তি—স্নেহলতা মজুমদার ১ম শ্রেণীর এবং ইসাবেলা ডি সামুয়েল্স ও জেসী রসেল ২য় শ্রেণীর সিনিয়ার; অমিয়া রায় প্রতিযোগিতায় ১ম শ্রেণীর ২য় জুনিয়ার ছাত্রীবৃত্তি পাইয়াছেন।

দান—(১) মটলী বাই নাম্নী পারসী মহিলা মৃত পুত্রের স্মরণার্থ ৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। (২) লণ্ডন বোর্ড স্কুলের ছাত্রেরা ভারত দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ১৫০০ পাউণ্ডের অধিক চাঁদা দিয়াছে।

নব্যা গান্ধারী—বিয়েনার একটী তাঁতিনীর বয়স ৪০ বৎসর, ইতিমধ্যে তিনি ৩২টী সন্তানের জননী, তন্মধ্যে বালক ২৬ ও বালিকা ৬টী; ১১টী বারে এতগুলি সন্তান হয়, কোনও বারে ৩।৪টী করিয়াও হইয়াছে। তাঁহার মাতার ৪টী যমজ কন্যার তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠা। মাতা সর্ব্বশুদ্ধ ৩৮টী সন্তানের মুখ দর্শন করেন।

বিধবা বিবাহ—জব্বলপুরে কেশব রায় গড়গিলের সহিত শ্রীমতী বেণী বাইয়ের এবং ভাস্কর রাও ঠাটের সহিত শ্রীমতী গঙ্গা বাইয়ের বিবাহ হইয়াছে। পাত্র পাত্রীগণ সকলেই মহারাষ্ট্রজাতীয়।

হীরক জুবিলী।

গত ২০এ জুন মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল পূর্ণ ৬০ বৎসর হইয়াছে, এজন্য তাঁহার সসাগরা সদ্বীপা সাম্রাজ্যরাজীর সর্ব্বত্র আনন্দ মহোৎসব হইয়াছে। ইংলণ্ডের আর কোনও রাজা কি রাজ্ঞী কহিবে, কালে এত বড় সুবিশাল রাজ্যের উন্নতি

আধিপত্য করিতে সমর্থ হন নাই এবং একাদিক্রমে এত দীর্ঘকাল মহৈশ্বর্য্য-সহ রাজমর্য্যাদা ভোগ করাও তাঁহাদের কাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। কেবল ইংলণ্ডের কেন, পৃথিবীর আর কোনও রাজমুকুট-ধারীর সর্ব্ব বিষয়ে এরূপ সৌভাগ্য ঘটিয়াছে কি না সন্দেহস্থল। মহারাণীর রাজশ্রী যেমন অত্যুজ্জ্বল, তাঁহার চরিত্র-গৌরবে তিনি সেইরূপ আবার সকল ভূপতির যশঃকীর্ত্তি ম্লান করিয়াছেন। এরূপ রাজ্ঞীর ষষ্টিতম রাজত্বোৎসবে যে সাম্রাজ্যের আপামর সাধারণ সকল প্রজা সমস্বরে আনন্দধ্বনি করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বামাকুলের এবং বামাবোধিনীর আনন্দ অবর্ণনীয়। আমরা দিব্যচক্ষুতে দেখিতেছি, এই ঘটনার মধ্যে বিশ্বপতির মঙ্গল হস্ত দেদীপ্যমান। বিক্টোরিয়া একে স্ত্রীলোক, তাহাতে স্বয়ং রাজকন্যা ছিলেন না। তাঁহার পিতার জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কাহারও পুত্র কি কন্যা কোনও সন্তান থাকিলে তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তির কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। াহার রাজ্য প্রাপ্তির মূলে যেমন ভগবানের ক্ষাৎ হস্ত, তাঁহার এই মহোচ্চপদে এত-ল স্থিতিও ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত আর সম্ভবে? দ্বিতীয়তঃ মহারাণীর চরিত্র- তাঁহার এই স্থায়ী রাজত্বের কারণ। হার ধর্ম্ম-প্রাণতা ও বিবেকানুবর্ত্তিতার কটী উদাহরণ দিতেছি।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২০এ জুন ১৮ বৎসর বয়সে বিক্টোরিয়া ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হন। ঐ দিন রাত্রি প্রভাত হইবার বহুপূর্ব্বে ইংলণ্ডের প্রধান ধর্ম্মযাজক এবং রাজবাটীর প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহার কেন্‌সিংটন প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া এই শুভ সংবাদ দেন। রাজ্ঞী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া ধর্ম্মযাজককে সর্ব্বপ্রথম এই কথা বলিলেন "আপনি কৃপা করিয়া আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন।"

প্রিবি কাউন্সিলের প্রথম সভায় তাঁহার প্রথম বক্তৃতায় বলেন—"আমার যেরূপ অল্প বয়স এবং সামান্য অভিজ্ঞতা তাহাতে এরূপ গুরুতর ভার বহনে সাহসী হইতাম না। তবে আমার সাহসের দুইটী কারণ আছে:—(১) যে বিধাতা আমাকে এই পদে আহ্বান করিয়াছেন, তিনি আমার উপযুক্ত শক্তি বিধান করিবেন। (২) প্রজাদিগের হিতসাধনেচ্ছা আমার অন্তরে, ইহাতে আর সকল অভাব পূর্ণ করিবে।"

তাঁহার প্রথম প্রধান রাজমন্ত্রী লর্ড মেলবোর্ণ কন্যার ন্যায় তাঁহাকে ভাল বাসিতেন এবং তিনিই তাঁহার রাজনীতির আদি শিক্ষাগুরু। তিনি রাজ্ঞীর হৃদয়ের কোমলতার সহিত নৈতিক দৃঢ়তার সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছেন। তিনি একদিন কোনও আইনের পাণ্ডুলিপি লইয়া স্বাক্ষরের জন্য অনুরোধ করেন এবং বলেন ইহা শীঘ্র স্বাক্ষরিত হইয়া বিধিবদ্ধ না হইলে বড় অসুবিধা হইবে। তাহাতে রাজ্ঞী উত্তর দেন:—

"মহাশয়! ন্যায় ও অন্যায়ের প্রভেদ আমি শিক্ষা করিয়াছি, কিন্তু সুবিধা কথাটী আমি শুনিতে চাই না এবং বুঝিতেও চাহি না।"

মন্ত্রী আক্ষেপ করিয়া বলেন "এরূপ একজন রাজ্ঞীকে চালান অপেক্ষা দশজন রাজাকে চালান সহজ।"

১৮৫৮ সালের ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের জন্য যে রাজঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়, তাহা রাজ্ঞীর রাজ-ধর্ম্ম-নীতির জাজ্বল্য প্রমাণ। ইহা ভারতের প্রত্যেক গৃহে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য।

"We hold ourselves bound to the natives of our Indian territories by the same obligations of duty which bind us to all our other subjects and those obligations by the blessings of Almighty God, We shall faithfully and conscientiously fulfil.

Firmly rejoicing ourselves in the truth of Christianity and acknowledging with gratitude the solace of religion, We disclaim alike the right and the desire to impose our convictions on any of our subjects. We declare it to be our Royal will and pleasure that none be any wise favored, none molested or disqualified by reason of their religious faith or observances, but that all shall alike enjoy the equal and impartial protection of the Law. And We do strictly charge and enjoin all those who may be in authority under us that they abstain from all interference with the religious belief or worship of any of our subjects on pain of our highest displeasure.

And it is our further will that so far as may be our subjects of whatever race or creed be freely and impartially admitted to office in our service, the duties of which they may be qualified by their education, ability, and integrity duly to discharge.

When by the blessings of Providence internal tranquillity shall be restored, it is our earnest desire to stimulate the peaceful industry of India, to promote works of public utility and improvement, and to administer its government for the benefit of all our subjects resident therein.

In their prosperity will be our strength, in their contentment will be our secutity, and in their gratitude, our best reward and may the God of all power grant to us and to those in authority under us strength to carry out these our wishes for the good of our people."

"আমাদের অন্যান্য সমুদায় প্রজাবর্গের সহিত আমাদের যে কর্ত্তব্যের দায়িত্ব-বন্ধন আছে, ভারতবাসী প্রজাদিগের সহিতও সেই বন্ধনে আমরা বদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করি। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমরা আমাদের বিবেক অনুসারে বিশ্বস্তরূপে এই কর্ত্তব্য পালন করিব।

যদিও খৃষ্টধর্ম্মের সত্যে দৃঢ় বিশ্বা[illegible] করিয়া আমরা আনন্দিত এবং সেই ধ[illegible] জনিত সান্ত্বনা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীক[illegible] করিতেছি, তথাপি আমাদের প্রজাদি[illegible] কাহারও উপর আমাদের বি[illegible] চাপাইবার অধিকারও আমাদের নাই, [illegible] ইচ্ছাও আমাদের নাই। আমাদের র[illegible] কীয় ইচ্ছা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিশ্বাস বা অনুষ্ঠানের জন্য কেহ কোনও প্রকারে আমাদের বিশেষ অনুগ্রহ বা নিগ্রহের পাত্র হইবে না, কেহ তাহার ন্যায্য স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইবে না। কিন্তু সকলেই আইনের তুল্য ও অপক্ষপাত আশ্রয় লাভ করিবে। আমরা স্পষ্টাক্ষরে আজ্ঞা ও আদেশ করিতেছি যে, আমাদের অধীনে যাহারা রাজপদে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারা প্রজাদিগের কাহারও ধর্ম্মবিশ্বাস বা উপাসনায় কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না, করিলে আমাদিগের যার পর নাই অসন্তোষভাজন হইবেন।

আমাদের আরও ইচ্ছা এই যে, আমাদের প্রজারা যে জাতি ও যে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত হউক, তাহাদের বিদ্যা, ক্ষমতা ও সচ্চরিত্রতা দ্বারা তাহারা উপযুক্ত হইলে যতদূর সম্ভব আমাদের অধীনস্থ সকল পদে অবাধে ও অপক্ষপাতে নিযুক্ত হইবে।

ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে যখন আভ্যন্তরিক শান্তি স্থাপিত হইবে, তখন ভারতের শান্তিময় শিল্পবাণিজ্য, সাধারণ উন্নতি ও [হি]তকর কার্য্য যাহাতে উৎসাহ প্রাপ্ত হয় [এ]বং আমাদের শাসন যাহাতে দেশবাসী-[দি]গেরই উপকারার্থ ব্যবস্থিত হয়, তজ্জন্য [আ]মাদের একান্ত চেষ্টা থাকিবে। তাহা-[দে]র সৌভাগ্যে আমাদের বল, তাহাদের [সন্তো]ষে আমাদের নিরাতঙ্ক এবং তাহা-[দে]র কৃতজ্ঞতাতেই আমাদের শ্রেষ্ঠতম [পুর]স্কার লাভ। সকল শক্তির আধার পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা, আমাদিগের প্রজাদের কল্যাণার্থ আমাদের এই যে সকল ইচ্ছা, তৎসম্পাদনে তিনি আমাদিগকে এবং আমাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে বলপ্রদান করুন।"

যে কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া হইল, তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, আমাদের সাম্রাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার রাজধর্ম্ম ধর্ম্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি রাজরাজেশ্বর ব্রহ্মাণ্ডপতির চরণে শরণাগত হইয়া আপনার বিবেক বুদ্ধি অনুসারে প্রজা-দিগের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত। তাঁহার এই উক্তি সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হউক এবং ইংলণ্ডীয় রাজনীতি সংসারকে উদার, পবিত্র ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ করুক।

বিক্টোরিয়া যে আদর্শ রাজ্ঞী হইতে পারিয়াছেন, ইহার কারণ—তাঁহার জীবন আদর্শ জীবন। এক মহাত্মা বলিয়াছেন, জীবনকে পূর্ণরূপে গঠনের পক্ষে ৫টী উপাদানের প্রয়োজন :—(১) সুজন্ম, (২) সুশিক্ষা, (৩) সুসঙ্গ, (৪) সুসাধন, (৫) ব্রহ্মকৃপা। তাঁহার ভাগ্যে এ সকলই ঘটিয়াছে।

(১) তাঁহার পিতা কেণ্টের ডিউক এডওয়ার্ড সত্যনিষ্ঠ, পরহিতৈষী, সংযতচিত্ত, উদার ও প্রজাপক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার জননী মেরী লুইসা, ধর্ম্মপ্রাণা, মিতা-চারিণী, শ্রমশীলা ও কর্ত্তব্যপরায়ণা ছিলেন। তাঁহাদের কন্যা পিতা মাতার সকল সদ্গুণের অধিকারিণী হইয়াছেন।

(২) যে শিক্ষা দ্বারা ধর্ম্মে আস্থা,

চরিত্র গঠন ও বুদ্ধির বিকাশের সহিত হৃদয়ের বিকাশ হয়, তিনি মাতার সু-ব্যবস্থায় প্রথম হইতে সেই প্রকার শিক্ষা লাভ করেন।

(৩) শৈশবাবধি কুসঙ্গ হইতে যত্নের সহিত তাঁহাকে রক্ষা করা হইয়াছিল। তৎকালীন রাজদরবার নরককুণ্ডবিশেষ ছিল। কন্যাকে ভাবী রাজ্যেশ্বরী বলিয়া জানিলেও মাতা অনেক দিন তাহা তাঁহাকে জানান নাই এবং তাঁহাকে কখনও রাজ-সভার ত্রিসীমায় যাইতে দেন নাই, প্রত্যুতঃ সাধু সাধ্বী নর-নারীর সংসর্গে সর্ব্বতোভাবে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মহারাণী বয়স্কা হইয়া সাধু নরনারী দ্বারাই পরিবেষ্টিত থাকেন, অত্যন্ত ধনাঢ্য আত্মীয় ব্যক্তিও দুঃশ্চরিত্র হইলে তাহার মুখ দর্শন করেন না।

(৪) বাল্যকাল হইতে বিক্টোরিয়া ঈশ্বরভক্তি, পরসেবা, দীনদরিদ্রদিগের তত্ত্বাবধান, আত্মসংযম ও আত্মত্যাগ প্রভৃতির জন্ত বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন। এ সাধনার সুফল তাঁহার জীবনে ফলিয়াছে।

(৫) তিনি প্রার্থনাপরায়ণা ও ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভরশীলা, ইহাতে ঈশ্বরের বিশেষ কৃপার যে অধিকারিণী তাহার সন্দেহ কি ?

রাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার জীবনচরিত যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন সকল সদ্‌গুণ তাঁহার জীবনে কেমন সম্মিলিত ও বিকসিত!

পিতৃভক্তি—যখন তাঁহার বয়স ৭ মাস মাত্র, তখন তিনি পিতাকে হারান। তাঁহার পিতা রাজমন্ত্রীদিগের চক্রান্তে উপযুক্ত বৃত্তি না পাওয়াতে এবং সৎকার্য্যে তাঁহার অনেক ব্যয় ব্যসন থাকাতে তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া মরিয়া যান! রাজ্ঞীর হৃদয়ে এজন্য দারুণ দুঃখ ছিল, এবং তিনি সিংহাসন লাভ করিয়াই নিজ বৃত্তি হইতে প্রথমে পিতৃঋণ পরিশোধ করেন।

মাতৃভক্তি—তাঁহার অসাধারণ ছিল। তিনি রাজ্যেশ্বরী হইয়াও সর্ব্বদা মাতার আদেশ ও পরামর্শের অনুবর্ত্তিনী ছিলেন, এবং সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সন্তোষ-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। কোনও বিষয়ে পাছে মাতার প্রাণে ক্লেশ হয়, এ ভাবনায় অস্থির হইতেন।

পতিভক্তি—ইংরাজ রমণী হইলেও হিন্দু নারীর পতিভক্তি আপনার জীবনে প্রদর্শন করিয়াছেন। বিবাহকালীন প্রতিজ্ঞার মধ্যে স্ত্রীকে স্বামীর অধীন হইয়া চলিবার কঠিন নিয়ম আছে, তাঁহার পক্ষে ইহা শিথিল করিবার জন্য যাজকেরা ও রাজমন্ত্রিগণ তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন "না, অন্য স্ত্রীরা যেমন স্বামী অধীনে থাকিবার প্রতিজ্ঞা করে, আম[illegible] পক্ষেও তাহাই পালনীয়। যিনি আম[illegible] স্বামী হইবেন, তিনি আমার প্রভু।" ই[illegible] দের দাম্পত্য সুখ আদর্শস্থানীয় ছি[illegible] আজি ৩৭ বৎসর পতিহীনা হইয়া [illegible] বৈধব্যের ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেছেন[illegible]

সন্তানবাৎসল্য—রাজ্ঞী সন্তানদি[illegible] প্রতি যেমন স্নেহবতী, তাহাদের শিক্ষ[illegible]

চরিত্রগঠনের জন্যও তেমনি যত্নশীলা। কন্যাগণকে তিনি বিলাসিনী ও পুত্রগণকে রাজপুত্রের ন্যায় অলস দেখিতে চান না। তাঁহার পুত্র কন্যাগণ নানা বিদ্যা ও ব্যবসায়ে সুশিক্ষিত, চাষ বাসের কার্য্য পর্য্যন্ত শিখিয়াছেন।

সৌজন্য ও দয়াদাক্ষিণ্য—দাস দাসীর প্রতি মহারাণীর বড় স্নেহ মমতা। তাহাদিগকে আপনার পরিজন বলিয়া গণনা করিয়া তাহাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইয়া থাকেন। দয়া তাঁহার নিত্যব্রত—গোপনে তিনি যে কত দান দরিদ্র পরিবার পরিদর্শন করিয়া তাহাদের সাহায্য করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহার এক একটী উপাখ্যান অদ্ভুত উপন্যাসবৎ।

সামাজিক পবিত্রতা সাধন—রাজ্ঞী তাঁহার পবিত্র জীবনের দৃষ্টান্তে এবং পাপের প্রতি বিরাগ ও সচ্চরিত্রতার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন দ্বারা ইংরাজ সমাজকে উন্নত করিয়াছেন, এবং জগতের সম্মুখে পবিত্রতার আদর্শ অতি উজ্জ্বল করিয়া ধারণ করিয়াছেন।

এরূপ রাজ্ঞীর প্রজা বলিয়া আমরা কি আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিতে পারি না? রাজ্যের রক্ষণ ও পালন করেন বলিয়া রাজা পূজনীয়, আবার তাঁর চরিত্র নির্ম্মল হইলে তিনি কত না ভক্তির পাত্র? এই জন্য মহারাণী বিক্টোরিয়া সুদীর্ঘকাল তাঁহার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের সমগ্র প্রজার ভক্তি যেরূপ আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন, অন্য রাজা ও রাজ্ঞীর ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে। রাজ্ঞীর রাজত্বকালে ইংলণ্ড যেমন ধনধান্য সুখসমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়াছে, সেইরূপ শিল্প সাহিত্যে ও জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত হইয়াছে, বিশ্বসেবা ব্রতে বিশেষরূপে দীক্ষিত হইয়াছে, ধর্ম্মের উদারতা শিক্ষা করিয়াছে, জাতি সকলের মধ্যে উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছে।

রাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার রাজত্বে ভারত অনেক বিষয়ে লাভবান্ হইয়াছে, কৃতজ্ঞতার সহিত ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে।

(১) বাহ্য উন্নতি—রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, গ্যাসলাইট, সুলভ ডাকের ব্যবস্থা, রাস্তা ঘাট ইত্যাদি বিষয় সকল স্মরণ করিলে আমরা ইংরাজ রাজত্বকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।

(২) শিক্ষা—বিশ্ববিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত হইয়া সাধারণের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার কত বিস্তার হইয়াছে। আইন, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিল্প ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। এ দেশীয় লোক ইউরোপে গিয়া ইউরোপীয় সভ্য জাতিদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

(৩) ভাষা—বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি হইয়া ইহার সাহিত্য ভাণ্ডার কত পুষ্টি লাভ করিয়াছে এবং তাহা ক্রমোন্নতিপথে অগ্রসর।

(৪) রাজনীতি—ভারতবাসীরা রাজনীতির চর্চ্চা করিতে শিখিতেছেন। মান্দ্রাজী, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাবী, আসামী, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী সকলে এক আশ্চর্য্য

একতা-সূত্রে বদ্ধ হইতেছেন। ব্যবস্থাপক সভা এবং পার্লামেণ্ট মহাসভাতেও দেশীয়ের স্থান হইয়াছে।

(৫) নৈতিক উন্নতি—বিচারাদি বিভাগ শিক্ষিত উন্নত-চরিত্র লোকদিগের প্রবেশে কত সংস্কৃত হইয়াছে! অনেক দুর্নীতি নিবারিত হইয়া সুনীতির প্রতি লোকের সমাদর ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

(৬) স্ত্রীলোকদিগের অবস্থোন্নতি—স্ত্রীলোকদিগের নিকট উচ্চতম শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে এবং তাঁহারা বিদ্যা-বিষয়ে পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য্য হইতেছেন। চিকিৎসক, শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতির ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া স্ত্রীলোকেরা সমাজে পদ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন। স্ত্রীজাতির সুচিকিৎসার উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা সকল হইয়াছে। ভারতনারীদিগের অবস্থার যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। আর কোন্ বিদেশীয় রাজার অধিকার কালে নারীদিগের শিক্ষা, স্বাধীনতা ও উন্নতির পথ এত প্রসারিত হইয়াছিল?

(৭) সমাজ সংস্কার—বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিবারণ, বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের পুনঃ প্রচলন, নিম্নশ্রেণীর লোকের উচ্চ অধিকার লাভ ইত্যাদি নানা উপায়ে সামাজিক সংস্কার সাধন ও কুসংস্কার সকলের নিরসন হইতেছে।

(৮) ধর্ম্ম—রাজশাসনে এক ধর্ম্মের প্রতি অন্য ধর্ম্মের অত্যাচার করিবার ক্ষমতা না থাকাতে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় নিরাপদে ও নির্ব্বিঘ্নে আপনার আপনার ধর্ম্মসাধন করিতেছেন এবং পরস্পরের প্রতি উদার ভাব ধারণ করিতেছেন। হিন্দুধর্ম্ম বিশোধিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম বা তদনুরূপ অন্য আকার ধারণ করিয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজ ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের সহিত প্রায় সম-সাময়িক। এই সমাজের অভ্যুদয়ে প্রাচীন ঋষিধর্ম্ম যে অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা তাহা দেশমধ্যে প্রচারিত হইতেছে। নূতন ধর্ম্মভাবে পরিবার ও সমাজের সংগঠনের চেষ্টা হইতেছে। ধর্ম্মান্দোলনে সমস্ত ভারতবাসীর মনে এক নূতন ধর্ম্মতৃষ্ণা ও নূতন চেতনার সঞ্চার হইয়াছে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ধর্ম্ম-জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া পুনরায় পূর্ব্ব গৌরব লাভ করিবেন, তাহার আশা হইতেছে।

ভারতে ইংরাজ শাসন আকস্মিক ঘটনা নয়, মহারাণীর এ সুদীর্ঘকাল রাজত্বও আকস্মিক ঘটনা নয়। পতিত ভারতের উদ্ধারের জন্য ইহা ঐশ্বরিক বিধান। মহারাণী ভারতকে যে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দর্শন করেন, আমরা তাহার অনেক প্রমাণ পাইয়াছি ও পাইতেছি। সিপাহী-বিদ্রোহকালে উদাসীন মন্ত্রিসভা ও পার্লা-মেণ্টকে তিনিই কর্ত্তব্য সাধনে উত্তেজিত করেন, ইংরাজের দুর্দ্দম বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা খর্ব্ব করিয়া দয়া ও ক্ষমা দ্বারা বিদ্রোহী-দিগকেও বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন। ভারতের রাজকোষ হইতে তিনি এক পয়সাও পান না, তথাপি ভারতের

দুঃখবিপৎকালে তিনি আপনার ভাণ্ডার হইতে অকাতরে অর্থদান করেন। তিনি যে ভারতের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী, অনেক সময় তাহার নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। একটী ভারতবাসীকে তিনি আপনার শিক্ষকরূপে বরণ করিয়াছেন। তাঁহার পরিচারকদলের মধ্যে ভারতবাসী কয়েক জনকে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং শুনা যায় তাঁহাদিগের সেবায় তিনি যেরূপ সন্তুষ্ট, অন্য কাহারও সেবায় সেরূপ নহেন। ভারতবাসিনী রমণীগণ বিনা চিকিৎসায় মারা যায়, এই কথা শুনিয়া তিনি অশ্রুপাত করেন, এবং লেডী ডফারিণকে এই অভাব মোচনের জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। ভারতব্যাপী লেডী ডফরিণ হাঁসপাতাল সকল ইহারই শুভ ফল। রাজ্ঞী সুযোগ পাইলেই ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহমমতা ও ভালবাসার পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন না।

জুবিলী মহোৎসবের দিন সুবিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বস্থান হইতে মহারাণীর জন্য ভগবচ্চরণে প্রার্থনাধ্বনি উঠিতেছে। আমরাও প্রার্থনা করি, তিনি সাম্রাজ্ঞীকে দীর্ঘজীবিনী করুন, এবং তাঁহার শাসনকে জগতের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের কারণ করুন। আজি তিনি রাজপরিবারস্থ সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন। উভয় পার্লেমেণ্ট মহাসভাকে আশীর্ব্বাদ করুন। আর ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী ও রাজপ্রতিনিধি হইতে ক্ষুদ্রতম রাজকর্ম্মচারী পর্য্যন্ত যাঁহাদের মধ্যে রাজশক্তি বিদ্যমান, তাঁহাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন, সকলে ন্যায় ও সত্য অনুসারে শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেশবাসীদিগের পরম কল্যাণ সাধন করুন, এবং মহারাণীর মহৎ যশোগৌরব আরও বর্দ্ধিত করিতে থাকুন। মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বর রাজা ও প্রজা উভয়কে তাঁহার প্রেমসূত্রে গ্রথিত করিয়া, এবং উভয়কে স্ব স্ব কর্ত্তব্যসাধনে দৃঢ়ব্রত করিয়া এই হীরক জুবিলী ঘটনার মহোদ্দেশ্য পূর্ণ করুন।

প্রলয় *।

(১)

দেবতা গো!
গেল যে তোমার বিশ্ব ভাঙিয়া চুরিয়া
সহসা অসহ্য তাপে
অবনীর হিয়া কাঁপে,
প্রাণে প্রাণে অগ্নিপিণ্ড উঠিছে জ্বলিয়া!—
তপ্ত জগতের ভার
বহিতে না পারি আর,
বাসুকি, সে লক্ষ ফণা ফেলে আছাড়িয়া—
লক্ষ মুখে রক্ত উঠে,
লক্ষ শ্বাসে বহ্নি ছোটে,
লক্ষ ভালে কাল ঘাম উঠে উথলিয়া!—

* ১৩০৪ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার অপরাহ্ণ ৫টায় যে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়, তদুপলক্ষে লিখিত।

বসুধার হাড়গুলি,
হ'ল বুঝি গুঁড়া, ধূলি,
হিমালয় কুমারিকা, যায় বা মিশিয়া !—
গেল যে তোমার বিশ্ব ভাঙিয়া চূরিয়া !

(২)

গেল যে গেল যে বিশ্ব ভাঙিয়া চূরিয়া—
গভীর গরজি সিন্ধু
পরশিছে রবি, ইন্দু,
উন্মত্ত তরঙ্গ ব্যোমে ফেলে বা গ্রাসিয়া !
(পাইয়া বিষম ত্রাস,
টানিয়া জলদবাস,
তপন আপন মুখ ফেলিছে ঢাকিয়া !)
বুঝি বা পাতালবাসী
"ফেন" রূপে আসে ভাসি,
তাদের কলিজা, প্রাণ গিয়াছে পিষিয়া !
দেখ দেব ! গেল সব ভাঙিয়া চূরিয়া !

(৩)

গেল যে তোমার বিশ্ব ভাঙিয়া চূরিয়া—
সুবিশাল তরুকুলে
উপাড়িছে বুঝি মূলে,
লতা, গুল্ম, তৃণ, ভয়ে মরিছে কাঁপিয়া !
আকুল বিহগদল,
দাঁড়াইতে নাহি স্থল,
পরাণ বাঁচাতে চাহে আকাশে উঠিয়া !
মহাকায় মহীধর
জানিত না "ভয় ডর"
সে বুঝি আছাড় খায় ভূতলে পড়িয়া !—
ক্ষুদ্র কিবা মহত্তম,
এবে হায় ! সবি সম,
আসিছে কালান্ত কাল মুখ বিস্তারিয়া !—
দেবতা ! গেল যে সব দেখ গো আসিয়া !

(৪)

গেল যে গেল যে সব ভাঙিয়া চূরিয়া—
জলে স্থলে বাষ্পযান—
হ'ল বুঝি শত খান,
আরোহী বা জন্মশোধ পড়িল ঘুমিয়া !—
লোকালয়ে বাড়ী ঘর
কাঁপিতেছে থর থর,
পড়িছে প্রাসাদ-চূড়া ভূতলে লুটিয়া !
বিবশা মা, কাঁপি কাঁপি
শিশুরে হৃদয়ে চাপি,
পলাইতে চাহে আহা ! ধরণী ছাড়িয়া !
সন্তান আতঙ্ক-ভরে
মায়েরে জড়ায়ে ধরে,
বুড়া বুড়ী রাখে করে নেত্র আবরিয়া !
লভিবারে প্রাণারাম,
কেহ স্মরে ইষ্টনাম,
কেহ স্মরে প্রিয়-মুখ, "অন্তিম" জানিয়া !
মহা মরণের তরে
সবাই প্রতীক্ষা করে,
আপনি আঁখির পাতা আসিছে মুদিয়া !—
কালান্তক মহাকাল,
পাতিয়াছে মৃত্যু-জাল,
মরণে মরণে দিবে ব্রহ্মাণ্ড ছাইয়া !
এখনি যে হবে ধরা,
অনন্ত মরণ-ভরা !—
রাশি রাশি শব শুধু রহিবে পড়িয়া !
আর কেহ জাগিবে না,
আর কেহ কাঁদিবে না,
কেহ কারো আঁখি-জল দিবে না মুছিয়া।
চির-লক্ষ সমরব
মুহূর্ত্তে হইবে স্তব্ধ,

জগতের "ইতিহাস" যাইবে মুছিয়া !
অনন্ত প্রলয়ে বিশ্ব যাইবে ডুবিয়া !

(৫)

কেন মা ধরিত্রি! হেন নিঠুর হইয়া,
আজি এ সায়াহ্ন-বেলা,
খেলিছ ভীষণ খেলা,
তুমি কি করিবে স্নান জীব-রক্ত দিয়া ?
তোমার স্নেহের বুকে,
আশ্বাসে, বিশ্বাসে, সুখে,
সকলে বসতি করে, গেলে কি ভুলিয়া ?
তুমি যে মা ! চিরদিন,
বিরক্তি-সন্তাপ-হীন,
"সর্ব্ব-সহা *" নাম তব নিখিল যুড়িয়া !—
শত তাপে হোক তাপী,
মহাপাপে হোক পাপী,
বাক্ষে করুক ঘৃণা চরণে দলিয়া ;
তবু সে কোলের ছেলে,
কবে মা' দিয়াছে ফেলে,
পারে কে তা তোর সম পাষাণী হইয়া ?
ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত,
অগণ্য বিপৎপাত,
সহে প্রাণী, তব কোলে মুখ লুকাইয়া।—
আজি যে দাঁড়াতে ঠাঁই,
জগতে কোথাও নাই,
তুমি যে কোলের ছেলে ফেলিছ ছুড়িয়া!—
আমরা দাঁড়া'ব কোথা, দেহ মা ! বলিয়া।

(৬)

একদিন—কতদিন গিয়াছে চলিয়া—
অসুরে নাশিয়া রণে,
বিজয়-উল্লাস মনে,
শ্যামা মা নাচিলা সেই, আনন্দে মাতিয়া !
সে দিনে এমনি হায়,
ধরা রসাতলে যায়,
তাই দিলা সদাশিব হৃদয় পাতিয়া !—
আজি কি তেমনি তবে,
(কারে শুধি, কেবা ক'বে ?)
মরিল অমর-রিপু সমরে পশিয়া ?
সে আনন্দে সে কৌতুকে,
অট্টহাসি, হাসি মুখে
নাচে মা প্রকৃতি, শত করতালি দিয়া ?—
রাখিতে "ব্রহ্মাণ্ডটুক"
দেবতা কি পাতি বুক,
নিবারিবে এ যুগান্ত আরাম ঢালিয়া ?
এই কি সে মহা "শান্তি" কে দিবে বলিয়া ?

(৭)

যে হোক সে হোক বিভো ! দেখ গো চাহিয়া—
মৃত্যু করে উপহাস,
অকল্পিত সর্ব্বনাশ,
সতাই তোমার সৃষ্টি যায় যে মজিয়া !
আমাদের কিসে ক্ষতি,
তুমি অগতির গতি,
জীবনে মরণে দিবে কোল পসারিয়া ;
কিন্তু দেব ! তব ধরা,
অতুল সৌন্দর্য্য-ভরা,
এত কাল এত করে রেখেছ পালিয়া,
আজি তা' হইবে দূর—
অনন্ত ধ্বংসের পুর !
তুমিই কাঁদিবে পিতঃ ! সে দৃশ্য দেখিয়া !
শবরাশি স্তূপে স্তূপে,
রহিবে পর্ব্বতরূপে,
অনন্ত মরণে বিশ্ব রহিবে মরিয়া !—

* সর্ব্বসহা—পৃথিবী।

এত শ্রম, স্নেহরাশি,
কি ফল এরূপে নাশি,
বিফলে ভাঙ্গিবে কেন এতটা গড়িয়া ?
তাই দেব ! পায়ে পড়ি,
ভাঙ্গিও না—লহ গড়ি,
উঠ হে করুণাসিন্ধো ! "মা ভৈঃ" ডাকিয়া,
মৃত্যুমুখে বিশ্ব তব, লহ বাঁচাইয়া।

শ্রীকনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

দুর্ব্বলা রমণীর অপরাজেয়া শক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

রমণীশক্তি যে শুধু গৃহে পরিবারেই অপরাজেয়া তাহা নহে। আমেরিকার জনৈক ডাক্তার বলিয়াছেন, তাঁহাদের কলেজের ছাত্রগণ পূর্ব্বে বড়ই অশিষ্ট ও দুশ্চরিত্র ছিল ; কিন্তু যে সময় হইতে সেই কলেজে নারীজাতি প্রবেশ লাভ করিলেন, তদবধি ছাত্রগণ শিষ্ট ও সচ্চরিত্র হইল। বিবী বুথ, কুমারী ফ্রান্সিস উইলার্ড, বিবী জোসেফাইন বাট্‌লার, লেডি হেনরি সমারসেট্, কুমারী নাইটিঙ্গেল প্রভৃতি যশস্বিনী ইউরোপীর মহিলারা জীবনে দেখাইয়াছেন যে, রমণীশক্তি অন্যত্রও অপরাজেয়া।

কি সামাজিক জগৎ, কি রাজনৈতিক জগৎ, কি ধর্ম্মজগৎ, সর্ব্বত্র রমণীশক্তির অতুল প্রভাব। রমণীশক্তির অভাবে ইহার কোন জগৎই সুচারুরূপে চলিতে পারে না। উক্ত ত্রিবিধ ক্ষেত্রেই উক্ত যশস্বিনী মহিলাদের শক্তি প্রবেশ করিয়া মানব-জাতির অশেষ কল্যাণের সূত্রপাত করিয়াছে, এবং জগতের নিকট এই নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছে যে, সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই রমণীশক্তির অভাবে প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব। জনৈক শ্রদ্ধেয় লেখক বলিয়াছেন :—"যখন অবলার আধখানা এখনও অনাবিষ্কৃত, তখন তোমরা যাহা কেন বল না, আজি হাজার হাজার বৎসরের উচ্চ দুন্দুভিনিনাদিত যে উন্নতি তাহা আধখানা বই ষোল আনা—একখানা নহে। কে জানে রমণী-শিক্ষিত, রমণী-গঠিত, নারী-সৃষ্ট ভাবী জগতের ভাবী উন্নতি কেমন ?"

বিবী বুথের প্রভাব যে মুক্তিফৌজ-সম্প্রদায়কে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন করিয়াছে, এবং সেই প্রভাবে জগতের যে কত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। বিবী জোসেফাইন বাট্‌লার সমাজের দোষ-সংশোধনের জন্য, পতিতা রমণীদের উদ্ধারের জন্য, তাঁহার জীবন অতিবাহন করিতেছেন, এবং তাঁহার অতুল প্রভাবে পবিত্রতার রাজ্য কিরূপ স্থাপিত হইতেছে, কত অপবিত্র পাপাসক্ত জীবন পুণ্যশোভায় বিভূষিত হইতেছে, জনসমাজের কি প্রভূত কল্যাণ সাধিত

হইতেছে, সে বিষয়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

কুমারী ফ্রান্সিস উইলার্ড, লেডি হেন্‌রি সমারসেট্‌ প্রভৃতি মনস্বিনী মহিলাদিগের চেষ্টায় যে মাদক সেবন নিবারণার্থ পৃথিবীর সর্ব্বজাতীয় রমণীর স্বাক্ষরিত এক বৃহৎ আবেদনপত্র পৃথিবীর সকল রাজশক্তির নিকট উপস্থিত করা হইতেছে, তাহা "বামাবোধিনী পত্রিকা"তেই অনেকে পাঠ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রভাবে প্রেমের, পবিত্রতার ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মের রাজ্য ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে কতদূর বিস্তৃত হইতেছে, সাময়িক পত্র যাঁহারা পাঠ করেন, তাঁহাদের সকলেই সে বিষয় অবগত আছেন।

কুমারী নাইটিঙ্গেল আহত-সৈনিক-সেবা-রূপ মহদনুষ্ঠানের প্রথম সূত্রপাত করিয়া লোকের হৃদয়ে পরহিতৈষণা বৃত্তি জাগ্রত করিয়া দিয়াছেন, আর এখন সহস্র সহস্র রমণী পরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া জগতের দুঃখভার লঘু করিতেছেন, সংসার মধুময় করিতেছেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার হিতৈষণা বৃত্তি কিছুমাত্র নিস্তেজ হয় নাই। ভারতের সুদূর পল্লিগ্রামের স্বাস্থ্যের বিষয় তিনি এ দুর্ব্বল শরীরেও চিন্তা করিতেছেন এবং [illegible]মেন্ট সমীপে পত্র লিখিয়া দরিদ্র ভারত-[illegible] দুঃখমোচনের চেষ্টা করিতেছেন। [illegible] কার্পেন্টারের অনুরাগ ও চেষ্টায় [illegible] স্ত্রীশিক্ষার কত উন্নতি হইয়াছে, [illegible]কলেরই জানা আছে। ভারতকে তিনি এত ভাল বাসিতেন যে, বন্ধু বান্ধব ও ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও বৃদ্ধাবস্থায় আবার এখানে আসিয়াছিলেন, কোন প্রতিবন্ধকই তাঁহার পথরোধ করিতে পারিল না।

ভগিনী ডোরার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ও শক্তি সর্ব্বজন-বিদিত। বিলাতের নিম্নশ্রেণীর লোক ভয়ানক দুর্বৃত্ত। তাহাদের বাসস্থান নরকতুল্য। তাহারা রাক্ষস সদৃশ এবং তাহাদের কার্য্যও তদ্রূপ। নরহত্যা প্রভৃতি মহাপাপ তাহাদের দ্বারা সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এইরূপ স্থানে পুলিস প্রহরীও যাইতে সাহসী হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, ভগিনী ডোরা এই সকল দুর্দ্দান্ত দস্যুকে, এই সকল ভীষণ রাক্ষসকে তাঁহার ইঙ্গিতমত কার্য্য করিতে, ও উপদেশমত চলিতে বাধ্য করিতেন। শিশুর মত তাহাদিগকে শাসন করিতেন। এক দিবস গভীর নিশীথে যখন সেই নরকের একতম প্রকোষ্ঠে রাক্ষস-সদৃশ মানবগণ স্ত্রীপুরুষে মিলিত হইয়া নানা দুষ্ক্রিয়াতে মত্ত ছিল, তখন তিনি তাহাদের গৃহদ্বারে আঘাত করিলে প্রথমতঃ তাহারা আমোদের ব্যাঘাতের জন্য অনেক গালি প্রদান করিল। তৎপরে তিনি ডাকিবামাত্র তাঁহার অনুসরণ করিতে বাধ্য হইল। জ্যাক্‌ নামক একজন দস্যু উপাসনার সময় গোল করিলে ভগিনী ডোরা যেই বলিলেন "জ্যাক! সাবধান! আমার কাছে আসিয়া চুপ করিয়া বস", অমনি জ্যাক্‌ মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার

এক পার্শ্বে বসিল। ভগিনী ডোরা জ্যাক্ ও বিল নামক ভীষণকায় দুই দুর্দ্দান্ত পুরুষের মধ্যস্থলে বসিয়া ভগবানের আরাধনায় নিমগ্ন হইলেন। তাহারাও প্রশান্তভাবে বসিয়া রহিল। সাধুতার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! কি অপরাজেয়া শক্তি!

কুমারী কব্ কঠোরপ্রকৃতি ইউরোপীয় সমাজ হইতে ইতর জন্তুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার অনেক পরিমাণে রহিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পশু প্রভৃতিও যে আমাদের প্রেম ও দয়া পাইবার অধিকারী, এই সত্য তাঁহার চেষ্টা ও যত্নেই ইউরোপীয় সমাজে এক প্রকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিবী হারিয়েট বিচার ষ্টো "অঙ্কল টম্‌স ক্যাবিন" অথবা "টম কাকার কুটীর" ও অন্যান্য গ্রন্থ দ্বারা দাসত্ব-প্রথার উচ্ছেদসাধনে কতদূর সক্ষম হইয়াছেন, তাহা আর বলিতে হইবে না। রমণীর শক্তি সমাজের অস্থি মজ্জাতে প্রবিষ্ট, জঘন্য প্রথা সকল উন্মূলিত করিতে কতদূর সক্ষম, তাহা এই সকল জীবনে দেখিতে পাই। এই সকল মহিলাকে যে কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কার্য্য করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কোন বাধাই তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে নাই। তাঁহাদের অপরাজেয়া শক্তির সম্মুখে সমস্ত বাধাই অবনত হইয়াছে!

আমেরিকার কলরেডো নামক স্থানে স্ত্রীলোকেরা নির্ব্বাচন অধিকার পাইয়াছেন। একবার নির্ব্বাচনকালে তাঁহারা সকল দলকে সাবধান করিয়া দেন, কোন প্রকারের কলুষিত-চরিত্র কাহাকেও যেন পদপ্রার্থীরূপে খাড়া করা না হয়; কোনও ভদ্র মহিলা এরূপ লোককে ভোট দিবেন না। সকল স্থলেই এই কথামত কার্য্য হয়, কেবল এক স্থানে একটী মদ্যবিক্রেতা ও অপবিত্রতার প্রশ্রয়দাতা বিদেশী লোককে পদপ্রার্থী করা হয়। মহিলারা এই কথা জানিবামাত্রই ইহার নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ইহার প্রতিযোগীর পক্ষে অনেক বেশী ভোট সংগ্রহ করিয়া তাহাকে নির্ব্বাচিত করিলেন; অথচ সেই প্রতিযোগীর বিশেষ কোন গুণ ছিল না, তিনি জনসাধারণের প্রিয়পাত্রও ছিলেন না—কেবল শুদ্ধচরিত্র ছিলেন। নব জিলণ্ডে এবং আমেরিকার যে সব প্রদেশে মহিলারা নির্ব্বাচন অধিকার পাইয়াছেন, সেই সকল স্থানে চরিত্রবান্ লোকেরাই সভ্য হইতেছেন, চরিত্রহীন লোক সকল তাড়িত হইতেছে, এবং তথায় পবিত্রতা সংরক্ষিণী অনেক ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

ইংলণ্ডের মহিলাদিগকে নির্ব্বাচন অধিকার দিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু মদ্যবিক্রেতা ও পাপব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ প্রাণপণে ইহার বিরুদ্ধে চেষ্টা করিতেছে। তাহারা দেখিতেছে যে, দশ জন মহিলার মধ্যে নয় জনই সর্ব্ব প্রকার দুর্নীতির ও[illegible] শত্রু। তাই নিজ নিজ ব্যবসায় রক্ষার[illegible] তাহারা এই প্রস্তাবের ঘোর বিরু[illegible] করিতেছে। ইহাতেই বুঝা যাইতে[illegible] রমণীশক্তি কত প্রবল, এবং রম[illegible]

উপর জগতের কল্যাণ কতদূর নির্ভর করে। এই সকল দৃষ্টান্ত সপ্রমাণ করিতেছে যে, জগতে প্রেমের, পবিত্রতার ও ধর্ম্মের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত রাখিবার ভার লইয়া নারীজাতি সৃষ্ট হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে সর্ব্বোপরি জয় লাভ করিবার শক্তিও দুর্ব্বলা রমণীকে প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত নবেম্বর মাসে ম্যাঞ্চেষ্টার নগরে রমণীদিগের যে মহাসভা হইয়া গিয়াছে, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি, ইউরোপখণ্ডে রমণীমণ্ডলী কিরূপ কার্য্য করিতেছেন। যে সকল সভা উহাতে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে, কত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহারা শক্তি খাটাইতেছেন। এই সকল দেখিয়া আমাদিগকে অবাক্ ও স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়। কুমারী উইলার্ড প্রভৃতি যে মাদকনিবারিণী সভা স্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু স্ত্রীলোককে একত্র করিয়া এক মহাশক্তিতে পরিণত করিয়াছেন।

আমরা "অবলা" আখ্যা পাইয়া থাকিলেও সকল বিষয়েই যে অবলা, তাহা নহি। বিশ্ববিধাতা যে আমাদিগকে শক্তিহীনা করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, বরং মহাশক্তিশালিনী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আর অস্বীকার করিতে পারি না। নারীজগতের প্রভাব সমস্ত জগতে, প্রত্যেক মানবের জীবনে কিরূপ অতুলশক্তিশালিনী —কেমন অপরাজেয়া, তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ দেখিয়া আর কিরূপে অস্বীকার করিব? এমন মহিমাময়ী অতুলশক্তি পাইয়া কেন আর দীনা হীনার ন্যায় ধূলিতে পড়িয়া থাকিব? সংসারের স্রোতে তৃণের মত ভাসিয়া যাইব, পৃথিবীর অবস্থার বাত্যাতে শাখাভ্রষ্ট শুষ্ক পত্রের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইব? আমরা দীনা হইলেও জীবন্ত দেবীমণ্ডলীর ভিতরে অপরাজেয়া শক্তি সন্দর্শন করিতেছি। পাশ্চাত্য মহিলাদিগের কার্য্যপ্রণালী ও কার্য্যক্ষেত্র আমাদের পক্ষে না খাটিতে পারে, কিন্তু আমরা আপনার কার্য্যক্ষেত্রে আপনার মত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াই নারীজীবনের সেই সকল উচ্চ কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি। আমাদের জীবনের মূলেও গূঢ়রূপে এই শক্তি নিহিত রহিয়াছে। আমাদের শক্তিতে যদি বিশ্বাস না থাকে, তবে জানিলাম রমণীজীবন দুর্গতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, ততক্ষণ জীবন। আপনাতে অবিশ্বাস আর ঈশ্বরে অবিশ্বাস একই কথা। আমাদের জীবনের দুর্গতি অত্যন্ত গভীর হইলেও, শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হইলেও, স্বয়ং বিধাতা আমাদিগকে যে শক্তি, যে বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছেন, তাহা উন্মূলিত করিবার সাধ্য আমাদের নাই। যদি তাহা করিতে পারিতাম, তবে এত দিন পৃথিবী হইতে রমণীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত।

আমরা এই শক্তির মূলে প্রবেশ করি। শক্তির উৎসসমীপে উপনীত হই।

প্রত্যেকে এই অতুল শক্তিতে শক্তিময়ী হই, এবং নিজ নিজ কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া স্ব স্ব জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দিয়া কৃতার্থ হই। বিশ্ববিধাতা দীনা অবলার জীবনে তাঁহার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করুন। রমণীজাতিকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দুর্ব্বলা বঙ্গবালা।

শৈশব-সঙ্গিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্লকে ছোটবেলায় সকলেই "ফুলি" বলিয়া ডাকিত। পাড়ার বালিকাদের মধ্যে সকলকার চেয়ে ফুলির বিলক্ষণ সুখ্যাতি ছিল; সে খুব ঠাণ্ডা, খুব সরল, আবার খুব সুবোধ। কখনও কাহারও উপরে রাগ করে না; কাহাকেও কটু কথা বলে না, সাথীদের সঙ্গেও আড়ি করে না। বাঙ্গালা দেশে "মেয়ে সন্তান" হওয়া আজি কালি বিশেষ দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক হইলেও প্রফুল্লকুমারীর সরল, সুন্দর, নবস্ফুট কুসুমের মত মুখখানি দেখিয়া সকলেই তাহার মাতাপিতার "পুণ্যবল" মনে করিত। সাথীরাও ফুলির সহিত খেলা করিতে বড়ই ভালবাসিত।

ফুলি তাহার সকল বন্ধু বান্ধব অপেক্ষা তাহার "যোগেন দাদার"ই বেশী অনুরক্ত। যখন ফুলি আরও ছোট ছিল, তখন তাহার যোগেন দাদা তাহাকে কোলে করিয়া বেড়াইত; কাঁচা নারিকেল পাতার বাঁশী করিয়া দিত; কদম ফুলের গাড়ী করিয়া দিত; তাহাকে ফুলের গহনায় সাজাইয়া "ফুলরাণী" করিত। এখন ফুলি একটু বড় হইয়াছে, এখন মাষ্টার মহাশয়ের কাছে লেখা পড়া শিখিতেছে, এখন তাহার যোগেন দাদা তাহাকে পড়া বলিয়া দেন; ম্যাপ দেখাইয়া দেন; গল্পের বই কিনিয়া দেন; খেলা করিতেও কত খেলানা আনিয়া দেন! সেই জন্য রাত্রিতে মা'র কোলে শুইয়াও "যোগেন দাদা"কে একটু না দেখিলেই তাহার মনে অসহ্য কষ্ট হইতে থাকে!

বয়স নয় পরে দশ, তার পরে এগার বছর শেষ হইল; প্রফুল্লের বয়স বার বছর হইলে তাহার বিবাহের জন্য চেষ্টা হইতে লাগিল। প্রফুল্লের পিতা ধনী, প্রফুল্ল তাঁহার একমাত্র কন্যা; এখনকার দিনে টাকা হইলেই মেয়ের বিবাহে সুপাত্র মিলে; সুতরাং প্রফুল্লের অদৃষ্টে সুপাত্র মিলিল। প্রফুল্লের পিতা একজন কৃতবিদ্য, বি, এল, উপাধিধারী সুসভ্য ব্যক্তির হস্তে হীরক, মুক্তা ও স্বর্ণাভরণে বিভূষিতা প্রাণাধিকা কন্যাকে সমর্পণ করিলেন। তাঁহার চেষ্টা সার্থক হইল; প্রফুল্লের মাতা রূপগুণান্বিত জামাতা

পাইয়া মনে করিলেন, তাঁহার কন্যার মা হওয়া সার্থক হইল, আর স্নেহ-প্রতিমা প্রফুল্ল উপযুক্ত বরে অর্পিত হইল দেখিয়া প্রফুল্লের "যোগেন দাদা" ভাবিলেন "আমার জীবন সার্থক হইল!" কিন্তু যিনি যাহাই মনে করুন, যে দেবতা সকল নর-নারীর অদৃষ্টলিপি পাঠ করিতে পারেন, তিনিই অবশ্য স্বতন্ত্র কথা বুঝিয়াছিলেন! ক্ষুদ্র মানবের সে শক্তি কোথায়?

এইখানে বলা আবশ্যক, প্রফুল্লের বর সুরেশচন্দ্রের অন্য অভিভাবক কেহ না থাকায় প্রফুল্ল আপাততঃ পিতৃগৃহেই রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের পরে আর দুই বৎসর কাটিল। সুরেশচন্দ্র, বাঙ্গালার অধিকাংশ কৃতবিদ্য যুবকের মত, ওকালতি করিতে গিয়া পয়সা অভাবে "স্বাধীন ব্যবসায়ের" আশয়ে জলাঞ্জলি দিলেন; শেষে যথারীতি "মুন্সেফ" হইয়া বিচারাসনে বসিলেন। তখন প্রফুল্লকে তাঁহার কাছে আনা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠিল।

...দেশে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে কত ... খোকা খুকির মা হইয়া সংসার ... কিন্তু প্রফুল্লের আজিও বাল্যভাব ...ল না! আজিও কাজ কর্ম্ম সারিয়া ...দের সহিত খেলা করে; যোগেনের ...গল্প করে, স্বামীর কাছে যাইতে ...—মা' বাপকে ছাড়িয়া, যোগেন দাদাকে ছাড়িয়া, কমলা পুঁটি, সুকুমারীকে ছাড়িয়া, পিত্রালয় বিলগ্রাম ছাড়িয়া স্বামীর কাছে যাইতে হইবে, এ কথা মনে করিলেই তাহার বুকের ভিতর কেমন আতঙ্ক হয়! তাহার চক্ষুর পাতা আপনা আপনি ভিজিয়ে আসে! মা' প্রফুল্লের এমনতর বালিকা-স্বভাব দেখিয়া মনে কতই ভয় করেন, এক এক দিন তাঁহার ননন্দাকে বলেন "ঠাকুর ঝি, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, ফুলি এখন ডাগর মেয়ে হ'তে গেল, তবু ওর ছেলেমি গেল না, জামাই, এ রকম দেখে রাগ করেন, কি কি করেন, আমার তো বড়ই ভাবনা হয়!"

সন্ধ্যা হইয়াছে; শুক্ল সপ্তমীর চন্দ্রমার সোণার মুখে হাসি উথলিয়া পড়িতেছে; প্রফুল্ল তাহাদের বারাণ্ডায় বসিয়া যোগেন্দ্রের কাছে গল্প শুনিতেছিল। গল্প পদ্মিনীর উপাখ্যান; রাজপুতললনা-রত্ন কি করিয়া পাপী যবনকে প্রতারিত করিয়াছিলেন, রমণীর সর্ব্বস্ব ধন সতীত্ব রত্ন রক্ষার্থে কি করিয়া জ্বলন্তানলে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, যোগেন্দ্র সেই পবিত্র কাহিনী শুনাইতেছিলেন, প্রফুল্ল অবাক্ হইয়া শুনিতেছিল, তাহার বুকের ভিতর যুগান্তর চলিতেছিল, এমন সময়ে বালিকা পুঁটুরাণী হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া "শান্তিভঙ্গের অপরাধ" করিল।

পুঁটু প্রফুল্লের পিসীমা'র কন্যা। প্রফুল্ল পুঁটুকে জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে পুঁটু?" পুঁটুর গোলা'প মুখখানি রাঙা হইল, চক্ষু দু'টি জলে ভরিয়া গেল, সে

বড়ই কাতরকণ্ঠে কহিল "জামাই বাবু এসেছে দিদিমণি ; তোকে কা'ল বনগাঁয়ে নিয়ে যাবে"। পুঁটুর চক্ষের জল দুই গালে গড়াইয়া পড়িল।

তখন অচিরশ্রুত পদ্মিনী উপাখ্যান ভুলিয়া প্রফুল্ল আঁচলের কোণ লইয়া পাকাইতে লাগিল ; যোগেন্দ্র চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলেন, অশ্রুজলে তাহার মুখ ভাসিয়া যাইতেছে। একটু খানি পরে যোগেন্দ্র বলিলেন "কাঁদ্‌চিস্ কেন ফুলি ?"

ফুলি কথা কহিল না, দুই হাতে চোখ মুছিতে লাগিল। যোগেন্দ্র সকরুণ হাসি হাসিয়া কহিলেন "কেঁদ না লক্ষ্মী দিদিমণি, তুমি কত পতিব্রতাদের কথা শুনেছ, দেখ দেখি সীতা সাবিত্রী কত কষ্ট—স্বামি-সঙ্গ লাভের লোভে কত কষ্ট সহিয়াছেন! মেয়ে কি চিরদিন মা' বাপের কাছে থাকে ? তা' থাকা কি ভাল ?"

প্রফুল্ল আবার চোখ মুছিয়া কহিল "যোগেন দাদা, আমার বড়ই প্রাণ কেমন কোচ্চে ; মা'কে বাবাকে আর তোমাকে দেখতে পাব না, তাই আমার বুক যেন ফেটে যাচ্চে"। আবার সেই অশ্রুধারা উথলিয়া উঠিল ! যোগেন্দ্র আপনাকে সাম্‌লাইয়া বলিলেন "ফুলি, এই যে তোমাকে কত দিন বলেছি, ভগবানের ইচ্ছায় আমাদের আত্মসমর্পণ করা উচিত ; আমাদের পরস্পরের ছাড়াছাড়ি হওয়া বড় কষ্টের হলেও, আমরা কর্ত্তব্যের ত্রুটি কেন করিব ? আমরা ভগবানের ইচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হোচ্চি, আবার ভগবানের ইচ্ছায় একত্রিত হব।"

প্রফুল্ল ভ্রাতার উপদেশের অপেক্ষা তাঁহার শেষ কথাটীতে একটু বেশ আরাম পাইল। তাহার বয়সে, তাহার হৃদয়ে, কর্ত্তব্যজ্ঞান অপেক্ষা আশা অধিক আদরের জিনিস।

একটু পরে অপেক্ষাকৃত সংযতচিত্তে প্রফুল্ল বলিল "আমি এখান থেকে গেলে, তোমার যদি অসুখ হয়, কাকীমা যদি তোমাকে যত্ন না করেন, তা'হলে কি হবে যোগেন দাদা ?" এইবার যোগেন্দ্রের চোখের জল চাপিয়া রাখা গেল না বুঝি ! কিছুক্ষণ পরে যোগেন্দ্র সে বেগ সম্বরণ করিলেন ; বলিলেন "তার জন্যে ভাবিস্ কেন ফুলি, ভগবানই তো মানুষকে রক্ষা করেন ; তাঁর ইচ্ছা হ'লে কি লোকে কষ্ট পায় ? এই যে অনাথাশ্রম, দুর্ভিক্ষনিবারণী সভা, এ সকল সাধু কাজের প্রবর্ত্তক কি মানুষ ? না, মানুষ কেবল উপলক্ষ মাত্র ? যাঁহার দয়ায় ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা হোচ্ছে, তিনিই সকলের মূল। তবে তোমার ভাবনা কিসের ?"

প্রফুল্লের মুখ প্রফুল্ল হইল ; সে যুক্তকরে ভগবানের চরণে প্রণাম করিল। এইখানে আমরা যোগেন্দ্রের একটু পরিচয় দিতেছি।

যোগেন্দ্র প্রফুল্লের সহোদর
প্রফুল্লের পিতার জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র।
মাতৃহীন বলিয়া প্রফুল্লের মাতা যোগে
নিজের সন্তানের মত স্নেহ ও যত্ন
যোগেন্দ্র তাঁহাকে মাতৃবৎ, এবং প্র
সহোদরাবৎ মনে করেন।

যোগেন্দ্র প্রফুল্ল হইতে পাঁচ বৎসরের বড়। লেখা পড়ায় ও ধর্ম্মানুরাগে, শিক্ষিত সমাজে যোগেন্দ্র বড়ই প্রশংসিত। শুনিয়াছি কলিকাতার কোনও খ্যাতনামা ব্যক্তি বলিয়াছেন "বয়সে বালক হইলেও যোগেন্দ্রের প্রকৃত চরিত্রবল, ও মহৎ হৃদয় আছে।" আর গ্রামের লোকেরাও অনেকে বিবেচনা করেন "যোগেনের কার্ত্তিকের মত রূপ, লক্ষ্মণের মত স্বভাব; অমন ছেলে যা'কে মা' বলে, তাঁহারই জীবন ধন্য!"

অনেকের বিবেচনা এইরূপ হইলেও সকলের বিবেচনা অবশ্য অন্যরূপ। আমরা এ কথার উল্লেখ করিতেছি, কেননা সত্য সত্যই মাতৃহীন যোগেন্দ্র যাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকেন, যোগেন্দ্রের সেই বিমাতা ঠাকুরাণী কিন্তু সে জন্য নিজের জীবন "ধন্য" মনে করেন না; "জীবন ধন্য" মনে করা দূরে থাকুক, যোগেন্দ্রের উপরে তিনি যে রকম ব্যবহার করেন, তাহাতে কৈকেয়ী-চরিত্র স্মরণ না হইয়া যায় না। সেই জন্যই স্নেহশীলা প্রফুল্ল তাঁহার প্রিয় ভ্রাতার জন্য এ রকম ব্যথিতা।

যাহা হউক আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, যোগেন্দ্রের একমাত্র অপরাধ, তিনি তাঁহার বিমাতার মৃত-সপত্নী-পুত্র। সেই অপরাধেই বিমাতা যোগেন্দ্রের প্রতি স্নেহশূন্যা।

এ সংসারে যাহাকে তুমি ভালবাসিয়া থাক, তাহার স্নেহভাজনের উপরেও তোমার ভালবাসা জন্মিবে; ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, বঙ্গগৃহে অনেক রমণী—সকলকার কথা আমরা কখনই বলিতেছি না—অনেক দ্বিতীয়, তৃতীয় পক্ষের রমণী, প্রিয়তম স্বামীর প্রিয় সন্তানকে "সপত্নী-সন্তান" ভাবিয়াই দারুণ ঈর্ষার চক্ষুতে দেখেন! যে দেশে রমণী-হৃদয়ে এত সঙ্কীর্ণতা, সে দেশের প্রকৃত উন্নতি কতদূরে, কে বলিবে?

(ক্রমশঃ)

মহরম।

মহরম অতীত কালের শোকস্মৃতি। ...লাম্-ধর্ম্ম-স্থাপনকর্ত্তা মহাত্মা মহ... দুইটী প্রিয় দৌহিত্র হাসেন ও ...। এই দুইটী দুহিতৃ-পুত্র ভিন্ন মহ...দের পুত্র সন্তান ছিল না। হাসেন ...নের পিতার নাম মহাবীর হজরত ... হজরত আলি, হজরত মাবিয়া ...ন্যান্য কয়েক জন মহম্মদের প্রিয় বন্ধু ছিলেন। মাবিয়া অকৃতদার পুরুষ। মহম্মদ ইসলাম ধর্ম্মানুসারে ত্রিকালজ্ঞ, বিশেষতঃ ঈশ্বরের দোস্ত বা বন্ধু। এক দিন মহম্মদ কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা বিচিত্র, মাবিয়া আমার প্রিয় বন্ধু, তথাপি ইহাঁর পুত্র আমার দৌহিত্র দুটীকে বধ করিবে। মাবিয়া ভীত হইয়া বলিতে লাগিলেন, এরূপ যাহাতে না ঘটে আপনি

তাহার ব্যবস্থা করুন। পরম ভক্ত মহম্মদ বলিলেন, আমি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ প্রার্থনা করিব না। মাবিয়া অন্য ধাতুর মানব। তিনি বলিলেন, "আমি বিবাহ করিব না, দেখিব কিরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছা সফল হয়।" কিন্তু কিছুদিন পরে মাবিয়া এরূপ বিপদে পড়িলেন যে, বিবাহ ভিন্ন তাঁহার অন্য উপায় রহিল না। দৈববাণী হইল, দারপরিগ্রহ কর। মাবিয়া ঈশ্বরের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া বাজার হইতে একটী বৃদ্ধা এবং কুৎসিতা নারীকে কিনিয়া আনিলেন। তাহার পুত্র সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া নিকা করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধা বিবি রাজভোগে সুন্দরী যুবতী হইয়া দাঁড়াইলেন। মাবিয়ার দর্প চূর্ণ হইল, বিবির গর্ভে এজিদ নামে এক সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল। অপত্যস্নেহে মাবিয়ার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া গেল। মহম্মদের স্বর্গারোহণের পরেও মাবিয়া দিন কতক জীবিত ছিলেন। তিনি পুত্র এজিদকে অনেক সদুপদেশ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। মহম্মদের পারিষদেরাও প্রত্যেকে এক একটী ক্ষুদ্র রাজ্যেশ্বর ছিলেন। এজিদ পিতৃত্যক্ত সিংহাসনে বসিয়া নিজ মূর্ত্তি ধরিলেন। এজিদ শব্দের অর্থই পাপ-পুরুষ। তিনি সম্রাট মহম্মদের দৌহিত্র-গণের সহিত সদ্ভাব রাখিলেন না, কর দিতেন না, মনে মনে মহাদ্বেষ করিতেন। ধর্ম্মাত্মা হাসেন হোসেন ইহা সহ্য করেন; সামান্য পার্থিব স্বার্থের জন্য রক্তপাত ভাল বাসিতেন না। এদিকে ক্রমেই এজিদের বুক বাড়িতে লাগিল। দুরাত্মা এক দিন সংবাদ পাইল, নগরবাসী কোন ধার্ম্মিক পুরুষের পরম সুন্দরী স্ত্রী আছে। তাহার প্রতি লোভ পড়িল। কিন্তু সে সাধ্বী সতী কিছুতেই টলিল না। ইহাতে পাপিষ্ঠ অন্য উপায় করিল। সুন্দরীর স্বামীকে রাজ-সভায় আনিয়া বলিল, আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি, তুমি ভিন্ন আর কেহই উদ্ধার করিতে পারিবে না। আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী পরম সুন্দরী, বড়ই ধার্ম্মিকা। সে ধার্ম্মিক ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না, রূপ বা রাজ্য ধন চাহে না। তুমি বিখ্যাত ধার্ম্মিক, তোমার রোজা নমাজ বাদ যায় না। এই কথা শুনিয়া সে তোমার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছে। তবে সে এই চাহে যে, তুমি তাহাকে আন্তরিক স্নেহ ও যত্ন করিবে। সরল ধার্ম্মিক ইহাতে সম্মত হইলেন। এজিদ একজনকে মধ্যবর্ত্তী দূত করিয়া অন্দরে পাঠাইলেন। মুসলমানগণ এই মধ্যবর্ত্তী দূতকে উকীল কহে। বর-কন্যার দেখা সাক্ষাৎ হয় না, উকীল কন্যার সম্মতি আনিয়া দিলেই মন্ত্রপাঠ হয়। এই সম্মতিকে "এজেন" বলে।

এজিদের এই কার্য্য প্রতারণাপূর্ণ, কেননা তাহার ভগ্নীই ছিল না। উকীল সাহেব অন্দর হইতে বাহিরে আসিয়া ব[illegible] বিবি প্রণয়ের জামিন চাহেন। তিনি [illegible] ধার্ম্মিকের যখন বিবাহিতা স্ত্রী [illegible] তখন তিনি আমাকে ভাল বা[illegible] বাসিবেন কিরূপে? কিন্তু এই ধা[illegible] পতিরূপে না পাইলে, আমি এ পা[illegible]

রাখিব না। ধার্ম্মিক মহা বিব্রত হইলেন। এজিদের পাপ সহচরগণ উঁহাকে বন্ধুভাবে বুঝাইয়া ঠিক্ করিলেন। সরল মুসলমান, ইহাদের কুহকে পড়িয়া রাজকন্যার লোভে নিজের ধর্ম্মপত্নীকে তাল্লাক দিলেন, অর্থাৎ ত্যাগ করিলেন।

এদিকে দ্বিতীয়বার উকীল সাহেব সংবাদ আনিলেন, বিবির মত ফিরিয়া গিয়াছে। বিবি বলেন, যে ব্যক্তি রাজ-কন্যার লোভে ধর্ম্মপত্নী ত্যাগ করিল, সে ব্যক্তি আবার মহারাজকুমারীকে পাইলেই আমাকে তাল্লাক দিবে। এরূপ পাপিষ্ঠকে আমি পতিত্বে বরণ করিতে পারি না।

ধার্ম্মিক সন্ন্যাসী হইলেন। এজিদ উঁহার স্ত্রীর নিকট ঘটক পাঠাইলেন। ঘটক যাইতেছেন, পথে হাসেনের সঙ্গে দেখা হইল। হাসেন বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, আমিও নিকার উমেদার আছি, বিবির দরবারে আমার আরজিও আপনি পেশ করিবেন। বিবি যাহার প্রতি রাজি হইবেন, সেই তাহার পতি হইবে।

ঘটক বিবির নিকটে প্রথমতঃ এজিদের, পরে হাসেনের এবং অবশেষে নিজের ইচ্ছা জানাইলেন, এবং তাঁর মতা-মত জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিবি ঘটককে পিতৃসম্বোধন করিয়া ... করিলেন, হাসেন ও এজিদের ... যোগ্যতর ব্যক্তি? ঘটক ধর্ম্মের ...ইয়া হাসেনের পক্ষে রায় দিলেন। ...ঐ হাসেনকে পতি স্বীকার করিলেন। এজিদের ক্রোধানলে ঘৃত পড়িল। এজিদ গুপ্ত দূতীর দ্বারা ঐ স্ত্রী-লোককে দিয়া হাসেনকে বিষপান করাইল। হাসেন বিষের জ্বালায় মৃত্যু সন্নিকট বুঝিয়া হোসেনকে বলিয়া গেলেন, ভাই, এই হতভাগিনী স্ত্রীর কোন দোষ নাই। এজিদের লোক উঁহাকে প্রতারণায় ভুলাই-য়াছে। স্বামি-বশ করিবার ঔষধ বোধে আমাকে কালকূট দিয়াছে। উঁহাকে কিছু বলিও না, বরং প্রতিপালন করিও। আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর নিজেই সুবিচার করিবেন।

কিন্তু এজিদ সে ধাতুর লোক নহে। সে নিজেই উদ্যোগী হইয়া নানা ছলে হোসেনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইল। হোসেনের বাহুবল, কি লোক-বল কম ছিল না। কিন্তু এজিদ ছল কৌশল ক্রমে হোসেনের পক্ষবর্ত্তী লোকের জলপান বন্ধ করিল। আরবদেশে জল বড় দুষ্প্রাপ্য। পিপাসায় হোসেনের লোক লস্কর হস্তী ঘোড়া মরিতে লাগিল। এজিদ সর্ব্ব সৈন্য একত্র করিয়া জলপথ আটক রাখিয়াছে। হোসেনের পিপাসাতুর সৈন্যদল উঁহাদিগকে আঁটিতে পারে না। যে ছলে যুদ্ধ ঘটাইয়াছিল, তাহাও অতি ঘৃণিত। কারবেলা নামক স্থানে হোসেনের একজন বিশ্বাসী বন্ধু বাস করিত। এজিদ এই বন্ধুকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করে। বিশ্বাসঘাতক একদিন হোসেনকে গোষ্ঠী-বর্গ সহিত ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল।

হোসেন মনে দ্বিধা না করিয়া নিমন্ত্রণে গেলেন। সঙ্গে হাসেনের পুত্রগণ প্রায় সকলেই ছিলেন। কেবল একমাত্র জয়নাবকে বাড়ীতে রাখিয়া যান।

কথিত আছে, ধর্ম্মাত্মা হোসেন কতকগুলি কুলক্ষণ দেখিয়া আতঙ্কিত হন, এবং সেই কপট বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে,ঐ স্থানের নাম কারবেলা। মাতামহের মুখে শুনিয়াছিলেন, কারবেলায় তাঁহার মৃত্যু হইবে। ইহাতেই আসন্ন মৃত্যু বুঝিয়া তলোয়ার হস্তে প্রস্তুত রহিলেন। যুদ্ধ হইবে পূর্ব্বে জানিতে পারিলে বহু সেনা আনিতে পারিতেন। শরীর রক্ষার্থে জন কয়েক লোক মাত্র সঙ্গে আসিয়াছিল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এজিদের লোক সকল স্থলে জল আটক করিয়াছে। ইহারা বহুসংখ্যক, ইহাদিগকে কেহ সরাইতে পারিল না। হাসেনের পুত্র প্রভৃতি সকলেই একে একে প্রাণ দিল। ইহাদের একজন সেই দিনেই বিবাহ করেন, এবং বিবাহ বস্ত্র লইয়াই রণস্থলে শয়ন করিলেন। হোসেন এই সমস্ত দেখিয়া একাকী অশ্বারোহণে তলোয়ারের আঘাতে শত মুণ্ডচ্ছেদন করিতে করিতে নদীর পথ পরিষ্কার করিলেন। দারুণ পিপাসায় অঞ্জলিপূর্ণ জল মুখের নিকটে তুলিয়া ভাবিলেন, এই জলের জন্ম আমার অনুগত অনুচরেরা প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কেহই আসিতে পারে নাই। আমি কোন্ প্রাণে একা জল পান করিব? স্বজনবৎসল মহাবীর অঞ্জলির জল নদীতে ফেলিয়া দিয়া পুনরায় শত্রুমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পাপিষ্ঠগণ অন্যায় সময়ে হোসেনকে বধ করিয়া অবশেষে শিশু বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলকেই নষ্ট করিল। অনেকের বংশ লোপ পাইল। কিন্তু ইহাতেও এজিদের আশা পুরিল না। তিনি হাসেনপত্নী বা এমামদের রাজসিংহাসন হস্তগত করিতে পারেন নাই। হাসেন হোসেনের বৈমাত্র ভাই মহাবীর হানিফ আসিয়া এজিদের গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন, জয়নাবকে এমামদের সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন।

এই বৃত্তান্ত শুনিলে নিষ্ঠুরের পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়। এই মহরমে গোমরা মাটির দিন মুসলমানকন্যারা "হায় হোসেন হায় বলি কাসেম" রবে মাথায় এবং বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে পথে পথে ফিরিয়া থাকে। মুসলমান নারীদের ক্রন্দনে হিন্দুস্থানী কুলনারীরাও উন্মত্তার মত উহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া থাকে। পশ্চিমে বহু হিন্দু মহরম পর্ব্ব পালন করিয়া থাকে। হিন্দুরা তাজিয়া বা গোমরা নির্ম্মাণ করিতেও ছাড়ে না। আজ কাল মুসলমানের মধ্যে এক সম্প্রদায় লোক মহরম পর্ব্ব ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু ঐ সকল হিন্দুরা [illegible] ছাড়ে নাই।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

জ্বরের ব্যবহার্য্য দ্রব্যসমূহ।

গুলঞ্চ, কালমেঘ, বিল্বপত্র, সিউলি ফুলের পাতা, তুলসীপত্র প্রভৃতি দ্রব্যের রস। চিরতা, নালতে, নিমছাল, আতইচ প্রভৃতি দ্রব্যের কাথ।

অতিসারঘ্ন দ্রব্য।

বেলশুঁঠা, মুতা, ইন্দ্রযব, আকনাদি, আমের কোশী, মাজুফল, কুরচি, ধাঁইফুল প্রভৃতি দ্রব্যের কাথ।

কাশনিবারক দ্রব্য।

বাসকছাল, বামনহাটী, যষ্টিমধু, কণ্টিকারী, বচ, কুড়, তালিশপত্র, পিপুল, কটফল, কাঁকড়াশৃঙ্গী প্রভৃতির কাথ। বংশলোচন, তুলসীপত্র, পান ও আদার রস ইত্যাদি।

কোষ্ঠপরিষ্কারক দ্রব্য।

তেউড়িমূল চূর্ণ, দন্তীমূল চূর্ণ, হরিতকী ভিজার জল; এবং সোনামুখী, কটকী, গোলাপফুল, এরণ্ডমূল প্রভৃতির কাথ।

রক্ত উঠা ও রক্তভেদ নিবারক দ্রব্য।

আয়াপানের রস, লাক্ষা ভিজার জল বা কাথ, যজ্ঞডুমুরের রস ও চিনি। কুকশিমের মূলের রস ও চিনি, ছাঁচি কুমড়ার জল, দূর্ব্বাঘাসের রস, ছাগীদুগ্ধ, কুরচির ছালের কাথ, কুঙ্কুম, মোচরস ইত্যাদি।

কাথ।

...র দ্রব্যের পরিমাণ মোট দু তোলা, ... উল্লেখ থাকিলে সেই দ্রব্যটী ২ তোলা লইতে হইবে। কাথ্য দ্রব্য অধিক হইলে প্রত্যেকের সমপরিমাণে লইয়া মোট পরিমাণ ২ তোলা করিবে। প্রথমে কাথ্য দ্রব্য বীজ ডাঁটা ও মূলের কাষ্ঠ ত্যাগ করিয়া লইবে। পরে পরিমাণ ঠিক্ করিয়া অল্প থেঁতো করিবে। অনন্তর দেড় পোয়া জলে এক ঘণ্টা আন্দাজ একটী মৃৎপাত্রে একখানি সরা চাপা দিয়া ভিজাইয়া রাখিয়া পরে মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইলে কাথ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাথ প্রত্যহ প্রস্তুত করিতে হইবে।

ছয় প্রকার রসের গুণ।

ছয় রসের মধ্যে মধুর রস অম্ল অপেক্ষা, অম্লরস লবণ অপেক্ষা, লবণ রস তিক্ত অপেক্ষা, তিক্তরস কটু অপেক্ষা এবং কটু রস, কষায় অপেক্ষা বলোৎপাদক। মধুর রস বলোৎপাদনে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এই ছয় রসের মধ্যে মধুর, অম্ল ও লবণ রস বায়ুনাশক, কিন্তু কফকর। কটু, তিক্ত ও কষায় ইহারা কফনাশক কিন্তু বায়ুকর। কষায়, তিক্ত ও মধুর ইহারা পিত্তনাশক। লবণ, অম্ল ও কটু ইহা পিত্তজনক।

অনুপান গ্রহণ বিধি।

যে দ্রব্যের রস লইতে হইবে, সেই দ্রব্যটী যদি কোন এক প্রকার ফল হয়, এবং সেই ফলের যদি শক্ত বীজ থাকে, তাহা হইলে বিচি পরিত্যাগ করতঃ ফল

থেঁতো করিয়া রস লইতে হইবে। কঠিন বীজ না থাকিলে সবীজ সমস্ত ফল থেঁতো করিয়া রস লইতে হইবে।

মূলে যদি শক্ত কাষ্ঠ থাকে, তাহা হইলে কাঠ পরিত্যাগ করিয়া মূলের ছালের রস লইতে হইবে। কচি মূল হইলে এবং তাহাতে কোন কাঠ না থাকিলে সমস্ত অংশ থেঁতো করিয়া লইতে হইবে।

ছালের রস লইতে হইলে যেন ছালের সহিত বৃক্ষের কাঠ না থাকে।

বোঁটা ফেলিয়া পত্র থেঁতো করিয়া রস বাহির করিতে হইবে।

থেঁতো করিয়া নিঙড়াইলে যদি সহজে রস বাহির না হয়, তাহা হইলে অল্প জলের ছিটা দিয়া থেঁতো করিয়া রস বাহির করিয়া লইবে। যে দ্রব্যের রস বাহির করিতে হইবে, তাহা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ডে নিঙড়াইয়া রস বাহির করিবে। রসের পরিমাণ ১ তোলা। রস প্রত্যহ টাট্কা লইতে হইবে।

অলেকজাণ্ডার পোপকৃত ইলিয়াডের বাঙ্গালা অনুবাদ।

প্রথম ভাগ।

প্রস্তাবনা।

পুরাকালে গ্রীকদেশে হোমার নামক এক মহাকবি জন্ম গ্রহণ করেন। কথিত আছে তিনি জন্মান্ধ ছিলেন, এবং তাঁহার অবস্থা এত হীন ছিল যে, তিনি লোকের দ্বারে দ্বারে স্ব-রচিত গাথা গান করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেন। তাঁহার সেই সকল "গাথাই" ইলিয়াড নামে পরিচিত। ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিস, স্পার্টার পরমা সুন্দরী রাজ্ঞী হেলেনাকে হরণ করিলে, হেলেনার উদ্ধারার্থ তাঁহার স্বামী স্পার্টার রাজা ম্যানিলিয়স বহুসংখ্যক গ্রীক মিত্র রাজগণের সহিত, ট্রয় নগরী আক্রমণ ও পরে তাহা ধ্বংস করিয়া হেলেনার উদ্ধার সাধন করেন। মূলতঃ এই বিষয় অবলম্বনে হোমারের ইলিয়াড্ রচিত হইয়াছে, ইংরাজি ভাষায় ইহার অনেক প্রকার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমে আলেকজাণ্ডার পোপ পদ্যে ইলিয়াড অনুবাদ করেন। বামাবোধিনীর পাঠিকাগণের নিকট হোমারকে পরিচিত করিবার জন্য আমরা আজ পোপের ইলিয়াড বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি, ভগিনীগণ ইহা পাঠ করিয়া আমোদিত হইবেন। পোপের ইলিয়াড মিত্রাক্ষরে রচিত, কিন্তু আমরা ইহা অমিত্রাক্ষরে অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, কেননা বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ অধিক ওজস্বী ও শ্রুতিমধুর।

উর দেবি বীণাপাণি ! গ্রীসের শোকের
উৎস ভয়ঙ্কর—সেই আকিলিস*-ক্রোধ-
গীতি গাও তুমি আজি, যে ক্রোধ অনন্ত
অকালে নিহত যত বীর শ্রেষ্ঠগণে
করিলা প্রেরণ চিরান্ধতমসাবৃত
যমরাজপুরে ; অনাবৃত সিন্ধুকূলে,
অন্ত্যেষ্টিবিহীন হায়, যাহাদের দেবি !
শবদেহ যত, শকুনি কুক্কুরগণ
করিলা ভক্ষণ। আকিলিস-আট্রিডিস †,
বিবাদের কালে, এ মহাদ্বন্দ্বের ঘোর
হয়ে সঙ্ঘটন, করিলা সফল তবে,
(নৃপতির ভাগ্যদোষে), যোভের‡ বাসনা।
ব্যক্ত করে বল তুমি, কি কুক্ষণে হায় !
বিষম বিবাদ এই লভিলা জনম,
কি ক্রোধ কারণ দেবি ! লেটোনা¶ নন্দন,
মৃত্যুর করালমূর্ত্তি, ভীষণ মড়ক,
বিস্তারি সক্রোধে, পুঞ্জীকৃত শবদেহে
ছাইলা শিবির ? করিলা নৃপতি দর্পী
অবজ্ঞা তাহার পূজ্য দেব পুরোহিতে,
এই হেতু ঘটিল সমূহ মহামারী
প্রজার নিধন। অমূল্য রতন দানে,
বন্দিনী কন্যার, চাহিলা ক্রুসিস § এবে,
দাসত্ব মোচন ; হইয়া যাচক যবে

দাঁড়ালেন আসি, সমবেত গ্রীকমাঝে,
করদেশ তাঁর শোভিত হইতেছিল
আপলোর সুভীষণ পতাকা সকলে।
প্রসারিয়া স্বর্ণদণ্ড, লরেল মুকুট,
সমবেত গ্রীক কাছে, জানুপাতি হায় !
আপলোর* নামে, চাহিলা কন্যার তার
দাসত্ব মোচন। করপুটে মানিলিস†,
আট্রিডিস কাছে, যাচিলা কেবল মাত্র
করুণা তাঁদের। এইরূপে সম্বোধিয়া,
বলিলা সকলে, "হে বীর হে রাজগণ,
আশীষি সবায়, করুক সুসিদ্ধি লাভ
প্রতিজ্ঞা সবার, ভূমিতে লুণ্ঠিত হোক
গর্ব্বিত প্রাচীর ওই ট্রয় নগরীর,
এই যুদ্ধ শেষে সবে, যোভের কৃপায়
স্বদেশের সুখ পুনঃ কর উপভোগ ;
কিন্তু প্রাণাধিকা কন্যা ক্রুসিসাকে ‡ পুনঃ
অর্পি মম করে, অভাগা পিতার তার
দুঃসহ যাতনাভার কর বিদূরিত।
যদিগো করুণা নাহি হয় মোর প্রতি,
তবে এ আমার সব উপহার দান,
আর সেই আপেলোর প্রতিশোধ-ভীতি,
হৃদয় সবার তবে করুক দ্রাবিত।"
শুনি এ প্রার্থনাবাণী, গ্রীক বীরগণ,
করিলা সু-উচ্চৈঃস্বরে সম্মতি প্রকাশ,
তুষিতে যাজকে আর করিতে মোচন
বন্দিনী কন্যার তার দাসত্ব শৃঙ্খল।
কিন্তু হায় ! আট্রিডিস, রাজগর্ব্বভরে,
পবিত্র যাচক বৃদ্ধে করি উপেক্ষিত,

* অ্যাকিলিস—থিওটিসের রাজকুমার এবং এক প্রসিদ্ধ গ্রীক বীর।

† আট্রিডিস—গ্রীক অধিরাজ আগামেমনন্।

‡ যোভ—দেবরাজ ইন্দ্র।

[illegible]—আপলো বা সূর্য্যদেবের মাতা।

[illegible] সূর্য্যদেবের পুরোহিত। প্রকৃত নাম [illegible] এই পদের অক্ষর ঠিক রাখিবার [illegible]া গেল।

* আপলো—সূর্য্যদেব।

† মানিলিস—স্পার্টার রাজা।

‡ ক্রুসিসা—এখানে সূর্য্যদেবের পুরোহিতের কন্যা।

এইরূপে সম্বোধিয়া করিলা উত্তর ;—
"রণক্ষেত্র হতে প্রাণ লয়ে অবিলম্বে
কর পলায়ন, হে মূঢ় হে দুঃসাহসি !
নৃপতির ধন—হইয়া সাহসী কভু
যাচিও না আর ; লয়ে তব স্বর্ণদণ্ড,
লয়েল মুকুট, সত্বর এ স্থান হতে
করহ প্রস্থান। ওই তব দেবাঙ্কিত
পতাকার পরে অধিক বিশ্বাস নাহি
করিও স্থাপন। হে যাজক ! শুন এবে
দুহিতা তোমার হয়েছে সম্পত্তি মম,
বৃথা তুমি তব ও প্রার্থনা-অশ্রু আর
উপহার দানে, যাচিছ তাহায় তুমি।
যদবধি নাহি হায়, কালের প্রভাবে,
যৌবন সৌন্দর্য্য তার হয় অপগত,
কিম্বা মোর এই আলিঙ্গন-পাশ হতে
যৌবনের অবসানে, না হয় দূরিত,
তদবধি কন্যা তব থাকিবে আমার।
বিগত-যৌবনে বস্ত্র করিবে বয়ন,
কিম্বা নিত্য শয্যা মম করিবে রচিত,
তার পর হে যাজক, দুহিতা তোমার,
হেথা হতে যথা ইচ্ছা করিবে গমন।"
শুনি এ উত্তর-বাণী, পুরোহিত এবে,
ফিরিলা সাগরতীরে, কম্পিতশরীরে,
কন্যার বিরহশোকে, তীব্র যাতনায়,
করিতে লাগিলা বহু রোদন বিলাপ,
কিন্তু গ্রীসিয়ান-ভয়ে, দেবতা-সমীপে,
করিবারে অভিযোগ, না করি সাহস,
গভীর কল্লোলময় সাগরের তীরে,
নীরবে শোকার্ত্তচিতে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
হইলেন উপনীত, বহুদূরে যবে,
এইরূপে প্রার্থিলেন দেবতাসমীপে :—

"হে স্মিনথিয়াস !* সুন্দরী লেটোনাগর্ভে
জনম তোমার, সিলার † রক্ষক তুমি,
আলোক আধার, তব আগমনে দেব,
ক্রুসিস সমুদ্রকূল, উজলিত সদা,
টিনিস ‡ দ্বীপের তুমি পূজিত দেবতা,
পবিত্র মন্দিরে তব, যদি কভু আমি
কুসুম-গ্রথিত হার দোলাইয়া থাকি,
অগ্নিরে করিতে তৃপ্ত যদি গো কখন
হত বৃষমেদে আমি করে থাকি কভু,
হোমযজ্ঞ যাগ, তবে হে রজতময়,
শরাসনধারী, দাসের এ অপমান
প্রতিবিধানিতে, সমূলে ও গ্রীকদলে
করিতে নিধন, করহ বর্ষণ তব
রৌপ্য শরজাল, ক্রুসিসের ভিক্ষা এই।"
শুনিয়া আপলোদেব, সুপ্রসন্ন-মনে,
নামিলেন ওলিম্পির § উচ্চ চূড় হতে,
করিতে আহত তবে গ্রীকের হৃদয়,
করিলা আনত তার দীপ্ত শরাসন,
প্রচণ্ড গমনে দ্রুত, রৌপ্য শরজালে,
হইতে লাগিল মহাশব্দ সমুত্থিত।
গ্রীসিয়ান পরে, ঘোরতর প্রতিহিংসা
করিতে সাধন, সহসা নিশীথছায়ে
ঢাকিলা মেদিনী, নিবিড়তমিস্রাপূর্ণ,
অন্ধকাররাশি, ঘুরিতে লাগিলা তার
মস্তক উপরে, তরণী সম্মুখে হায়,

* স্মিনথিয়াস—সূর্য্যদেবের অপর নাম।
† সিলা—একটি নগরের নাম।
‡ টিনিডাস—একটী দ্বীপের নাম। [illegible]
টিনিডাস, এখানেও পদের অক্ষর [illegible]
জন্য টিনিস করা গেল।
§ ওলিম্পিয়—একটি পর্ব্বতের [illegible]

সাক্ষাৎ শমন সম শরাসন যবে,
টঙ্কারিলা, সন্‌সনে, হলো উড্ডীয়ান,
...ক্তমুক্ত মৃত্যু যেন শরজালরূপে।
...ড়ক আরম্ভিল অশ্বতরী
...মাঝে, অবশেষে প্রতিহিংসা-
...ল নিক্ষেপ করিলা হায়!
...বের পরে। এবে নব রাত্রি ধরি,
ঘন প্রজ্বলিত দীপ্ত চিতার অনল,
তমোময় নভোদেশ উজলিত করি,
সুবিকট তীব্রালোক করে উদ্গিরণ।
দশম দিবসে, জুনো দেবী * অভিজ্ঞান
পাইয়া অন্তরে, থেটিসের † সুরসম
পুত্র মহাবীর, করিলেন সমবেত,
গ্রীকগণ সবে। হেরিয়ে এতেক হায়,
বীরের নিধন, হয়েছিল সন্তাপিত,
জুনোর হৃদয়। উঠিল সভার মাঝে,
বীর অ্যাকিলিস, এইরূপে নৃপতিরে
বলিলা সম্বোধি :—"ত্যজি এ শমনরূপী
ট্রয় উপকূল, দূর জলধির সীমা,
উজানিয়া পুনঃ, স্বদেশে মোদের সবে
চল যাই ফিরি, রক্ষিতে এ অবশিষ্ট
গ্রীসিয়ান্‌গণে হয়েছে সময় এবে।
ভীষণ মড়ক করিছে সংহার সবে,
সমরে যাহারা পাইলেক অব্যাহতি।

* জুনোদেবী—যোভ-পত্নী শচিদেবী।

† থেটিস—অ্যাকিলিসের মাতা। তিনিও এক জন দেবী।

কিম্বা সুধাও সত্বর কোন দৈবজ্ঞ কিম্বা
শুদ্ধচিত্ত জ্ঞানী বৃদ্ধজনে, আপলোর
ভীষণ এ ক্রোধের কারণ। হায় এবে
যদ্যপি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে এই অভিশাপ
হয়ে থাকে নিপতিত মস্তকে মোদের,
তবে ও মন্দিরে ধূপ করি প্রজ্বলিত,
শত ধেনুমেধ যজ্ঞ করি সম্পাদন,
প্রসন্ন দেবতাগণে করি এস সবে।
মোদের এ প্রায়শ্চিত্তে, দেবগণ সবে
অর্পিবেন পুনঃ তবে, সুপ্রসন্নমনে,
মুমূর্ষু গ্রীসীয়গণে নূতন জীবন।
প্রসন্ন আপলো দেব, আর নাহি তাঁর
বর্ষিবেন ক্রোধভরে মোদের উপরে,
জ্বলন্ত বহ্নির তুল্য দীপ্ত শরজাল।
বলিয়া এতেক যবে, বীর আকিলিস
বসিলা সভার মাঝে, বালকান * তবে,
উঠিলেন এইরূপে উত্তরিতে তারে।
সেই ত্রিকালজ্ঞ, বৃদ্ধ জ্ঞানী বালকান্‌,
যাঁর জ্ঞানচক্ষু পারেগো ভেদিতে, দূর
অতীত, ভবিষ্য আর বর্ত্তমান কাল,
যিনি অধিষ্ঠিত, গ্রীক পুরোহিত আর
ধর্ম্মনেতৃপদে, বহু বিজ্ঞ বর্ষীয়ান্‌,
সকলের পূজ্য যিনি, জ্ঞানীর প্রধান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু।

* বালকান্‌—গ্রীসের একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ও গ্রীকগণের পুরোহিত।

বাছুর ধরান।

বাছুর ধরান কথাটা, বোধ হয়, সকল দেশেই প্রচলিত আছে। তবে উহার অর্থ হয়ত, কেহ জানেন, কেহবা জানেন না। এ জন্য অগ্রেই উহার অর্থটী

প্রকাশ করিব। এই শব্দের অর্থ প্রকাশ বা তদন্তর্গত ব্যাপারটী মাত্র বিবৃত করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ঐ ব্যাপারটীর সহিত সাধারণ মানবজীবনের একটী অপূর্ব্ব সাদৃশ্য আছে। সেই সাদৃশ্যটী আমাদের মনকে বড়ই আকর্ষণ করিয়াছে। যে দ্রব্যটী আমাদের মিষ্ট লাগে, দেখিতে পাই, তাহা অন্যেরও মিষ্ট লাগে। যেমন সন্দেশ, রসগোল্লা, বোম্বাই, লেঙ্গড়া প্রভৃতি। যে সাদৃশ্যটী আমাদের মন হরণ করিয়াছে, তাহা অন্যের মনও আকর্ষণ করিতে পারে, এই বিশ্বাসেই "বাছুর ধরান" প্রবন্ধের অবতারণা।

যে সকল দুগ্ধবতী গাভী মৃতবৎসা, তাহাদিগের বৎসগুলি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বা ১০।১৫ দিবস পরেই মরিয়া যায়। কোন কোন গাভী আদৌ প্রসব করিতে পারে না,—বিশেষ যত্নে তাহাদিগকে মৃত বৎস প্রসব করাইতে হয়। এতাদৃশ গাভী সকল প্রায় বর্ষান্তে গর্ভ ধারণ করে। এই রোগাক্রান্তা নারীরাও প্রায় প্রতি বৎসর গর্ভ ধারণ করেন। নারীগণের প্রতি বৎসর গর্ভ ধারণ এবং প্রসূত সন্তানগুলিকে সূতিকাগারেই যমের মুখে অর্পণজনিত অসীম বিড়ম্বনা ভোগ ভিন্ন আর কোনই ফল হয় না। কিন্তু মনুষ্যের বুদ্ধিচাতুর্য্যে গাভীগণের গর্ভধারণ ও বৎসবিনাশ নিতান্ত বিফলে যায় না। দুগ্ধবতী গাভীর বৎস মরিয়া যাইবামাত্র গোপগণ অন্য গাভীর সদ্যঃপ্রসূত বৎস আনিয়া উহার সম্মুখে স্থাপন করে। সদ্যঃপ্রসূতি স্নেহ-বিহ্বলা নবপ্রসূতি গাভী সেই বৎসকে আপনার গর্ভজাত মনে করিয়া লেহন করিতে আরম্ভ করে, সে একবারও মনে করে না [illegible] বাছুরটা তাহার নহে। এই বা[illegible] বাৎসল্যরসে তাহার হৃদয় বি[illegible] স্তনচতুষ্টয় দুগ্ধভারে পুলকিত হয়, [illegible] শিথিল হয়। এই বাছুরকে পরমানন্দে স্তন্যপান করায়। গোপগণ এই বাছুর দ্বারা ঐ গাভীকে পানাইয়া লয় এবং অজস্র দুগ্ধ দোহন করে। ইহাকেই "বাছুর ধরান" কহে।

জীবগণেরও ঠিক্ এই অবস্থা। বিষ্ণুমায়া তাহাদিগকেও বাছুর ধরাইয়াছেন। তাহাদিগের আপনকে পর, ও পরকে আপন করিয়া দিয়াছেন। তাহাদিগের আপন হইতে আপন,—জীবনের জীবন কোন বস্তু থাকিতেও তাহারা সে বস্তু ভুলিয়া পরকে আপন আপন করিতেছে। এই পরের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আপনি আপনার স্বরূপ—আপনার নাম ধাম সকলি ভুলিয়া গিয়াছে। যে সকল অনিত্য বস্তু নিত্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ সূচনা করিয়া দেয় মাত্র, আমরা সেই সকল অনিত্য বস্তু লইয়া এতই বিহ্বল যে, সেই নিত্য সত্য সনাতন বস্তু ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা পরম পিতা ছাড়িয়া পার্থিব পিতাতে, পরম মাতা ছাড়িয়া পার্থিব মাতাতে, প্রাণের সখাকে ত্যাগ করিয়া লৌকিক বন্ধুতে, অজ অব্যয় প্রাণের প্রাণ চিন্তামণি পুত্রকে ছাড়িয়া জন্মমরণশীল জড়ীয়

পুত্রে, এবং প্রেমের সার ভাব—ভাবের সার মহাভাবস্বরূপিণী মনোমোহিনী ভুবনমোহিনীকে ছাড়িয়া প্রাকৃত পত্নীতে আসক্ত হইয়া বিহ্বল হইয়াছি। এই অসত্য অনিত্য বস্তুর সংযোগে সুখী ও বিয়োগে দুঃখী হওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করিয়া প্রতিক্ষণ জন্মমরণযাতনা ভোগ করিতেছি। অতএব আমরা, আর গাভী অভিন্ন। কেননা আমরাও গাভীর ন্যায় আপন বাছুর ছাড়িয়া পরের বাছুর ধরিয়াছি। পরের বাছুরের গা চাটিয়া, পরের বাছুরের মলমূত্র খাইয়া, পরের বাছুরকে স্তন্যপান করাইয়া পরম সুখ অনুভব করিতেছি।

আমরা যদি পিতা মাতার সেবা হইতে পরম পিতা মাতার সেবা শিক্ষা পাই, আমরা যদি বন্ধুবান্ধবের সহিত আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া কৌতুক করিয়া পরম সখার সন্ধান পাই, আমরা যদি পুত্রের লালন পালন হইতে বাৎসল্য ভক্তির উদ্দেশ পাই, আমরা যদি পতি পত্নীর প্রেমযোগ দ্বারা আত্মা পরমাত্মার যুগল-মিলন রসের ও যুগলতত্ত্বের স্ফূর্তি লাভ করিতে পারি, তবেই আমাদের মঙ্গল, নচেৎ মনুষ্যদেহে গাভী বা শূকরের জন্ম ভোগ করা মাত্র।

জন্তুদিগের বিশেষ লক্ষণ।

১। পক্ষীদের ও কচ্ছপদিগের দাঁত নাই।

২। যে সকল পশু জাবর কাটে, তাহাদের পায়ের ক্ষুর কাটা।

৩। অধিকাংশ পক্ষী এক চোয়াল নাড়ে, তোতাজাতীয় পক্ষী দুই চোয়াল নাড়িতে পারে।

৪। ঘোড়াদের চক্ষুতে ভ্রূ নাই। যে ঘোড়ার চক্ষু যত বেশী সাদা, তাহার স্বভাব তত দুষ্ট।

৫। বিড়ালছানা সারস পক্ষীর অতি প্রিয় ভক্ষ্য এবং সারস তাহা সহজে শিকার করিয়া থাকে। বিড়ালেরাও সারস পক্ষীর শাবক খাইতে বড় ভালবাসে, এবং খুঁজিয়া খুঁজিয়া শিকার করে।

৬। ভেকের শরীরের যেরূপ গঠন, তাহাতে সে হাঁ করিয়া নিঃশ্বাস টানিতে ও ফেলিতে পারে না। বেঙকে অধিকক্ষণ হাঁ করাইয়া রাখিলে শ্বাস বন্ধ হইয়া সে মরিয়া যায়।

৭। শূকরদিগের সম্মুখের পদদ্বয় ঘেঁসা-ঘেঁসি থাকাতে তাহারা ভাল সাঁতরাইতে পারে না। জলে পড়িলে সাঁতরাইতে গিয়া আপনাদের গলা ছিঁড়িয়া ফেলে।

৮। শশকদিগের চক্ষুর পাতা না থাকাতে তাহারা ঘুমাইবার সময় চক্ষু মুদিতে পারে না। তাহাদের চক্ষুর রক্ষার জন্য ঘুমের সময়ে—কখনও জাগ্রত সময়েও—একটী পাতলা চর্ম্মে চক্ষু ঢাকিয়া যায়।

৯। হরিণদের নাসিকাদ্বার ছাড়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের অন্য উপায়ও আছে, এজন্য শিকারী জন্তু দ্বারা তাড়িত হইলে তাহারা বহুক্ষণ দৌড়িয়াও রুদ্ধশ্বাস হয় না।

১০। মৎস্যদিগকে দুই চোয়াল নাড়িয়া সর্ব্বক্ষণ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে হয়, এজন্য ইহারা খাদ্য মুখের ভিতর অধিক-ক্ষণ রাখিয়া চিবাইতে পারে না, এককালে গিলিয়া খায়।

১১। বহুরূপীর প্রতিক্ষণ রঙ পরিবর্ত্তন তাহার আত্মরক্ষার একটী প্রধান উপায়। সে যেরূপ বস্তুর উপর থাকে, ঠিক্ তাহার রঙ ধারণ করে, ইহাতে শত্রুরা তাহাকে আবিষ্কার করিতে পারে না।

১২। উটের পিঠে যে মাংসের ঢিবি কুঁজের আকারে আছে, তাহা তাহার পোষণের উপায়। ইহারা অনেক দিন আহার না পাইলেও এই মাংসপিণ্ড দ্বারা শরীর পোষণ করে।

১৩। পেচকের চক্ষু চক্ষুকোটরে এরূপ মাংসপেশীর দ্বারা বদ্ধ যে, ইহা কোনও দিকে নাড়িতে চাড়িতে পারে না। এই অভাব পূরণার্থ ইহার গ্রীবা এরূপ নমনীয় যে, সে তাহা ইচ্ছাক্রমে সকল দিকে সহজে ঘুরাইতে ফিরাইতে পারে।

১৪। ভেড়ার উপরের পাটিতে দন্ত নাই। কোনও কোনও দেশে ভেড়ার লাঙ্গুলে এত অধিক পরিমাণে চর্ব্বি হয় এবং তাহা এত ভারী হয় যে, তাহার পশ্চাতে দুচাকা গাড়ী বাঁধিয়া তাহাকে বহিয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা হয়। এই লাঙ্গুলের চর্ব্বি অতি নরম এবং তাহা দ্বারা নবনীত প্রস্তুত হয়।

১৫। কুমীরেরা ঝিকঝাক নামক একজাতীয় পক্ষী ব্যতীত আর সকল পক্ষী খায়। কুমীর নদীতীরে আসিয়া হাঁ করিয়া থাকে, তখন এই পক্ষী মুখের ভিতর গিয়া কুমীরের চোয়ালে ও দাঁতে যে সকল জোঁক ধরিয়া থাকে, তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া কুমীরকে সুস্থ করে। জলে বাস প্রযুক্ত কুমীরের দাঁতে জোঁক ধরে।

রাজভক্তি ও রাজধর্ম্ম।

মনু বলিয়াছেন :—

অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥ ৩॥

লোক অরাজক হইলে সকলেই ভয়ে ব্যাকুল হইয়া নিতান্ত বিপর্য্যস্ত হইবে, এই জন্যই পরমেশ্বর সমুদায় চরাচরের রক্ষার জন্য রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥ ৮॥

রাজা বালক হইলেই তাঁহাকে সামান্য

মনুষ্য জ্ঞানে অবজ্ঞা করিবে না, যেহেতু তিনি মহতী দেবতা, মনুষ্যরূপে অবস্থান করিতেছেন।

যস্য প্রসাদে পদ্মা শ্রীর্বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়ো হি সঃ ॥১৪॥

যিনি প্রসন্ন হইলে মহতী সম্পত্তি লাভ হয়, যাঁহার পরাক্রমে শত্রু জয় ও বিজয় লাভ হয়, যাঁহার ক্রোধে পড়িলে মৃত্যু হয়, সেই রাজা সর্ব্বতেজোময়।

তস্য সর্ব্বাণি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
ভয়াদ্ ভোগায় কল্পন্তে স্বধর্ম্মান্ন চলন্তি চ ॥ ১৪ ॥

রাজদণ্ডভয়ে চরাচর সমস্ত জগৎ নিজ নিজ অধিকার ভোগ করিয়া থাকে, রাজদণ্ড-ভয় না থাকিলে বলবান্ দুর্ব্বলকে স্ত্রী, ধন, গৃহাদি ভোগ করিতে দিত না। রাজদণ্ডভয়েই লোকে স্বকর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হয় না।

তং দেশকালৌ শক্তিঞ্চ বিদ্যাঞ্চাবেক্ষ্য তত্ত্বতঃ।
যথার্হতঃ সম্প্রণয়েন্নরেষ্বন্যায়বর্ত্তিষু ॥

রাজা দেশ কাল ও অপরাধীর শক্তি বিদ্যাদি বিবেচনা করিয়া যাদৃশ অপরাধে যেমন দণ্ড হওয়া উচিত, ন্যায়ানুসারে সে সকল নিরূপণ করিয়া অপরাধী ব্যক্তির দণ্ড করিবেন।

সমীক্ষ্য স ধৃতঃ সম্যক্ সর্ব্বা রঞ্জয়তি প্রজাঃ।
অসমীক্ষ্য প্রণীতস্তু বিনাশয়তি সর্ব্বতঃ ॥ ১৯ ॥

সম্যক্ বিচার করিয়া প্রজাদিগের দেহ-ধনাদি রক্ষার্থ সেই রাজদণ্ড পতিত হইলে সমুদায় প্রজা রাজাতে অনুরক্ত হয়, আর বিচার না করিয়া (লোভাদিবশতঃ) নিরপরাধ প্রজার দণ্ড করিলে রাজা সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হন।

কামন্দক বলিয়াছেন ;—

লোকাধারাঃ প্রিয়ো রাজ্ঞাং দুরাপা দুষ্পরিগ্রহাঃ।
তিষ্ঠন্ত্যাপ ইবাধারে বিশদাত্মনি সংস্কৃতে ॥

প্রজাই রাজলক্ষ্মীর একমাত্র আধার; এই রাজলক্ষ্মী অতীব দুর্লভ এবং লব্ধ হইলেও সহজে রক্ষণীয় নহে। যেমন সুদৃঢ়, ছিদ্রাদিহীন ঘটাদিতে জল ঠিক্ থাকে, তেমনি নির্ম্মল ও সুশিক্ষিত রাজাতেই রাজলক্ষ্মী স্থায়ী হয়।

ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্ দিবানিশং।
জিতেন্দ্রিয়ো হি শক্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ॥৪৪॥

ইন্দ্রিয়গণ যাহাতে বিষয়াসক্ত না হয়, অহোরাত্র তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবে, যেহেতু জিতেন্দ্রিয় রাজাই প্রজাগণকে বশে রাখিতে পারেন।

রঘুবংশে কালিদাস বলিয়াছেন ;—

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ ॥ ১৯ ॥

তিনি (দিলীপ রাজা) প্রজাগণের মঙ্গলের জন্যই প্রজাগণের নিকট হইতে রাজস্ব গ্রহণ করিতেন, সূর্য্যদেব সহস্রগুণ রস (বৃষ্টিরূপে) প্রতিদান করিবার জন্যই পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

প্রজানাং বিনয়াধানাদ্রক্ষণাদ্ ভরণাদপি।
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ ॥ ২৪ ॥

প্রজাগণকে সুশিক্ষা দান, বিপদ হইতে পরিত্রাণ, ভরণ পোষণ দ্বারা তিনি তাহাদিগের পিতা ছিলেন। তাহাদের পিতারা কেবল জন্মদাতা ছিল।

তং বেধা বিদধে নূনং মহাভূতসমাধিনা।
তথাহি সর্ব্বে তস্যাসন্ পরার্থৈকফলা গুণাঃ ॥ ২৯ ॥

বিধাতা যে উপাদানে পঞ্চ মহাভূত

(ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বুঝি সেই উপাদানেই তিনি সেই দিলীপকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কেননা, সেই দিলীপের সমস্ত গুণই (পঞ্চ মহাভূতের গুণের ন্যায়) একমাত্র বিশ্ব-হিতার্থেই নিযুক্ত ছিল।

তেনার্থবান্ লোভপরাঙ্মুখেন
তেন ঘ্নতা বিঘ্নভয়ং ক্রিয়াবান্।
তেনাস লোকঃ পিতৃমান্ বিনেত্রা
তেনৈব শোকাপনুদেন পুত্রী॥

রাম লোভপরাঙ্মুখ হওয়াতে লোক সকল সমৃদ্ধিশালী হইল। তিনি বিঘ্নভয় হরণ করাতে সকলে ক্রিয়াবান্ (পুণ্যশীল) হইল, তিনি পালনগুণে সকলের পিতা হইলেন, এবং শোক দূর করিয়া সকলের পুত্রী হইলেন।

রামের উক্তি ;—

স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥

প্রজাগণের অনুরঞ্জনের জন্য যদি আমাকে স্নেহ মমতা, এবং নিজের সমস্ত ভোগসুখ অথবা জানকীকেও পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতে আমার ক্ষোভ নাই।

দুষ্মন্তের উক্তি—

যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তেষাং দুষ্মন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্॥

আমার রাজ্যে ঘোষণা কর—আমার প্রজাদিগের মধ্যে যার যার যে যে স্নেহাস্পদ আত্মীয়ের অভাব হইবে, 'দুষ্মন্ত,' কেবল পাপসম্পর্ক ভিন্ন আর সকল স্থলেই সেই সেই প্রজার সেই সেই স্নেহাস্পদ আত্মীয়ের অভাব পূরণ করিবে।

হেঁয়ালী।

জ্যৈষ্ঠ মাসের "বামাবোধিনী"তে প্রকাশিত হেঁয়ালীর উত্তর।

১। প্রথম উত্তর তবে শুন দিদিমণি।
"নৃপতি" সবার পূজ্য, ধনী, মানী, জ্ঞানী॥
২। সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী কে এমন আর।
"মাতা" বিনা মরুময় জগৎ সংসার॥
মাতাই উত্তর দিদি তব হেঁয়ালীর।
করি পেশ তোমা কাছে করে মনঃ স্থির॥
৩। বেঙাচি তাহার নাম লয় এই মনে।
লেজ খসে ব্যাঙ হয় জানে সর্ব্বজনে।
৪। "হাজার" হাজার বলি সম্ভাষি তাহার।
মধ্য বর্ণ ছাড়ি দিলে দিব্য অলঙ্কার॥

শ্রীমতী ভূপেন্দ্রবালা দাসী।

আষাঢ়ের হেঁয়ালী।

১। অর্দ্ধগ্রামে অর্দ্ধগাছে বসতি আমার।
হিন্দুর দেবতা সাকারেতে নিরাকার॥
২। সিঁড়ি বেয়ে নাকে উঠি দেখি চমৎকার।
রাজার কুমার এক পর্ব্বত আকার॥
৩। সুরাধার আছে ভাই মাঝেতে আমার,
তথাপি পানীয় তরে করি হাহাকার,
পিতৃস্বস্পতি-সনে সতত বসতি,
দেহের মাঝেতে পদ অদৃশ্য মূরতি।

৪। ছায়াহীন কায়া মম উজল বরণ,
আহারে বিচার নাই পতিতপাবন।
আদি বর্ণ গতিশীল—ছাড়িলে বিহঙ্গ,
শেষ বর্ণ বিনা প্রাপ্তি-আশার তরঙ্গ।
মধ্য বর্ণ বিনা বুঝ সুখাদ্য রন্ধন,
তিন বর্ণে নাম মম করহ পূরণ।

নূতন সংবাদ।

১। ১লা জুলাই ও তাহার পূর্ব্ব দিন এক মসজিদ ভাঙ্গা উপলক্ষ করিয়া কলিকাতার নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানেরা ক্ষিপ্ত হইয়া সহর অরাজক করিয়াছিল, কেল্লা হইতে সৈন্য আনিয়া ও আগ্নেয় অস্ত্র প্রয়োগে অনেক দোষী নির্দ্দোষীকে বধ করিয়া শান্তি স্থাপিত করিতে হইয়াছে। সহরে এরূপ কাণ্ড মধ্যে মধ্যে ঘটিতেছে।

২। গত ২১এ জুন মড়ক কমিসনার র‍্যাণ্ড সাহেব এবং লেপ্টনেণ্ট আয়ার গবর্ণমেণ্ট হাউস হইতে পুনার রাজপথ দিয়া গাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ কোন দস্যু তাঁহাদিগকে গুলি করে। লেপ্টনেণ্ট তখনি হত হন, র‍্যাণ্ড কয়েক দিন পরে গতাসু হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এ জন্য পুলিস দ্বারা পুনাবাসীদিগের উপর কঠোর শাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৩। বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিস্বরূপ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

৪। সার্ আলেকজাণ্ডার মাকেঞ্জী জুনের শেষে সস্ত্রীক বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। মাননীয় সি সি ষ্টিভেন্স তাঁহার স্থানে ছোট লাট হইয়া সর্ব্বপ্রথম ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান সকল পরিদর্শন করেন। কলিকাতায় গোলযোগ শুনিয়া রাজধানীতে ফিরিয়াছেন।

৫। ভূমিকম্প ৩০শে জ্যৈষ্ঠ আরম্ভ হইয়া আসাম, শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে এক মাস কাল চলিয়াছে, আজিও শান্তি নাই। ইহার সবিশেষ বিবরণে দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র সকল পূর্ণ। আমরা তাহার স্থানসমাবেশ করিতে পারিলাম না।

৬। কুমারী অমিয়া রায়—যিনি এবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় ২য় হইয়াছেন—তিনি এবং কুমারী মিনি রায় প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন।

৭। ২৮এ জুন মেদিনীপুরে কর্দ্দম বৃষ্টি ও ৩০এ জুন ময়মনসিংহের নেত্রকোণায় চন্দন বৃষ্টি হইয়াছে।

৮। মূকবধির বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট ১২৫৲ স্থানে ১৫০৲ টাকা মাসিক সাহায্য দিয়াছেন।

৯। কলিকাতা মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতির সহায়তার জন্য হীরক জুবিলী উপলক্ষে রাজ-প্রশংসা-পত্র পাইয়াছেন দেখিয়া আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম।

বামারচনা।

জয় বিক্টোরিয়া।

ঘন আঁধারের ঘন মাঝে
কিসের এ পূর্ণ জ্যোতি ?
নিবিড় জলদতলে
ঝলকে বিজলী-ভাতি ?
দরিদ্র ভারতভূমি
হরষে উঠিল মাতি,
জয় বিক্টোরিয়া মাতা
বলিয়া গাহিল গীতি।
মঙ্গল আনন্দ ধারা
সুখময় শান্তি প্রীতি
বিভুর করুণা দান
লভ মাতঃ নিতি নিতি।
ষষ্টিতম বর্ষব্যাপী
রাজত্ব গৌরবে সাজি
প্রচারিছ যাঁর দয়া
হেন শুভ দিনে আজি,
তাঁহার চরণপ্রান্তে
যোড় করে ভিক্ষা চাই
রাজ্ঞী মার পুণ্যবলে
(ভারতের) ঘুচুক সব বালাই।

নিস্তারিণী দেবী,
সাহরাণপুর।

বিধবা কবি। *

বিধবার উদাসীন প্রাণে
কে দিল এ অমৃত ছানিয়া ?
বিধবার মরুময় বুকে
কে দিল এ নিঝর আনিয়া ?
কবিতার পূত মন্দাকিনী
বহিতেছে শত স্রোত ধারে,
শীতলিয়া তাপিত অন্তর
মিশিতে অমৃত পারাবারে !
এ'ত নহে নব্য প্রেমগীতি
এ'ত নহে বীণার ঝঙ্কার,
হিমগিরি (পাষাণ) ভেদিয়া
এ যে গো ! ছুটেছে হাহাকার !
নাহি তা'তে কামনার লেশ,
নাহি তাতে নিরাশার কণা,
প্রতি ছত্রে উঠিছে ফুটিয়া
সুপবিত্র নিকাম সাধনা।
ধরণীর মঙ্গলের তরে
সঁপিয়া দিয়াছে প্রাণ মন ;
বিধবার কেহ নহে পর ·
বিধবার সবাই আপন।
বিধবার করুণ নয়নে
বরিষে অনন্ত শান্তিজল ;
কোটি প্রাণে প্রদানে সান্ত্বনা
বিধবার কর সুকোমল !
দূরে—দূরে অমর নগরে—
স্বামী তার নন্দন বাগানে ;

* কাব্যকুসুমাঞ্জলি ও কনকাঞ্জলির কবি।

মরতের ক্ষীণ হাহাকার
পশে কিনা পশে তার কাণে।
বালিকা তনয়া "প্রিয়বালা"
দেবতার স্নেহ নিদর্শন ;
চাহিয়া তাহারি মুখপানে
রাখিয়াছে যেন গো ! জীবন।
সবি গেছে চিরবিসর্জ্জনে
আছে শুধু স্মৃতি আর জ্বালা ;
বিধবার বিরামের স্থান
কেবল বালিকা প্রিয়বালা !
বহে কপোতাক্ষি ধীরে ধীরে
গাহিয়া করুণ খেদগান ;
জাগাইয়া আকুল অন্তরে—
কত স্মৃতি অনল সমান।
হে বিধরে, দেবতার কাছে
এই ভিক্ষা যাচি কায়মনে ;
অন্তিমে সে মিলনের দেশে
চিরতরে মিলিও দুজনে।

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ।

একাদশী।

বঙ্গের ভীষণ ব্রত
আহত পরাণে হত
বিষম কঠিনা ওগো একাদশী তিথি !
তোমার নৃশংস নামে প্রাণে লাগে ভীতি।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল
ঘোষে তব অমঙ্গল,
গালি মনে লয় গণি সধবা রমণী,
স্মরে না তোমার ছায়া অলক্ষণ জানি।
গঠিত তোমার হিয়া
কি জানি কি বিষ দিয়া
নাহিক হৃদয়ে তব মমতার লেশ,
দলিতে কোমল প্রাণ নাহি ভাব ক্লেশ !
ভাঙ্গে যবে হৃদি প্রাণ
বিশ্ব হয় খান্ খান্
সদত ব্যাকুল মন করে হাহাকার,
আচ্ছন্ন নয়নতল ঘোর অন্ধকার,
তীব্র শিখা শত শত
বক্ষমাঝে ছুটে কত
নৈরাশ্য ঝটিকা যবে বহে ঘোরতর,
তরিখানি ডোবো ডোবো নাহি পারাপার।
সেইরে ভীষণকালে
করালের কাল কোলে
জীবনের চিরসঙ্গী অঘোরে ঘুমায়,
সহস্র করুণ ডাকে ফিরে নাহি চায়।
তুমি সেই দিন হতে
অভাগীর শিয়রেতে
সদত নিবাস কর হইয়া প্রহরী,
শোণিত শুষিয়া পান কর ধীরি ধীরি।
কৃষ্ণ শুক্ল দুই পক্ষে
অনল জ্বালাও বক্ষে
কণামাত্র বারিদানে হইয়া কাতর—
রাখহ আপন ধর্ম্ম বঙ্গের ভিতর।
ফুটন্ত কলিকাগুলি
রুদ্রতেজে পড়ে ঢলি
মুদিত কোরক আর ফুটিতে না পায়,
হসিত কুসুমদল মুসড়িয়া যায়।
বালিকা যুবতী বৃদ্ধা

একই শৃঙ্খলে বদ্ধা
লঘু গুরু নাহি জ্ঞান সকলি সমান,
বড়ই উদার প্রাণ নাহি ভেদ জ্ঞান!
এই তব ধর্ম্মরক্ষা
বিধবারে দিতে শিক্ষা
করিয়াছ মহাঘোর ক্রূর অনুষ্ঠান,
ছিল না বিধিতে বুঝি কোন তপ দান?
পিপাসায় দাহ করে
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধরে
পালিতে বৈধব্য ব্রত করেছ নিয়ম,
ভয়ানক রীতি নীতি কঠোর সংযম।
এ ধরায় মূর্ত্তিমতী
আছে পবিত্রতা সতী
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া নারী রজঃপুতবালা
সমাহিতে সহে তারা বৈধব্যের জ্বালা।
সারাটি জীবন ধরি
পতিপদ হৃদে স্মরি
বিশ্বহিতে প্রাণ মন করে সমর্পণ,
জীবনের সুখ সাধ করিয়ে বর্জ্জন।
ধেয়ায় পরমানন্দে
সদা সেই চিদানন্দে
যাঁহার সৃজিত এই বিশ্ব ভূমণ্ডল
যাঁর কৃপাবলে হর্ষ প্রেম অশ্রুজল।
সহিতে পারে না তারা
তোমার নৃশংস ধারা—
জীবন্ত শরীরখানি করিয়া দাহন
এমন কঠোর নীতি করে না পালন।
নিদাঘের খর তাপে
শুষ্ক কণ্ঠনালি কাঁপে,
নিদারুণ পিপাসায় প্রাণ আন্ চান্,
ভাবিলে গো সে যাতনা শিহরে পরাণ।
আত্মত্যাগে অভিলাষ
করে ব্রত উপবাস
স্বামীর গৌরব বাড়াইতে চিরদিন,
পালিয়া তোমার আজ্ঞা অতীব কঠিন।
মাসে দুইবার করি
অন্ন পান পরিহরি
মৃত পতি তরে শুধু আত্মবলিদান,
যোগিনী কে আছে বঙ্গ বিধবা সমান?
বঙ্গবালা তুমি ধন্য
একাদশী করে মান্য
বাড়ালে পতির প্রেম জগতভিতর,
তোমার সতীত্ব ধর্ম্ম খ্যাত চরাচর।

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী।

"শৈলবালা।" *

মরি কি বালিকা ছবি সরলতাময়ী,
সৌন্দর্য্যের ভরে আছ আপনি মগন;
"দিলীপ দিলীপ" তরে চঞ্চল উন্মুখ,
ভাঙ্গিল অচিরে সেই সুখের স্বপন।
হারায়ে পিতায় পেলে স্নেহময়ী সখী,
বাসন্তী-প্রসূন ধীরে উঠিল ফুটিয়ে,
বীরবালা বীরবেশ ধরিয়া আমরি
বাঁধিলে হৃদয়-রাজে হৃদয়ে হৃদয়ে!

* মাননীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী-প্রণীত গ্রন্থের নায়িকা দৃষ্টে লিখিত।

"কনক।"

বালিকা তবুও নহে প্রফুল্ল হৃদয়,
বিষাদের গুরু ভারে রয়েছে মগন,
কি অপূর্ব্ব ভ্রাতৃস্নেহ মধুরতাময়!
অদৃষ্ট তবুও তব নহেত তেমন।
ভ্রাতার সুখের তরে আপনার সুখ—
বিসর্জ্জিলে আজন্মের প্রাণের কামনা,
তবুও হইল সে ত তোমারে বিমুখ,
"হিরণের" কোলে আহা বিগতজীবনা!
কনককুসুম কলি না ফুটিতে হায়
নিদারুণ ঝঞ্ঝাবাতে ওই ঝরে যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকুসুমকুমারী রায়।

বাসি ফুল।

১

বাসি ফুল বলে এরে দলিবে কি পায়?
অধরের চারু হাসি
সরল লাবণ্যরাশি
গিয়াছে তপনতাপে শুকাইয়া হায়;
প্রাণের সুরভি বাস
হায়রে হয়েছে নাশ,
রক্তিম কপোল এবে ঢাকা কালিমায়!
তা'বলে এখন কিরে
দলিবে চরণে তারে
মাটিতে রাখিবে ফেলে ঘৃণা অবজ্ঞায়?
তা'হলে নিঠুর! কেন
কোমল কুসুম হেন
তুলেছিলে বোঁটা ছিঁড়ে যৌবন উষায়?
থাকিত সে নিজ মনে
ফুটিয়া বিজন বনে,
হাসিত পাতার তলে বন-লতিকায়।
একাকী প্রফুল্লমুখে
প্রীতমনে নিজ সুখে
করিত জীবন ভোর নিজ তপস্যায়।
কেনরে নিঠুর! তুলে আনিলে তাহায়?

২

বাসি ফুল বলে তারে দলিবে কি পায়?
এমনি কি স্বার্থপর
ঘোর অকৃতজ্ঞ নর
হইয়াছ ভুলে এবে মায়া মমতায়?
যৌবন সুষমা দিয়া
যে তোষিল তব হিয়া,
হৃদি-পরিমল ঢেলে' যে দিল তোমায়;
প্রতিদান বুঝি হায়!
আজিকে দিতেছ তায়
অবহেলে' ভূমিতলে দলি' অবজ্ঞায়!
যখন আছিল তার
পরাণে সুরভিভার,
ঢল ঢল ছিল তনু লাবণ্য জ্যোৎস্নায়;
তখন সোহাগভরে
হৃদয়ে লইয়া তারে
চুম্বিয়াছ কত বার মনে নাহি হায়!
বাসি ফুল বলে আজ দলিছ হ পায়!!

শ্রী বিদ্যুল্লতা রায়।

বাতায়নে।

শুক্লা দশমীর চাঁদ গগনে উদয়,
হেরিয়া জোছনা আলো জগত মাতয়।
ফুটিয়াছে বেলি যূঁই ফুটিয়াছে সুধাময়ী
গোলাপ কামিনী ফুল সেফালি টগর,
চাহি চন্দ্র মুখপানে আনন্দে বিভোর।
বসি আমি বাতায়নে চাহিয়া চন্দ্রমাপানে
ভাবিতেছি জীবনের গত অভিনয়।
ভাবিলাম মনে মনে শৈশবেতে এইখানে
হেরিয়া চাঁদেরে ছিনু উন্মত্ত-হৃদয়।
ভীষণ নিরাশাঘাতে, ছিন্ন করি আশালতা
ফেলিয়া দিয়াছে তারে মূলসহ উপাড়িয়া।
এবে আমি আশাহীন, সকলি হয়েছে লীন,
যাইব নিরাশাস্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া।
দেখি ওই চন্দ্রমুখ, কি জানি কি হয় সুখ!
কেন যে দেখিলে হই এমন পাগলপারা?
হৃদয় স্বপনভরা স্বপনে আবৃত ধরা
সে স্মৃতি স্বপন মাঝে পরাণ আপন হারা।
অজানা কিসের তরে পরাণ কেমন করে
আকুল হৃদয় মোর অতীতে পাইতে চায়।
চাহিয়া আকাশ পানে, সদাই আকাঙ্ক্ষাপ্রাণে
কবে যে মিশিব গিয়ে অনন্ত ও নীলিমায়।

শ্রীমতী আমোদিনী সেন।

মূল্যপ্রাপ্তি।

সাবেক।

ত্রিগুণাপ্রসন্ন বসু	রঘুনাথপুর	৫৲
শ্রীমতী মৃন্ময়ী গুপ্ত	ভবানীপুর	১৲
অন্নদা প্রসাদ বসু	"	২৲
রাণী ভবানী	গৌরীপুর	২৸৵০
গোপালচন্দ্র সেন	হাজারিবাগ	৭৲
কুমুদিনী কুমার বন্দ্যো।	রাজসাহী	৪৲
ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	ভবানীপুর	২৸৵০
বিপিনবিহারী গুপ্ত	কলিকাতা	১৲
দয়াল চন্দ্র বসু	"	১৷৴০
কৈলাস চন্দ্র সেন	"	৸৵০
শশিভূষণ বসু	ভবানীপুর	২৲
যোগীন্দ্র নাথ ঘোষ	বাঁকিপুর	৭৸৵০
চতুর্ভুজ পট্টনায়ক	কটক	২৸৵০
বেণীমাধব বরাট	গোপালগঞ্জ	১৲
মন্মথ নাথ ঘোষ	মৌলবী বাজার	১৷৴০
প্রিয়নাথ দত্ত	কলিকাতা	১৲
আশুতোষ ঘোষ	ভবানীপুর	১৲
শ্রীমতী বিদ্যাময়ী দেবী চৌধুরাণী	মুক্তাগাছা	২৸৵০
অক্ষয়কুমার দাস	কলিকাতা	১৸১০
ননীগোপাল পাল	হাওড়া	১৲
প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী	আজমির	৷৴১০
মিসেস আর শীল	কলিকাতা	৸০
শ্রীমতী গোলাপসুন্দরী দাসী	মজিলপুর	২৲
দামোদর দাস বর্ম্মণ	কলিকাতা	৬৵০
হরনাথ ভট্টাচার্য্য	"	১৴১০
বিপিনবিহারী সেন	"	১৸১০
শ্রীমতী মোক্ষদা সুন্দরী দেবী	যাদবপুর	৸০
" প্রভাবতী চক্রবর্ত্তী	নারায়ণ গাঁ, পুনা	২৸৴১০
সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
তারিণীচরণ দত্ত	"	১৲
সতীশচন্দ্র বন্দ্যো।	এলাহাবাদ	২৸৵০

ডাঃ হরিমোহন সেন	ভবানীপুর	২৲
কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য	সাঁতরাগাছি	২৲
রামলাল সেট	কলিকাতা	১॥১০
কুমার পি, সি, বড়ুয়া	গৌরীপুর	১॥/০
ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী	ভবানীপুর	১৲
অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার	গিরিডি	৩॥/০
শ্রীমতী শতদলবাসিনী বসু	সরিষা	২৸০
রাধানাথ দেব	কলিকাতা	১৲
বিজয় চন্দ্র মজুমদার	জুড়াপাড়া, ঢাকা	৩/০
শ্রীশচন্দ্র নাগ	যশোহর	১৷/০
মহেন্দ্র নাথ বসু	ডুমকা	২৲
কালীপ্রসন্ন মজুমদার	শিবপুর	১৷/০
ডাঃ হরনাথ বসু	কলিকাতা	১৲
পৃথ্বীশ্বর রায়চৌধুরী	"	॥১০
অক্ষয়কুমার দত্ত	"	২॥৶০
নৃত্যকৃষ্ণ বসু	"	১৶০
অম্বিকা চরণ বসু	"	১৷/০
শ্রীমতী বিধুমুখী রায়	ভবানীপুর	২॥৶০
সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর	বালিগঞ্জ	২॥৶০
লালা বিধুভূষণ	সুলতান গঞ্জ	১৷/০
শশিভূষণ বসু	ভবানীপুর	১৲
যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়	"	১৷০
শ্যামাচরণ ঘোষ	কলিকাতা	১৲
সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	"	॥৶০
কেদার নাথ রায়	"	৶০
শ্যামাচরণ মিত্র	"	১৲
শ্রীমতী নিধুরাণী দেবী	বেনারস	২৷/০
ক্ষেত্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	৫/০
অবিনাশচন্দ্র মুখো	বাগেরহাট	৫৷০
যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ	বরিশাল	২॥৶০
চন্দ্রকুমার দত্ত	দক্ষিণ সাজাদপুর	৬৲
অন্নদা প্রসাদ বসু	ভবানীপুর	১৸০
দ্বারিকানাথ মিত্র	ফরিদপুর	২৲
প্রকাশচন্দ্র রায়	বৰ্দ্ধমান	৫৲
সেক্রেটারি, ভ্রাতৃ সমিতি	ব্রাহ্মণবেড়িয়া	১৲
ডাঃ মহেন্দ্র লাল সরকার	কলিকাতা	১॥১০
দেবেন্দ্র নাথ বসু	"	॥০
শ্রীমতী হেমলতা সরকার	ভবানীপুর	১॥৶০
মহেন্দ্রনাথ বসু	"	৪৶০
শ্রীমতী মৃন্ময়ী সেন গুপ্ত	"	১৲
কৈলাস চন্দ্র সেন	কলিকাতা	১৲
দীননাথ বসু	"	৸৶০
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী	গোরখপুর	৭৸৶০
প্রসন্নকুমার গুপ্ত	পটুয়াখালি	৫৲

(ক্রমশঃ)

অগ্রিম।

শিবনাথ দত্ত	শিলং	২॥৶০
ডাঃ কেদার নাথ বন্দ্যো	আলিগড়	১৲
মহেন্দ্র নাথ মিত্র	ভবানীপুর	২॥৶০
রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর	কলিকাতা	২॥৶০
বারাশত বালিকা বিদ্যালয়	বারাশত	।৶০
হরিদাস মল্লিক	জামালপুর	১৷/০
মিসেস ডি এফ, স্মিথ	বালেশ্বর	২॥০
শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	ভাগলপুর	২॥৶০
হরকুমার সরকার	রাজসাহি	২॥৶০
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	খিদিরপুর	২॥৶০
মুকুন্দ নাথ রায়	কলিকাতা	২॥৶০
নকুলাল সরকার	হাওড়া	১॥৶০
কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	বাঁকুড়া	২॥৶০
ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী	গৌরিপুর	২॥৶০
মন্মথ নাথ ঘোষ	মৌলবী বাজার	২॥৶০
শ্রীমতী স্বর্ণনন্দিনী দেবী	কালীঘাট	২॥৶০
চারুচন্দ্র বসু, থাবুটক্যান,	বর্ম্মা	২॥৶০
কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	২॥৶০
সেক্রেটারী ডায়মণ্ড জুবিলী রিডিং রুম এবং রাজার বাগান লাইব্রেরী		১৷/০
শ্রীমতী কুমুদবাসিনী দেবী,	গোলাঘাট	২॥৶০
সেক্রেটারি উত্তরপাড়া পবলিক লাইব্রেরী		২॥৶০
প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী	আজমির	২॥৶১০

শ্রীনাথ বন্দ্যো	মঙ্গলদহ আসাম	২॥৶৹
ব্রজগোপাল মতিলাল	কলিকাতা	২৸৶৹
হরিজাহ্নবী হালদার	শিবপুর	১।/৹
বঙ্কুবিহারী দে	কলিকাতা	১৲
শীতলচন্দ্র মুখো	মথুরা	২॥৶৹
শ্রীমতী প্রভাবতী চক্রবর্ত্তী নারায়ণ গাঁ পুনা		৫।১৹
ডাঃ লালবিহারী মিত্র	কলিকাতা	২৲
সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	এলাহাবাদ	২॥৶৹
কুঞ্জবিহারী চৌধুরী	ভবানীপুর	২॥৶৹
অতুলকৃষ্ণ ঘোষ	শালিখা	২॥৶৹
প্রিয়নাথ গুপ্ত	যোধপুর	২॥৶৹
গণেশচন্দ্র ঘোষ	হাওড়া	২৸৶৹
নরেন্দ্র নাথ সেন	কলিকাতা	।৶৹
দাশরথি সান্যাল	ভবানীপুর	২॥৶৹
হেমমোহন রায়	”	২৲
ডাঃ অন্নদা প্রসাদ মজুমদার	গিরিডি	২৸৶৹
অক্ষয়কুমার বর্দ্ধন রায়	বিদ্যাকুট	২।/৹
মহেন্দ্র নাথ মল্লিক	খিদিরপুর	২॥৶৹
ডাঃ বিহারিলাল বসু	ভবানীপুর	২॥৶৹
কেশব চন্দ্র দাস	”	১।/৹
সেক্রেটারি কটেজ লাইব্রেরী	ভবানীপুর	২॥৶৹
রহিম বক্স	জলপাইগুড়ি	২॥৶৹
গিরীন্দ্র নাথ সরকার	রেঙ্গুণ	২॥৶৹
ডাঃ জগবন্ধু দত্ত	কলিকাতা	২॥/১৹
শ্রীমতী নিস্তারিণী দাস	বসন্তিয়া	২॥৶৹
শ্রীশচন্দ্র নাগ	যশোহর	২॥৶৹
বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়	হাওড়া	॥৶৹
ক্ষেত্রমোহন দে	কলিকাতা	২॥৶৹
গৌরদাস বসাক	”	২৲
নলিনবিহারী সরকার	”	২॥৶৹
গোপাল চন্দ্র দত্ত	শিবপুর	২॥৶৹
বিজয় লাল দত্ত	ভবানীপুর	২॥৶৹
শ্রীমতী ইন্দুবালা গুপ্ত	বরিশাল	২॥৶৹
যদুনাথ ভট্টাচার্য্য	ভবানীপুর	॥৶১৹
কুমারী সরলতা বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	২॥৶৹

শ্রীমতী সুশীলা বসু	গরিশা	১।/৹
দেবেন্দ্রকুমার মিত্র	মুঙ্গের	২॥৶৹
দ্বারিকানাথ ভট্টাচার্য্য	ময়মনসিং	২॥৶৹
প্রমদানাথ মুখো	খুলনা	২॥৶৹
ভৈরব চন্দ্র চৌধুরী	কিশোরগঞ্জ	২॥৶৹
শ্রীমতী সত্যবতী দেবী	রাঁচি	২॥৶৹
শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	কলিকাতা	১॥৶৹
গোষ্ঠবিহারী দত্ত	”	২॥৶৹
অপূর্ব্বকৃষ্ণ দাস	ঢাকা	২॥৶৹
রাধিকানাথ মুখো	বেনারস	২॥৶৹
রায় বেণীমাধব বন্দ্যো বাহাদুর	কলিকাতা	২৲
আদ্যানাথ বসু	ভবানীপুর	২॥৶৹
মনোহর মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	২॥৶৹
যোগেন্দ্র নাথ মুখো	পূর্ণিয়া	২॥৶৹
বৈকুণ্ঠ নাথ সেন	বহরমপুর	২॥৶৹
বামাচরণ ঘোষ	কলিকাতা	২৲
রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	বারাশত	২৲
প্রসন্নকুমার সেন	কিশোরগঞ্জ	২॥৶৹
প্রিয়নাথ মল্লিক	ভবানীপুর	২॥৶৹
মহেন্দ্র নাথ রায়	হাওড়া	২॥৶৹
মতিলাল চট্টো	”	২॥৶৹
শ্রীমতী কিরণশশী দেবী	কলিকাতা	২॥৶৹
শিবপ্রসন্ন সেন	হুগলি	২॥৶৹
রাজা শিবকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর	কলিকাতা	২॥৶৹
উমাকালী মুখো	খিদিরপুর	২॥৶৹
গিরীন্দ্র চন্দ্র মুখো	ভবানীপুর	২॥৶৹
যোগেন্দ্র নাথ সেন	কলিকাতা	১৲
আশুতোষ বিশ্বাস	ভবানীপুর	২॥৶৹
উপেন্দ্র নাথ ঘোষ	”	২॥৶৹
সুরেন্দ্রনাথ সরকার	কলিকাতা	২॥৶৹
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী	গোরখপুর	২৶৹
ক্ষুদীরাম বসু	কলিকাতা	১৲
প্রকাশচন্দ্র রায়	বর্দ্ধমান	৸৹
শশিভূষণ সুর	কলিকাতা	২॥৶৹

No. 391. August, 1897.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪ বর্ষ। ৩৯১ সংখ্যা। | শ্রাবণ, ১৩০৪—আগষ্ট, ১৮৯৭। | ৬ষ্ঠ কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহারাণীর সগোষ্ঠী ছবি—মহারাণী অনুমতি করিয়াছেন, তাঁহার, যুবরাজের, তৎপুত্র ও পৌত্রের, এই চারি পুরুষের ছবি হীরক জুবিলীর চিহ্নস্বরূপ একত্র অঙ্কিত হয়। অনেক ব্যয়ে ইহা চিত্রিত হইতেছে।

যোগ্যা রাজবধূ—হীরক জুবিলী উপলক্ষে যুবরাজ-পত্নী লণ্ডনের দরিদ্র-দিগের ভোজের যে আয়োজন করেন, তাহাতে ৫৬টী ভিন্ন ভিন্ন ছত্রে ৩ লক্ষ ১০ হাজার লোক তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিয়াছে।

মহারাণীর প্রিয় গ্রন্থকার—কবিদিগের মধ্যে সেক্ষপীর, স্কট ও টেনিসন; নবন্যাসকারদিগের মধ্যে অষ্টেন, সার্লট ব্রণ্টি, জর্জ ইলিয়ট, বিবী ক্রেক, বিবী আলিফাণ্ট, এডনা লায়াল; জর্ম্মণ গ্রন্থকার-দিগের মধ্যে গোয়েথ, হীন ও সিলার এবং ফরাসী গ্রন্থকারদিগের মধ্যে লামার্টিন ও রেসিন।

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত শিশু — দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন মধ্য ভারতবর্ষে অন্যূন ৫০০০ হিন্দু বালক বালিকা নিরাশ্রয়। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, পঞ্জাবের হিন্দুগণ ১০০ শিশুর ভার লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। দিল্লীর এক ধনী বণিক্ ৫০টী, এবং বাবা নানকের বংশধর বাবা ক্ষেমসিং ৫০টী চাহিয়াছেন। ইতিমধ্যে অনেক বালক বালিকা দয়াশীল খৃষ্টীয়দিগের আশ্রয়ে স্থান পাইয়াছে। কলিকাতা অনাথাশ্রমের তত্ত্বাবধানে ৫৩টী অনাথ আছে, আশ্রমের অধ্যক্ষ আরও লইতে প্রস্তুত; তবে ফণ্ড বৃদ্ধি আবশ্যক। নিঃসন্তান বা সসন্তান ধনবান্ ও ধনবতীদিগের সদ্ব্যয়ের এই এক উৎকৃষ্ট অবসর।

ইহুদী ধর্ম্ম-যাজিকা—বিবী হানা ঞ্জি সলোমন সর্ব্ব প্রথম ইহুদী ধর্ম্ম-যাজিকা। ইনি সিকাগোর এক ধর্ম্মমন্দিরে যাজকতা করিতেছেন।

কলেজ আসোসিয়েসন গৃহ—লেডি ডফরিণের কলিকাতার নূতন হাঁসপাতাল-বাটী খৃষ্টানগণ ক্রয় করিয়া ছাত্রদিগের বাসস্থান ও বক্তৃতাগৃহ করিয়াছেন। ইহার এক বৃহৎ হলে সহস্র দর্শকের আসন সুসজ্জিত রহিয়াছে। গত ১৬ই জুলাই সমারোহে ইহা খোলা হইয়াছে।

কয়েদী খালাস—হীরক জুবিলী উপলক্ষে ব্রিটিস সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সর্ব্বশুদ্ধ ২০,০৭৪ জন কয়েদী মুক্ত হইয়াছে তন্মধ্যে স্ত্রীলোক ১৮,২৬২ জন।

ভারত দুর্ভিক্ষ ফণ্ড—এ পর্য্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা উঠিয়াছে। ভারত দুর্ভিক্ষে মরিসস্‌-বাসিগণ ১৩০০০ টাকা দান করিয়াছে।

রচনা-পারিতোষিক—আর্য্য হিন্দু-জাতির সমাজবন্ধন বিষয়ে যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিবেন, সাহিত্য-পরিষদ তাঁহাকে ৫০০ টাকা পারিতোষিক দিবেন। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অন্যূন ২০০ পৃষ্ঠা পরিমিত হইবে। রচনা ১৩০৪ সালের মাঘের মধ্যে সম্পাদক বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্তের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

ভিক্টোরিয়ার সম সাময়িক রাজা—অষ্ট্রিয়ার ২টী সম্রাট্‌, বেল্‌জিয়মের ২টী রাজা, হলাণ্ডের ২ রাজা ও ১ রাজ্ঞী, সুইডেন নরওয়ের ৩টী রাজা, রোমের ৩ জন পোপ, ডেনমার্কের ৪টী ভূপতি, পোর্টুগালের ৩টী রাজা ও ১টী রাজ্ঞী, রুসিয়ার ৪ জন সম্রাট, প্রুসিয়ার ৫টী নৃপতি, স্পেনের ৩টী রাজা, ১টী রাজ্ঞী ও ২ জন প্রেসিডেণ্ট ফ্রান্সের ১ রাজা, ১ সম্রাট, ২ কমিটি এবং ৭ জন প্রেসিডেণ্ট, আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের ১৭ জন প্রেসিডেণ্ট।

সূর্য্যগ্রহণ—আগামী ২১শে জানুয়ারী যে সূর্য্যগ্রহণ হইবে, তাহা বোম্বাই ও ত্রিহুত হইতে সুন্দররূপে দেখা যাইবে।

কুৎসিত চিত্র দমন—ফরাসী সেনেট কুৎসিত চিত্র বিক্রয়ের প্রতিবিধানার্থ এক কঠিন আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

স্মৃতি চিহ্ন—গত জুবিলী দিবসে ফেরোজপুর আর্য্য-সমাজ মৃত পণ্ডিত লেখরামের নামে একটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

সহমরণ—দিল্লীর এক ব্রাহ্মণ চাপরাসী বিষপানে প্রাণত্যাগ করে। তাহার সৎকারের সময় তাহার যুবতী স্ত্রী প্রজ্জলিত চিতায় ঝম্প প্রদান করে। কিন্তু বলপূর্ব্বক নিবারিত হওয়াতে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া একটী কূপে ঝাঁপ দিয়া মরিয়াছে।

নব অনাথাশ্রম—গত ১৪ই জুলাই পঞ্জাবে একটী হিন্দু অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে আর্য্য, ব্রাহ্ম, জৈন, শিখ, প্রভৃতি সকল শ্রেণীর হিন্দু-সন্তান গৃহীত হইয়া শিক্ষিত ও প্রতিপালিত হইবে।

যুক্ত রাজ্যের বলবৃদ্ধি—সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরের হাউই দ্বীপ এই রাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

বিজয়নগরের ব্যবস্থা—পরলোকগত মহারাজার জননী ৩৬ লক্ষ টাকার

দাবী পরিত্যাগ করাতে রাজ্যশাসনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ভূমিকম্পে বড়লোকের মৃত্যু—রঙ্গপুরের মহারাজা গোবিন্দলাল ও সুসঙ্গের রাজা জগৎকৃষ্ণ সিংহ ভূমিকম্পে প্রাণ হারাইয়াছেন। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব্ব-বঙ্গের আরও অনেক ধনেশ্বর মারা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছেন, এজন্ত ঈশ্বরকে ধন্তবাদ।

লালাবাবুর দীক্ষা।

ধর্ম্মজীবনে শাস্ত্র ও শ্রদ্ধা এই দুইটী বড়ই উপাদেয় সামগ্রী। যাহা অলৌকিক পদার্থে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়, তাহার নাম শাস্ত্র। এই শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয়ের নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা থাকিলে চিন্তাশীল মনুষ্য-জীবন বহুতর দুঃখ ও দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি পায়; সুতরাং সহজেই সুখ ও সন্তোষের উদয় হইয়া জীবনকে সরস করে। শ্রদ্ধার ন্তায় জীবনকে সরস করিবার আরও একটী হেতু আছে। তাহার নাম দৈন্ত, বা নীচতা। এ নীচতা ভক্তি-ভূমি, জীবনের নীচত্ব বা অধমত্ব সূচক নহে। এই দৈন্তের সহিত বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের সম্বন্ধ আছে; এই জন্তই এ স্থলে উহার উল্লেখ করিতেছি। মৃন্ময় ভূমির সহিত চিন্ময় জীবনের বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। ভূমির উপর বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টি-বারি উচ্চ স্থান ত্যাগ করিয়া নিম্ন স্থানে সঞ্চিত হয়। সেইরূপ যিনি অহঙ্কারের উচ্চ ভাব ত্যাগ করিয়া নীচ ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, যে কোন অপ্রাকৃত রস সেই জীবনেই সঞ্চিত হয়। অহঙ্কারীর জীবন শুষ্ক। দীক্ষা বা গুরুকরণ হিন্দু শাস্ত্রের অন্তর্গত একটী গুরুতর প্রকরণ হইলেও যতদিন জীবনে দৈন্তভাব না আইসে, ততদিন তাহাতে আন্তরিক রুচি হয় না। অধুনাতন শিক্ষিতবর্গ এই প্রথার বিপক্ষে যতই যুক্তি প্রদর্শন করুন, প্রকৃত দৈন্তের অভাবই সে ভাবের উদ্রেক।

অধুনাতন শিক্ষিতগণের অনেকেই গুরুকরণের প্রয়োজন স্বীকার করেন না। যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও আবার অনেকে আপনার উপযুক্ত গুরু খুঁজিয়া পান না। আপনি শিষ্যের উপযুক্ত ব্যক্তি কিনা, এ চিন্তা একবারও মনে উদিত হয় না। আমাদের বিশ্বাস, যাঁহার যেরূপ অধিকার, তাঁহার উপযুক্ত গুরু এ পৃথিবীতে আছেন। উৎকৃষ্ট গুরুলাভের জন্ত যদি কাহারও ঐকান্তিক বাসনা হয়, তিনি অবশ্যই উৎকৃষ্ট গুরু লাভ করিবেন, এবং সেই ঐকান্তিক বাসনাবশে আপনিও উৎকৃষ্ট গুরুর শিষ্যযোগ্য হইবেন। একটী প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারা আমরা ঐ কথার সমর্থন করিব।

পাইকপাড়া রাজবংশের অন্যতম আদি পুরুষ সুবিখ্যাত বৈরাগী শ্রীল লালাবাবুর নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। বৃন্দাবনযাত্রিগণ, পুলিন, বা রাসস্থলী নামক স্থানের পূর্ব্বদিকে যে অপূর্ব্ব দেবালয় ও কৃষ্ণরায়জীর সেবা দেখিতে পান, তাহা ঐ লালাবাবুর কীর্ত্তি। তিনি কোন রজকের সন্ধ্যাকালীন একটীমাত্র বাক্য শ্রবণে যেরূপে অতুল ঐশ্বর্য্যময় সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পথের ভিখারী হইয়াছিলেন, সে ঘটনাও সর্ব্বজনবিদিত। আমরা শুনিতে পাই, লালাবাবুর এই উৎকট বৈরাগ্যের বীজ তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি। আমাদের ঠিক্ স্মরণ হইতেছে না, বোধ হয়, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র প্রাণকৃষ্ণ সিংহ লালাবাবুর পিতা। এই প্রাণকৃষ্ণ অতি শিশুকালে একটী পড়া শুক পক্ষীকে পিঞ্জরমুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দেন। তাহার কারণ জিজ্ঞাসিলে কহেন,—"ঠাকুরবাড়ীতে নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়, অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় ঐ পাখীটীও তাহা শুনিত। ভাগবত শুনিলে, যখন মানুষের সংসারবন্ধন মোচন হয়, তখন ঐ পাখীটাই বা পিঞ্জরাবদ্ধ রহিবে কেন? এই জন্য উহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি।" এই মহাপুরুষই লালাবাবুর পিতা। যাহা হউক, লালাবাবু যখন বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবনে বাস করেন, তখনও তাঁহার দীক্ষা হয় নাই।

যখন লালাবাবু শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া শ্রীহরিনাম সাধনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে সুবিখ্যাত বৈষ্ণবগ্রন্থ হিন্দী "ভক্তমালের" বঙ্গানুবাদক শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজীও বৃন্দাবনে বাস করিতেন। তিনি কিরূপ সাধু ও ভক্তিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন, ঐ বাঙ্গলা ভক্তমাল গ্রন্থ পাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার নিতান্ত নিঃস্পৃহতা, ঐকান্তিক শরণাপত্তি, অপরিসীম দয়া, উৎকট বৈরাগ্য, অসামান্য দীনতা প্রভৃতি বৈষ্ণব গুণগ্রাম ক্রমশঃ লালাবাবুর শ্রুতিগোচর হইল। তিনি তাঁহার নিকট দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। একদা বাবাজী মহাশয়ের আশ্রমে গমনপূর্ব্বক স্বীয় অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করিলেন। কৃষ্ণদাস বাবাজী ইতিপূর্ব্বেই লালাবাবুর পূর্ব্বাবস্থা, উৎকট বৈরাগ্য, শ্রীবৃন্দাবনের কীর্ত্তিকলাপাদি সকলই অবগত হইয়াছিলেন। লালাবাবুর সদৃশ একটী শিষ্য লাভ করিবার জন্য অধুনাতন অনেক আচার্য্যেরই কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হওয়া সম্ভব। কিন্তু কৃষ্ণদাস বাবাজি লালাবাবুর যথেষ্ট সমাদর ও প্রশংসাবাদ করিয়া সাতিশয় দীন ও করুণবচনে কহিলেন,—"বাবা, তোমার দীক্ষাগ্রহণে এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। আর কিছুদিন অপেক্ষা কর।"

লালাবাবু, বাবাজীর এই উক্তি শ্রবণে নিতান্ত বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—"আমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়াছি, এবং নিজের ঠাকুরবাড়ীতে এক মুষ্টি প্রসাদ

ভোজন করিয়া অষ্ট প্রহর হরিনাম করি। বাবাজী কহিলেন, আমার এখনও দীক্ষার বিলম্ব আছে। আমার বড়ই দুর্ভাগ্য।" এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষণ্ণভাবে গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আপনার অপরাধ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এইরূপ দুই চারি দিবস নিরন্তর স্বীয় চরিত্রানুশীলন করিয়া স্থির করিলেন,—

"আমার এখনও হৃদয়ের প্রধান মালিন্য ও কৃষ্ণভক্তির সবিশেষ প্রতিবন্ধক যে অহঙ্কার তাহা যায় নাই। তাহা আমার হৃদয় যুড়িয়া এখনও বসিয়া আছে। 'আমার' ঠাকুরবাড়ীতে 'আমার' ব্যয়-সম্পন্ন প্রসাদ ভোজন করি, এখনও আমার এই জ্ঞান রহিয়াছে। এই গুণে আমি কিনা কৃষ্ণদাস বাবাজীর কৃপা লাভ করিব? আমাকে ধিক্!"

লালাবাবুর মনে যে দিন এই ভাবের উদয় হয়, সেই দিন হইতেই তিনি মাধুকরী বৃত্তি আশ্রয় করেন। নিজের ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদভোজন এককালে ত্যাগ করেন। পাঁচ শত কুঞ্জ বা ঠাকুরবাড়ী হইতে এক এক টুক্‌রা রুটি ও কিঞ্চিৎ উপকরণ ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণরায়জীর বাড়ী ও সেবায় যে মমতা সম্বন্ধ ছিল, তাহা এককালে বিনষ্ট করিলেন। কৃষ্ণরায়জীর বাড়ীতে অন্যান্য উদাসীন সাধু বৈষ্ণবের মাধুকরী ভিক্ষা করিবার যে সম্বন্ধ ছিল, লালাবাবুও কৃষ্ণরায়জীর বাড়ীতে তদতিরিক্ত আর কোন সম্বন্ধই রাখিলেন না। 'ঐ ঠাকুরবাড়ী আমার নহে,' এ জ্ঞান পরিপক্ক হইতে অবশ্য লালাবাবুরও কিছু সময় লাগিয়াছিল। যখন বুঝিলেন, দুশ্ছেদ্য মমতারজ্জু উত্তমরূপে ছিন্ন হইয়াছে, অমরা অহঙ্কারবুদ্ধি একেবারেই মরিয়া গিয়াছে, তখন আবার আর এক দিন কৃষ্ণদাস বাবাজীর আশ্রমে ধীরে ধীরে গমন করিলেন। এবার বাবাজী আমাকে কৃপা করিবেন, এ আশায় আর অণুমাত্র সংশয় রহিল না। লালাবাবু বাবাজীর চরণযুগলে দীন নয়ন অর্পণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। লালাবাবু স্বীয় প্রার্থনা জানাইবামাত্র বাবাজী পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদু মধুর বাক্যে কহিলেন,—

"বাবা, তোমার দীক্ষাগ্রহণের এখনও একটু বিলম্ব আছে।!" লালাবাবু বজ্রাহতের ন্যায় হতবুদ্ধি হইয়া অকূল পাথার ভাবিতে লাগিলেন। নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারায় অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল। চিত্রিত পুত্তলিকাবৎ এবং অপরাধীর ন্যায় বাবাজীর কুটীরপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান রহিলেন।

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ॥

লোকোত্তরপ্রভাবশালী মহাপুরুষগণের চিত্ত কুলিশ হইতেও কঠোর এবং কুসুম হইতেও কোমল। তাঁহার যথার্থ স্বরূপ পরিজ্ঞানে কেহই সমর্থ নহেন। বঙ্গের একজন প্রধান সামন্ত সর্ব্বত্যাগী হইয়া পথের ফকির হইয়াছেন,—মাধুকরী ভিক্ষাদ্বারা জীবনধারণ করিতেছেন, দীক্ষামাত্রলাভে বঞ্চিত হইয়া দীননয়নে অশ্রু

বিসর্জ্জন করিতেছেন, কৃষ্ণদাসবাবাজীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই!! লালাবাবু অনেকক্ষণ এইরূপে রোদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। কি দোষে এখনও দীক্ষা পাইতেছেন না, অনেক দিন ভাবিয়াও স্থির করিতে না পারিয়া বড়ই বিষন্ন ও ব্যাকুল হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া কৃষ্ণরায়জীর নিকট মনের দুঃখ জানাইলেন। এই ঘটনার দুই এক দিন পরেই তাঁহার মনে হইল,—

"আমি স্ত্রী পুত্র বিষয় ঐশ্বর্য্য সকলই ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের তরুতল আশ্রয় করিয়াছি,—মাধুকরী ব্রতে জীবনধারণ করিয়া অষ্টপ্রহর হরিনাম করিতেছি, সত্য; কিন্তু এখনও ত শেঠ বাবুদিগের কুঞ্জে মাধুকরী ভিক্ষা করিতে পারি নাই। তবে আমার মন শুদ্ধ হইয়াছে কই? এখনও শত্রুকে ঘৃণা করিতেছি! শত্রু-বিদ্বেষ এখনও মনকে ছাড়ে নাই! ধন্য বাবা কৃষ্ণদাস! তোমার কৃপার বলিহারি যাই! তোমার মহিমারও অন্ত নাই। তুমিই আমাকে তোমার দাসের যোগ্য করিতেছ।"

এই স্থলে আর একটু ইতিহাস আছে। সে টুকু না জানিলে লালাবাবুর উক্ত ভাব বুঝা যাইবে না। মথুরা জেলার মধ্যেও লালাবাবুর কতক ভূসম্পত্তি আছে। লক্ষাধিক মুদ্রা তাহার বার্ষিক আয় হইয়া থাকে। ঐ আয়ের দ্বারাই কৃষ্ণরায়জীর সেবার ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে এবং উহার আদায় উসুলের সদর কাছারি ঐ ঠাকুরবাড়ীতেই প্রতিষ্ঠিত। জয়পুরের শেঠ বাবুরাও মহাভক্ত ও মহাধনী। বৃন্দাবনে তাঁহাদিগেরও ঠাকুরবাড়ী ও ঠাকুরসেবা আছে। ঐ সেবার সমৃদ্ধির পরিসীমা নাই, অনেকেই তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদিগেরও মথুরা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে জমীদারী আছে। বোধ হয়, ঐ সকল সূত্রেই বহুপূর্ব্ব হইতে লালাবাবুর সহিত শেঠ বাবুদিগের ভয়ানক শত্রুতা জন্মিয়াছিল। এমন কি, পরস্পরে পরস্পরকে হত্যা করিবারও সুযোগ অনুসন্ধান করিতেন। লালাবাবুর পূর্ব্ববর্ণিত অবস্থাকালেও দুই এষ্টেটের মধ্যে ঘোর বিবাদ চলিতেছিল। তজ্জন্যই লালাবাবু বৃন্দাবনে সকল কুঞ্জে ভিক্ষা করিতেন, কেবল শেঠ বাবুদিগের কুঞ্জে যাইতে পা উঠিত না—শেঠ বাবুদিগের বাড়ী যাইবেন,—এ কথা মনে হইলেও মাথা কাটা যাইত। এখন তাঁহাদিগের বাড়ী ভিক্ষা করিতে হইবে,—কি ভয়ানক কথা!

যে ভক্তকে শ্রীভগবানের কৃপা করিবার ইচ্ছা হয়, গুরুরূপে উপদেশ দিয়া তাঁহাকে এমনি করিয়া স্বচরণ দানের যোগ্য করিয়া লন। লালাবাবুর মনে যে দিন যে ক্ষণে শেঠ বাবুদিগের কুঞ্জের কথা মনে পড়িল, তাহার পরবর্ত্তী মধ্যাহ্নকালেই শ্রীযমুনায় স্নান করিয়া অতি দীনবেশে ভিক্ষার্থী হইয়া ঐ কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন! ঠাকুরবাড়ীর কর্ম্মচারিগণ কলিকাতার বাঙ্গালী রাজাকে ভিখারী দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু আপন

প্রভুদিগের ভয়ে ফুকারিতে পারে না। চক্ষের জল মুছিয়া অন্তরে গুমরিতে লাগিল। অথচ মাধুকরীও দিতে পারে না,—পাছে লালাবাবুর পরম শক্র শেঠ বাবুরা রাগ করেন। ঘটনাক্রমে তৎকালে শেঠ বাবুদিগের কর্ত্তাও ঠাকুরবাটীর গৃহান্তরে উপস্থিত ছিলেন। জনৈক ভৃত্য ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে এই অসম্ভব সংবাদ দিল। তিনি ত্বরিতপদে আসিয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই লালাবাবু! লালাবাবুর প্রতি যে শক্রভাব ছিল, লালাবাবুর দীনভাব দর্শনেই তাহা দূরে গেল। লালাবাবুর মুখে মাধুকরী ভিক্ষার কথা শুনিয়াই তাঁহার প্রাণ গলিয়া গেল। সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। লালাবাবু তাঁহাকে উঠাইয়া নির্ভর আলিঙ্গন করিলেন, এবং উভয়ে প্রেমাশ্রুতে ভাসিতে লাগিলেন। শেঠ বাবু লালাবাবুকে বসাইয়া প্রসাদ ভোজন করাইবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু লালাবাবু তাঁহার মাধুকরী ব্রত পণ্ড হইবে বলিয়া স্থল ভিক্ষা গ্রহণে কোন মতেই সম্মত হইলেন না। শেঠ বাবু অগত্যা তাঁহাকে মাধুকরী দিতে ভৃত্যগণকে আদেশ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রস্থান করিলেন। লালাবাবু মাধুকরী গ্রহণ করিয়া যেমন ঠাকুরবাড়ীর বাহিরে আসিলেন, অমনি দেখিলেন, সম্মুখে কৃষ্ণদাস বাবাজী দণ্ডায়মান। লালাবাবু মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। বাবাজী তাঁহাকে পরম যত্নে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন, এবং কহিলেন,—

"বাবা, তোমার দীক্ষার সময় উপস্থিত।" আমরা এই গুরু শিষ্যের নাম লইবারও যোগ্য নহি।

কা, ম, ঘ।

শৈশব-সঙ্গিনী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কার্ত্তিক মাস। সকালে বিকালে পৃথিবী হিমে আচ্ছন্ন। ঘাসের উপরে শিশির আবার মুক্তার মত শোভা পাইল; সরোবরে পদ্মিনী আবার শুকাইয়া গেল; চাঁদের আলো আবার অস্পষ্ট হইল। যুবার সর্দ্দি হইল, বুড়ার কাশী বাড়িল, শিশু জ্বরে পড়িল। রাজকর্ম্মচারীদিগের ছুটি ফুরাইল; জমিদারের রাজস্ব আদায়ের চিন্তা বাড়িল; নিত্য নূতন রোগী সমাগমে চিকিৎসকের অবকাশ কমিল। এই রকম আহ্লাদ অনাহ্লাদে হেমন্ত ঋতু বঙ্গদেশে নিজ প্রভাব বিজ্ঞাপিত করিল।

এমনি হেমন্তকালে বঙ্গগৃহে এক দম্পতীর মধ্যে যে কথা চলিতেছিল, তাহা আমরা পাঠক পাঠিকাকে উপহার দিতেছি। স্ত্রী বলিতেছিলেন "তোমার কাছারি খুলিবে কবে?"

স্বামী। আর এক সপ্তাহ পরে।

স্ত্রী। তবে চল না কেন, এই কয় দিন।

স্বামী। কোথায় যাব?

স্ত্রী। আমাদের সেখানে?

স্বামী। তোমাদের কোন্ খানে?

স্ত্রী। (হাসিয়া) তোমার যত ন্যাকামি! চল না কেন, মোটে পাঁচ ছয় দিনের জন্য বেড়িয়ে আসি।

স্বামী। যে আজ্ঞে; তা' কোন্ চুলায় যাব তা তো কিছুই বুঝা যাচ্চে না।

স্ত্রী। বালাই, চুলায় যেতে বোল্‌বো কেন, চল না এই ক'দিন বেল গাঁ' থেকে বেড়িয়ে আসি।

প্রফুল্লের কথা শুনিয়া সুরেশচন্দ্র হাসিলেন; বলিলেন "এই তো ক'মাস এসেছ, এরই মধ্যে কেন আবার বেল গাঁয়ে যেতে চাচ্চ?"

প্রফুল্ল অপ্রতিভ হইল। কেন যাইতে চাহিয়াছিল, সে কথার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না। স্বামীকে সে এত ভালবাসে, স্বামীর নিকট হইতে সে এত ভালবাসা পায়, তথাপি প্রফুল্লের বালিকা-হৃদয় তাহার মাতা পিতা প্রভৃতি দেখিবার জন্য কেন ব্যস্ত হয়, সে বিষয়ে কোনও সদুত্তর খুঁজিয়া পাইল না। প্রফুল্ল নীরবে রহিল। সুরেশচন্দ্র বলিলেন "তুমি যদি সেখানে যেতে চাও, তবে না হয় তোমাকে পাঠিয়ে দিই।"

প্রফুল্ল লজ্জিতা হইল। কাতর স্বরে বলিল "না, না, তুমি যদি না যাও, তবে আমি এখন যাব না।" সুরেশচন্দ্র সন্তুষ্ট হইলেন।

খানিকক্ষণ একথা ওকথার পরে প্রফুল্ল আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল "ভাই ফোঁটা কবে হবে?"

সু। আর পাঁচ দিন পরে।

"ভাই ফোঁটা" প্রফুল্লের বড়ই আদরের জিনিস। প্রফুল্লের নিজের সহোদর নাই—কিন্তু পবিত্র ভ্রাতৃদ্বিতীয়া দিনে প্রফুল্ল যোগেন্দ্রকে "ভাই ফোঁটা" দিয়া থাকে; সে দিন দুই ভাই বোনের ভিতরে বড়ই আনন্দোৎসব হইয়া থাকে; প্রফুল্ল স্বহস্তে কত খাবার প্রস্তুত করিয়া "যোগেন দাদা"কে দিয়া থাকে; যোগেন্দ্র ও ফুলের তোড়া বাঁধিয়া, সুন্দর ছবি আনিয়া প্রফুল্লকে "উপহার" দিয়া থাকেন, সে কথা প্রফুল্লের মনে পড়িল। প্রফুল্ল স্বামীকে বলিল "দেখ, একটা কথা বলিব?"

সু। বল না কেন?

প্র। আমি যোগেন দাদাকে ভাই-ফোঁটা দিব, দেখ, তুমি তাঁকে শীঘ্র এখানে আস্‌তে একখানা চিটি লেখ।

পত্নীর অনুনয় শুনিয়া সুরেশচন্দ্রের মুখ গম্ভীরভাব ধারণ করিল; বলিলেন, "যোগেন্দ্রকে ভাইফোঁটা দিতে এত কি আবশ্যক প্রফুল্ল?"

স্বামীর মুখের ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া প্রফুল্লের বুক কাঁপিল, তথাপি সে বলিল "যোগেন্দ্র দাদা আমাকে সহোদরের চেয়ে বেশী ভালবাসেন, আমি তাঁকে চিরদিনই ভাইফোঁটা দিয়ে থাকি।"

সুরেশ পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন

"যোগেন্দ্র তোমার সহোদরও নয়, বিশেষ আত্মীয়ও নয়, তার বিষয়ে যে তুমি বাড়াবাড়ি কর, ও সব আমি ভালবাসি না।"

আকাশে সহসা বজ্রধ্বনি শুনিয়া পথিক যেরূপ চমকিত হয়, সুরেশের কথায় প্রফুল্ল সেইরূপ চমকিত হইল। একটু পরে কতকদূর প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল "তুমি তো জান, যোগেন দাদাকে আমি সহোদরের মত মনে করি——"

প্রফুল্লের মুখের: কথা মুখে রহিল, সুরেশচন্দ্র আরক্তনয়নে বলিয়া উঠিলেন, "শোন প্রফুল্ল! ফের্ তুমি যোগেন্দ্রের কথা বলো না। সে যদি তোমার সহোদর হ'ত, তাহ'লে আমি অবশ্য তোমাকে এ কথা বল্‌তেম না। সে হোচ্চে কোথাকার কে, একজন পর, আমি যে তা'কে আমার প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীর সহিত মিশামিশি কোত্তে দিই—ওসব বিলিতি ধরণ আমি আদৌ ভালবাসি না। যোগেন্দ্রকে তুমি কতখানি ভালবাস, আর যোগেন্দ্র তোমাকে কতখানি ভালবাসে, আমি সে সব হিসাব চাচ্চি না। তুমি আমার স্ত্রী, আমি তোমার স্বামী, আমি যা' বল্‌বো, তুমি তাই করবে; ইহাই তোমার কর্ত্তব্য।"

স্ত্রীকে কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রদান করিয়া সুরেশচন্দ্র বাহিরে গেলেন। প্রফুল্ল দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল, প্রফুল্লের প্রাণে বড় ব্যথা লাগিয়াছে "উনি যোগেন দাদাকে মোটেই ভালবাসেন না!" প্রফুল্লের প্রাণে বড় ব্যথা লাগিয়াছে "যোগেন দাদা আশা করিয়া আছেন, আমি তাঁহাকে ভাইফোঁটা দিব, তিনি হয়তো ভাবিবেন আমি এখন বড়মানুষ হ'য়ে তাঁর স্নেহ ভুলে গিইচি!" প্রফুল্ল যত ভাবে, ততই তার কান্না পায়! বালিকাকালের কত কথাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল, তাহার যোগেন দাদার কত স্নেহই তাহার প্রাণে জাগিয়া উঠিল; তাহার অশ্রুও কেহ দেখিল না, তাহার হৃদয়ও কেহ বুঝিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"ফুলি!"

"মা!"

"তুই শীঘ্র আয়! শীঘ্র আয়!"

"কেন মা, কি হয়েছে?" বলিতে বলিতে প্রফুল্লকুমারী মাতার সম্মুখীনা হইল। মাতা বলিলেন "যোগেনের অসুখ নাকি বড় বেড়েছে; চল তুই, আমরা তা'কে দেখে আসি"।

প্রফুল্ল, বজ্রাহত তরুর মত নিশ্চল হইয়া মায়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল; তাহার শরীর যেন নিস্পন্দ, অসাড়!

কেন এমন হইল, তাহা বলিতেছি। প্রফুল্লকে নিজের কর্ম্মস্থানে লইয়া গিয়া সুরেশচন্দ্র তিন বৎসরের মধ্যে আর পিত্রালয়ে পাঠান নাই। প্রফুল্লের মা'র কাঁদা কাটাতে প্রফুল্লের পিতা অনেক বার লোক পাঠাইয়া নিরাশ হইয়াছেন।

যোগেন্দ্র কলিকাতায় কলেজে পড়িতে-ছিলেন, প্রফুল্লের মা' তাঁহাকে একবার জামাতা সুরেশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, প্রফুল্লকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার অনুরোধ করিতে বলেন। যোগেন্দ্র অনেক দিন প্রফুল্লকে দেখেন নাই, সেই জন্য সুরেশের বাসায় যাইতে একান্ত ব্যগ্র হইলেন। তিনি শীঘ্র প্রফুল্লকে দেখিতে যাইবেন বলিয়া প্রফুল্লের কাছে এক পত্র লিখিলেন।

প্রফুল্ল পত্রের উত্তর দিল না; সুরেশ-চন্দ্র ইংরাজীতে এক পোষ্ট কার্ড লিখিলেন; সে পত্র এইরূপ—

"প্রিয় মহাশয়,

আপনি আমার স্ত্রীকে যে পত্র লিখিয়া-ছেন, তাহা আমি দেখিয়াছি। তিনি ভাল আছেন; আপনি এখন কষ্ট পাইয়া আমাদের এখানে আসিবেন না; যখন আপনার আসা আবশ্যক হয়; তখন আমি আপনাকে সংবাদ দিব। আর আপনি আমার স্ত্রীর নামে পত্র না লিখিয়া আমার নামে লিখিলে অনুগৃহীত হইব।"

পত্র পড়িয়া যোগেন্দ্র বিস্মিত হইলেন, কিছু রুষ্টও হইলেন। সুরেশকে কিছুই লিখিলেন না; প্রফুল্লের মা'কে লিখিলেন, বিশেষ কারণ বশতঃ তিনি সুরেশ বাবুর নিকটে যাইতে পারিলেন না। প্রফুল্ল ভাল আছে ইত্যাদি।

যোগেন্দ্রের পত্র পাইয়া প্রফুল্লের মা, কন্যার জন্য আরও অধীরা হইলেন। তাঁহার অধীরতায় উত্তেজিত হইয়া প্রফুল্লের পিতা দীননাথ বাবু স্বয়ং প্রফুল্লকে আনিতে গেলেন। শ্বশুরের "ভক্তিভয়ে" জামাতার হৃদয় "দ্রব" হইল। তখন "অভয়" পাইয়া "অনুরক্ত শ্বশুর" জামাতা-দেবের কাছে "বর" যাচ্ঞা করিলেন— প্রসন্ন হইয়া সুরেশচন্দ্র "তথাস্তু" বলিলেন। প্রফুল্লের পিত্রালয় যাওয়া ঘটিল।

পিত্রালয়ে পাঠাইবার পূর্ব্বে সুরেশচন্দ্র প্রফুল্লকে কয়টী শপথ করাইলেন; প্রথম প্রত্যহ একখানি করিয়া পত্র লিখিতে হইবে; দ্বিতীয়, যে দিন সুরেশচন্দ্র প্রফুল্লকে আনিতে পাঠাইবেন, সেই দিনই —পিতা মাতা অসম্মত হইলেও, সেই দিনই প্রফুল্লকে চলিয়া আসিতে হইবে; তৃতীয়, যোগেন্দ্রনাথের সহিত প্রফুল্ল বাক্যালাপ করিতে পারিবেন না। প্রথম ও দ্বিতীয় শপথ, প্রফুল্ল অনায়াসেই করিয়াছিল; কিন্তু তৃতীয় শপথের কথা শুনিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। স্বামীকে বলিল, "দেখ, তুমি যদি অসুখী হও, তবে আমি যোগেন দাদার সহিত কথা কহিতে চাহি না, কিন্তু লোকে আমাকে কি মনে করিবে? আমার মা, বাপ জিজ্ঞাসা করিলেই বা আমি কি বলিব? তোমার নামে যাহাতে নিন্দা হয়, সে রকম কথা আমি কখনই বলিতে পারিব না।"

তার পর অনেক তর্ক বিতর্কের পরে সুরেশচন্দ্র প্রফুল্লকে শপথ করাইলেন, বিশেষ আবশ্যক না হইলে সে যোগেন্দ্রের সহিত কথা কহিতে পারিবে না; বিশেষ

আবশ্যক হইলেও দুই একটার অধিক কথা কহিবে না; কোনও মতে তাহার সহিত মিশামিশি করিবে না, ইত্যাদি। অগত্যা প্রফুল্ল সেই শপথ করিল।

প্রফুল্লকে পিত্রালয়ে আনিয়া মাতার প্রাণ জুড়াইল বটে, কিন্তু তিনি বেশ বুঝিলেন তাঁহার সেই আনন্দময়ী সুখের প্রতিমা ফুলি আর নাই!—এখন সেই হাসিমাখা গোলাপ ফুলটার পরিবর্ত্তে, বিষাদময়ী, সঙ্কুচিতা, লজ্জাবতী লতাটিকে তিনি কোলে পাইয়াছেন। এ পরিবর্ত্তন মা'র ভাল লাগিল না; কিন্তু তিনি চেষ্টা করিয়াও তাঁহার প্রফুল্লকে আর ফুলি করিতে পারিলেন না! অতীত আনন্দ আর ফিরিল না!

সুরেশের সেই পোষ্ট কার্ড মনে করিয়া অথচ প্রফুল্লের প্রতি বুক-ভরা স্নেহ মমতা লইয়া, যোগেন্দ্র প্রফুল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। দুজনেই সঙ্কুচিত, বড় বেশী কথা হইল না। তার পর দিন প্রফুল্ল শুনিল যোগেন্দ্রের জ্বর হইয়াছে। প্রফুল্ল যোগেন্দ্রের জন্য—যোগেন্দ্রের আরোগ্যের জন্য, ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু সে যোগেন্দ্রকে দেখিতে গেল না।

এখন মা'র কাছে যোগেন্দ্রের পীড়া-বৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া স্বামীর সেই রুক্ষভাব—সেই শপথ প্রফুল্লের মনে পড়িল। সেই সঙ্গে যোগেন্দ্রের আশৈশব হৃদয়পূর্ণ স্নেহ মমতা, তাঁহার উপরে সুরেশের অকারণ অত্যাচার, সে সবও মনে পড়িল। সেই যোগেন্দ্র—সেই পবিত্র নিষ্কলঙ্ক স্বভাব, সেই স্নেহময় করুণ হৃদয়, সেই প্রফুল্লের সহোদরাধিক বন্ধু, আজি দারুণ পীড়ায় শয্যাগত, প্রফুল্ল ভাবিতেছিল "আমি এখন করি কি? এমন সঙ্কটের অবস্থায় ভগবান্ আমাকে কেন ফেলিলেন?"

কন্যাকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া মা' আবার বলিলেন "চল্! আমরা যোগেনকে দেখিয়া আসি।"

মা'র ডাক শুনিতে শুনিতে প্রফুল্ল—সেই অকূল সাগরে ভাসমানা প্রফুল্ল যেন কিনারা প্রাপ্ত হইল। সে ভাবিল "আমি যোগেন দাদাকে দেখিতে যাইব, উনি ভুল বুঝিয়াছেন, যদি আমার উপরে রাগ করেন, আমি পায়ে ধরিয়া তাঁহার ভুল ভাঙিব। 'স্বর্গও যদি চ্যুত হইয়া যায়, তথাপি ন্যায়কে রাজত্ব করিতে দাও' ইহাই মানুষের প্রতি জগদীশ্বরের আদেশ। আর আমি যদি ভগবানের চক্ষে নিরপরাধা হই, তবে ভগবানই আমাকে রক্ষা করিবেন।" ভগবানের উপরে নির্ভর করিয়া প্রফুল্লের প্রাণে নবীন শক্তি, নবীন সাহস আসিল! বিপদে তাঁহার উপরে নির্ভরের মত আরামজনক আর কি আছে?

প্রফুল্ল যোগেন্দ্রকে দেখিতে গিয়া, অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। যোগেন্দ্রের প্রবল জ্বর, তাঁহার নিকটে বসিবার, ঔষধ খাওয়াইবার অথবা অন্যরূপ শুশ্রূষা করিবার নিরূপিত লোক কেহই নাই; তবে এক একবার ঝি, চাকর, কেহ

আসিয়া একটা কাজ করিয়া যায়। যোগেন্দ্রের প্রতিবাসী কেহ আসিয়া এক একটু বাচনিক যত্ন করিয়া যায়। আর সমবয়স্ক বন্ধু কেহ আসিয়া একবার ঔষধ পথ্য দিয়া যায়। প্রফুল্ল বড়ই অনুতপ্তা হইল; অনেক দিন আগে এই দিনের কল্পনায় তাহার বুকে দারুণ ব্যথা লাগিয়াছিল; আর আজি সেই দিন উপস্থিত; সেই যোগেন্দ্র, সেই প্রফুল্ল! প্রফুল্ল মরমে মরিয়া গেল; সূর্য্যের প্রখর কিরণে নবস্ফুট ফুল যেমন শুকাইয়া পড়ে, তাহার সুন্দর মুখখানি তেমনই বিশুষ্ক হইল।

যোগেন্দ্রের বিমাতা স্বতন্ত্র ঘরে সমবয়স্কাদিগের সহিত তাস খেলিতেছিলেন, তিনি প্রফুল্লকুমারীর প্রতি একবার ঈর্ষ্যা-কষায়িত নেত্রে চাহিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিতে গেলেন; শেষে প্রফুল্লের মাতার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দৃষ্টিতে অপ্রতিভ হইয়া চপলার মত গৃহকোণে লুক্কায়িতা হইয়া পড়িলেন।

মায়ের সঙ্গে প্রফুল্ল তাহার যোগেন দাদার বিছানার খুব কাছে বসিল। যোগেন্দ্রের উত্তপ্ত হাতখানি আপন হাতে লইয়া ডাকিল "যোগেন দাদা!"

যোগেন্দ্রের তন্দ্রা দূর হইল। চক্ষু খুলিয়া উত্তর করিলেন, "ফুলি!"

দুই জনের চক্ষু দিয়াই জল পড়িল। সুরেশচন্দ্র তুমি এখানে থাকিলে তোমার চক্ষে কি জল আসিত না? কে বলিবে?

ভূমিকম্প।

(১৩০৪ সালের ৩০এ জ্যৈষ্ঠ তারিখের ভূমিকম্প উপলক্ষে লিখিত)

(১)

একমনে লোক আছে নিজ কাজে—
ঘাটে মাঠে পথে কিংবা গৃহমাঝে,—
কেহ নিদ্রাগত, কেহ বা জাগ্রত,
সমাসীন কেহ, কেহ সচল;
রহস্য কৌতুকে রত কোন জন,
কেহ কার সনে কলহে মগন,
কেহ মহাসুখে কেহ ভাসে দুখে,—
নানাভাবে সবে আছে বিহ্বল;
হেনকালে, একি?— আচম্বিতে দেহ
কাঁপিয়া উঠিল!— স্থির নহে কেহ!
কেন বাড়ী ঘর কাঁপে থর থর?—
খরবেগে বায়ু নাদিত হয়।
ওকি! কেন শুনি ঘন ঘণ্টা রোল,
বহু শঙ্খরব, উচ্চ হরিবোল!
"বিপদবারণ শ্রীমধুসূদন"—
কেন ডাকে লোক—কিসের ভয়?
"ভূমিকম্প" বলি চৌদিকে চীৎকার
উঠিল অমনি বুঝিনু ব্যাপার!
নিমেষে তখন— সহ পরিজন
নিকটের মাঠে ছুটিয়া যাই!
চারি দিকে দেখি মহা হুলস্থুল,

প্রাণভয়ে লোক　　সবে সমাকুল,
দিশাহারা প্রায়　　ইতি উতি ধায়—
　　পরস্পর করে চাওয়া চাই!

গৃহমাঝে এবে　　নাহি কোনজন,
রাজপথে মাঠে　　ল'য়েছে শরণ,
বৃদ্ধ, রোগীজনে　　আনিছে স্বজনে
　　ধরাধরি করি প্রাণের দায়!

চির-অন্তঃপুর-　　বাসিনীনিচয়
পরিহরি লাজ,　　গুরুজনভয়,
অনাবৃত অঙ্গে　　পুরুষ সমক্ষে
　　ছুটাছুটি করি বাহিরে ধায়!

বাহিরে আসিয়া　　স্থির নহে কেহ,
ঘন ভূকম্পনে　　ঘন কাঁপে দেহ,
ধরণীর পৃষ্ঠে　　তিলমাত্র তিষ্ঠে—
　　হেন সাধ্য আর কাহার নাই।

বলিষ্ঠ, দুর্ব্বল,　　প্রাচীন, নবীন
সমভাবে সবে　　সামর্থ্য-বিহীন,
হেলিছে, দুলিছে,　　চলিছে, টলিছে,
　　বলিছে হুতাশে—"কোথায় যাই!"

"দুর্গতিনাশিনি　　ওগো জগদম্বে,
"রসাতলে যাই　　উর অবিলম্বে,
"অকালে প্রলয়　　এ যে দেখি হয়—
　　তুমি না রাখিলে কে রাখে আর?

"কুপুত্র হ'য়েছি　　করমের ফলে,
"কুমাতা তুমি ত　　নহ, লোকে বলে!
"পরিহরি রোষ,　　আত্মজের দোষ
　　ক্ষম ক্ষেমঙ্করী তার এবার"!

তরঙ্গতাড়িত　　তরণী যেমন—
দুলিতে লাগিল　　ধরণী তেমন,
উথলি উঠিল　　সরসী-সলিল—
　　দেখিতে দেখিতে ভাসিল তীর!

ইষ্টকরচিত　　অট্টালিকারাজি
দ্বিতল, ত্রিতল—　　টলমল আজি,
সকলের কায়　　ফুটি-ফাটা প্রায়,
　　ভাঙ্গিয়া পড়িছে কাহার শির!

কোন কোন উচ্চ　　গৃহ সুবিশাল—
আঁধারিয়া দিক্　　তুলি ধূলিজাল,
পড়িছে ভূতলে,　　পড়ি তার তলে
　　কত নরনারী মরিল, হায়!

চৌদিকে উঠিল　　হাহাকার রব,
আসিয়া যুটিল　　প্রতিবেশী সব,
ভাবিয়া অস্থির　　কেমনে বাহির
　　করে সে মৃত বা সজীব কায়!

(২)

অপরাহ্ণ পাঁচ　　ঘটিকা যখন
পেয়েছিনু টের　　প্রথম কম্পন,
ঘটিকা নির্দ্দেশে　　বুঝিলাম শেষে
　　কম্প-স্থিতিকাল বিংশতি পল*।

"কম্প" অবসান　　হইল এখন,
তথাপি না যায়　　দেহের দোলন!
ঘন ঘোরে শির,　　চরণ অস্থির,
　　নাহি যেন আর শরীরে বল!

মন প্রাণ এবে　　হ'য়েছে উদাস,
হৃদয়ের মাঝে　　স্থায়ী ভাব ত্রাস!
ধন পরিজন　　যা ভাবি আপন
　　নিশার স্বপন হইল জ্ঞান!!

মুহূর্ত্তে ধরিয়া　　মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর
সংহার-আকারে　　বিশ্বের ঈশ্বর
দিয়া দরশন　　করিলা ছেদন
　　ক্ষণকাল তরে—মায়ার টান।

জননীর কোলে　　শিশুয়া যেমন

* বিংশতি পল—৮ মিনিট।

পূর্ণ পরাধীন, জীবন মরণ
সকলি তাদের র'য়েছে মায়ের
ইচ্ছার উপর করিয়া ভর ;
মানবের দশা এ ভব মাঝার,
ভাবি দেখ, ভাই, কিরূপ প্রকার ?
সর্ব্বশক্তিমান্ বিভু সন্নিধান
শিশু হ'তে সবে আতুরতর !!

এই ত এখনি তাঁর "ইচ্ছা"বলে
যেতেছিনু যম- সদনে সকলে !
অপর "ইচ্ছায়" তোমায় আমায়
রাখিলেন প্রাণে সে "ইচ্ছাময়" !!

মূর্ত্তিমান্ এই অলোক ব্যাপার
করিয়া স্মরণ ত্যজ অহঙ্কার,
পুত্তলিকাপ্রায় কুহকে নাচায়
আমাদের, "আমি" কেহই নয় !!

হেন মত কত ভাবিতে ভাবিতে
বাসগৃহ মনে পড়ে আচম্বিতে !
উঠিয়া তখন সহিত স্বজন
ধীরে ধীরে ফিরে আইনু ঘরে ;

ক্ষণ পূর্ব্বে গৃহ সুসজ্জিত ছিল,
এবে তার দশা কে হেন করিল ?
কে যেন আসিয়া ভাঙ্গিয়া চূরিয়া
ওলট্ পালট্ গিয়াছে ক'রে।

রাশীকৃত ইট বালির জমাট,
ঠেলিলে না নড়ে দ্বারের কবাট !
দ্রব্য সমুদায় গড়াগড়ি যায়
ভঙ্গুর যে সব—ভাঙ্গিয়া চূর !

ফাটিয়াছে ছাদ প্রাচীর খিলান,
এখনি পড়িবে— হেন হয় জ্ঞান !
কাণ্ড বিলোকিয়া ভয়ে কাঁপে হিয়া,
ভাবিনু পলাই ত্যজিয়া পুর !

ভাবিয়া আকুল— ল'য়ে পরিজন
কোথায় করিব রজনী যাপন,
আছে অগণন কাছে নিকেতন !!
দশা ত সবার সমান, হায় !

আমাদের মত প্রতিবেশিচয়
সমভাবনায় ব্যাকুলহৃদয়,
আরো মনে ভয় পুন যদি হয়
নিশিতে ভূকম্প—ঘটিবে দায় !!

অনাবৃত স্থানে ভয়ে জাগরণে
যাপিলাম নিশি নিজ জন সনে,
প্রভাত হইল ভানু প্রকাশিল
ক্রমশঃ কাহিনী শুনিনু কত ;

আসিতে লাগিল যত দিন যায়
লোকমুখে ডাকে, তারের দ্বারায়
লোমহর্ষ অতি ভূকম্প-ভারতী
ভারতের নানা স্থানের যত।

(৩)

প্রলয় সদৃশ ঈদৃশ ব্যাপার
এ দেশে কখন ঘটে নাহি আর !
হেন অসম্ভব দৈব উপদ্রব
প্রাচীনের কাছে না শুনা যায় !

পূর্ব্বে কত বার কাঁপিয়াছে ধরা,
মৃদু সে কম্পন থামিয়াছে ত্বরা,
খণ্ড এক মাত্রে ধরণীর গাত্রে
কম্প অনুভব হইত তায় ;

এই বারে—একি কাণ্ড বিভীষণ ?
সর্ব্বদেশব্যাপী এ মহাকম্পন,
পৌরাণিক কথা "দক্ষযজ্ঞ" যথা
"চূরমার" তথা হ'য়েছে দেশ !
পদ্মাবতী পার যত ভূমিখণ্ড
পূরবে আসাম সব লণ্ডভণ্ড !

প্রাসাদ অতুল, দেবের দেউল
ধরাশায়ী, চিহ্ন না দেখি আর!
রাজা মহারাজ, অন্ত জনগণ—
কত যে করিলা লীলা সম্বরণ,
দিতে পরিচয় বিদরে হৃদয়,
লেখনী না চায় লিখিতে, হায়!
বার্ত্তাবহ তার ছিঁড়িল আপনি,
এমনি প্রচণ্ড ধরার কাঁপনি!
রেলপথ কত উন্নতাবনত
হইল—না চলে শকট তায়!
ছিল কোনখানে রাজকার্য্যালয়,
কর্ম্ম করে তায় কর্ম্মচারিচয়,—
দেখিতে দেখিতে এ কি! আচম্বিতে
পশিল ভূগর্ভে সে সমুদায়!!
কোথা কার্য্যালয় কর্ম্মচারিগণ?
দেখিতে না পাই কোন নিদর্শন!
এ হেন ব্যাপার কত স্থানে আর
কত যে ঘ'টেছে কে জানে, হায়!
কত সুবিস্তীর্ণ ভূমি খণ্ড ফাটি
সবেগে উঠিছে কাদা জল মাটি!
গন্ধকের বাস- পূরিত বাতাস
ব্যাপিয়া আকাশ চৌদিকে বয়।
কোনখানে ধরা তরু লতা সহ
নিমেষে মজিল উপজিল "দহ"!
এই ছিল স্থল এবে তথা জল
পবন-হিল্লোলে তরঙ্গময়!
কোন গিরি-শির পড়িল খসিয়া,
কার পার্শ্বদেশ গিয়াছে ধ্বসিয়া,
লোক, লোকালয়, অট্টালিকাচয়
গেল রসাতল চাপনে তায়।

কত নদ নদী সরসী তড়াগ
জলপূর্ণ ছিল, এবে তলভাগ
হ'য়েছে উন্নীত বালুকা-পূরিত
বিন্দুমাত্র জল দেখি না আর!
ফিরিয়াছে স্রোত কত তটিনীর,
কত উচ্চ ভূমি হ'য়েছে গভীর!
শুনেছি ভারতী ভেদি স্রোতস্বতী
জলস্তম্ভ কোথা উঠেছে নাকি!!
বিপন্ন এবার ধনশালী জন,
টলে নাই প্রায় দরিদ্র-ভবন,
অবাধে নীরবে অনশন সবে
সহিছে আপন কুটীরে থাকি!
পুরাতন কথা পুনরায় কহি
এবারে যে ভাবে কাঁপিলেন মহী,
সে ঘোর কম্পন করিয়া স্মরণ
মানিবে আপনা আত্মতম;
মায়াবশে ভুলি মায়াতীত নাথে
"আমি সর্ব্বেশ্বর" ভাবি অধঃপাতে
যেতেছি দেখিয়া ধরা কাঁপাইয়া
কৃপা করি প্রভু নাশিলা ভ্রম!! শ্রীকঃ।

আশা।

নিরন্নতোয়ে তুমুলার্ত্তনাদে
গ্রস্তে মহামারিভয়েন দেশে
পতন্তি বারীণি নবাম্বুবাহাৎ
কৃপামৃতানিব জগজ্জনন্যাঃ।

অন্ন নাই, জল নাই, ঘোর হাহাকার,
মহামারিভয়ে দেশ হৈল ছারখার!
নবীন নীরদ হ'তে ঝরিতেছে নীর,
যেন কৃপামৃতধারা বিশ্বজননীর!

পরার্থের সূত্রপাত—বিবাহ।

যেমন মানুষ যত শিশু, ততই স্বার্থপর, তেমনি যে জাতির যত বাল্যভাব, সে জাতিও ততই স্বার্থপর। বাল্যভাব অতিক্রান্ত হইবার দুইটী কারণ,—বয়স ও শিক্ষা। শিক্ষার দ্বারা শিশুও বৃদ্ধ হয়,—শিক্ষার অভাবে বৃদ্ধও শিশু থাকে। কেবল মাত্র বয়সে একটী শিশুর, বা একটী জাতির বাল্যভাব দুর হয় না। এই জন্য কত মানুষ বৃদ্ধ হইয়াও শিশুসম স্বার্থপর,—কত জাতি শত সহস্র বর্ষেও পরার্থ বুঝে না।

নিতান্ত শিশুর হাতে একটী সন্দেশ দাও, সে তাহা টপ করিয়া গালে পুরিবে, তাহার একটী গুঁড়াও অন্যকে দিবে না। তদপেক্ষা বড় ছেলে আপনার ছোট ছোট ভাই ভগিনীগুলিকে একটু একটু দেয়। যে বালকটী তদপেক্ষাও বড় এবং পাঠশালায় শিশুবোধ, বোধোদয় প্রভৃতি পড়িয়াছে, সে প্রতিবেশবাসী খেলুড়ীদিগকেও একটু একটু না দিয়া খাইতে পারে না। এইরূপে বয়স ও শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র শিশুর স্বার্থ,—প্রথমে বাড়ী,—পরে পাড়া,—পরে গ্রাম,—পরে প্রদেশ,—পরে দেশ,—পরে মহাদেশ,—অবশেষে মহাদ্বীপেও বিস্তৃত হইয়া পড়িতে পারে, এবং পড়িয়াও থাকে। আবার যখন দেখে, মানুষ পরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, পরও তাহার প্রতি সেইরূপ করিতে বাধ্য হয়, তখন স্বার্থবিস্তৃতির স্রোতঃ অধিকতর বাড়িয়া যায়। কিন্তু মনুষ্যের এরূপ পরার্থপরতা শুষ্ক ও ভাসা ভাসা। ইহাতে মনে কখন সুখ থাকে,—কখন থাকে না। যে কার্য্যে মনে সুখ থাকে না,—সেরূপ লোক-দেখান সকের কার্য্যে বড় আটা হয় না। সকের কাজ,—ফলফুলের কলমের গাছের ন্যায় দেখিতে ভাল,—ফল বেশি ধরে না। "পেসাদারী" কথাটা শুনিতে ভাল লাগে না বটে, কিন্তু পেসাদারী কাজ ভিন্ন সমাজ চলে না। অর্থাৎ যে পরার্থের মূলে স্বার্থ নাই,—সে পরার্থ শূন্যগর্ভ। স্বার্থ পরার্থ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। কৃষক, বণিক, শিল্পী, ইহাদিগের কার্য্যও স্বার্থ-পরার্থ-বিমিশ্রিত।

স্বার্থসাধনে সৃষ্টি,—স্বার্থনাশে মহাপ্রলয়। স্বার্থই অনন্ত সৃষ্টির কেন্দ্র। স্বার্থ মানবজীবনের সহ এরূপ দুশ্ছেদ্যরূপে জড়িত হইলেও উহার সাধন বড়ই লজ্জাজনক ও অপ্রশংসাসূচক। যিনি নিজ সুখে সুখী, নিজের সুখের জন্য পরকে দুঃখ দিতে কুণ্ঠিত হন না, স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে পারেন না, তাঁহার অযশের সীমা নাই। যিনি মুখের অন্ন পরকে দেন, পরের জন্য নিজের কার্য্য নষ্ট করেন, আপনি শত দুঃখ ভোগ করিয়াও পরকে সুখী করেন, এ জগতে তিনি দেবতা। মনুষ্যের হৃদয়ে এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী দুইটী ভাব বিদ্যমান। এই বিরুদ্ধধর্ম্মী

স্বার্থপরার্থের সংঘর্ষে পতিত হইয়া মানুষ মারা যায়। যদি এমন উপায় হইতে পারে, স্বার্থসাধনের সঙ্গে সঙ্গে পরার্থ সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে আর কোন সঙ্কটই থাকে না। বিবাহ মানুষকে ঐ সঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছে। আমি উত্তমরূপে ভোজন করিলে,—উত্তম পরিচ্ছদ ধারণ করিলে,—উত্তম শয্যায় শয়ন করিলে, সুখ হইবে আর এক জনের;—আমি উৎকৃষ্ট বসনা-ভরণে সজ্জিতা হইলে,—অঙ্গে সুগন্ধ লেপন করিলে,—কবরীকণ্ঠে কুসুমদাম ধারণ করিলে, প্রাণ জুড়াইবে আর একজনের; এরূপ ভাব মনে থাকিলে আর স্বার্থসাধনে সঙ্কোচ ও লজ্জা হয় না। তখন স্বার্থপরার্থ এক হইয়া যায়। ব্যয় করাই অর্থের প্রয়োজন,—কেননা অর্থ ব্যয় করিলে তদ্দ্বারা উপকার হয়। ব্যয় না করিয়া অকারণ অর্থ সঞ্চয় করিলে, লোকে কৃপণ, —যক্ষ ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া কত নিন্দা ও গ্লানি করে। কিন্তু আমার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রাদি অর্থাভাবে কষ্ট না পায়, ইহা ভাবিয়া অর্থ সঞ্চয় করিলে আপনার মনে সঙ্কোচ ও গ্লানি হয় না, এবং লোকেও নিন্দা করিতে পারে না। ধনসঞ্চয়রূপ স্বার্থসাধনে পুত্রপৌত্রাদির কষ্টনিবারণরূপ পরার্থ সিদ্ধ হয়।

তত্ত্বপথে বিচার করিলে স্ত্রীপুত্রাদি কেহই কাহার নহে,—সকলেই পর। মনুষ্যের যত বয়স হয়, যত শিক্ষা হয়,—মায়ার বন্ধন যতই শিথিল হয়, ততই সে বুঝিতে পারে, কেহ কাহারও নহে,—সকলেই পর। সুতরাং তাহাদের সুখের জন্য যে যে কার্য্য করা যায়, সকলই পরার্থ। স্ত্রীপুত্রদিগকে যে পরিমাণে পর মনে হইতে থাকে,—দেশ বিদেশের নিঃসম্পর্ক নিস্পরদিগের জন্য ততই প্রাণ কাঁদিতে আরম্ভ হয়। তখন তাহাদিগেরও সুখের জন্য কার্য্য করিতে আর কোনও আপত্তি থাকে না। মানুষ এইরূপেই পরার্থপরায়ণ বিশ্বপ্রেমিক হইয়া পড়েন। বিবাহই আমাদিগকে এই মহা-শিক্ষা প্রদান করে। অতএব বিবাহ হইতেই প্রকৃত পরার্থপরতার সূত্রপাত হয়। এই জন্যই হিন্দুজীবনে বিবাহ একটী প্রধান সংস্কার,—শরীর ও মন পবিত্রকারী মহাধর্ম্ম;—ইতর জাতির ন্যায় পাশবী ক্রিয়া সম্পাদনের সদুপায়মাত্র নহে।

আশ্চর্য্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পদ্ধতি।

১। তিব্বতবাসীরা তাহাদের মৃতদেহ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তনপূর্ব্বক মৎস্যদের আহারের জন্য হ্রদের জলে নিক্ষেপ করে।

২। বাকট্রিয়ার প্রাচীন অধিবাসিগণ তাহাদের আত্মীয় বন্ধুগণের মৃতদেহ কুকুরের ভক্ষ্য করিয়া দিত এবং এই জন্যই কতকগুলি কুকুর পুষিত।

৩। নরওয়ের লোকেরা পূর্ব্বকালে মৃত জলদস্যুদিগকে তাহাদের জাহাজে

পুরিয়া আগুন জ্বালিয়া গভীর সমুদ্রে ভাসাইয়া দিত।

৪। ইথিওপীয় দেশবাসীরা তাহাদের মৃতদেহ নদীর জলে নিক্ষেপ করিত, অথবা স্বর্ণে মণ্ডিত কিম্বা দগ্ধ মৃত্তিকায় আবৃত মূর্ত্তি করিয়া আবাসবাটীতে যত্নে সংরক্ষণ করিত।

৫। বাবিলনবাসীরা দাহক্রিয়ার বিরোধী ছিল, তাহারা মৃতদেহ মধুর মধ্যে মগ্ন করিয়া রাখিত। তাহাদের বিশ্বাস শব দাহ করিলে সূর্য্যকে অবমাননা করা হয়।

৬। ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীরা তাহাদের মৃতদেহ শুষ্ক করিয়া ও তাহাতে বার্ণিস মাখাইয়া সংরক্ষিত করিত।

৭। ফ্রান্স ও বেলজিয়মের পূর্ব্বনিবাসী পাহাড়িয়ারা পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিত এবং তাহাদের মৃতদেহ পর্ব্বতকন্দরে কবর দিত।

৮। প্রাচীন গ্রীকেরা আইনমতে মৃতদেহ পোড়াইতে বাধ্য ছিল। কবর দেওয়া রোমকদিগের প্রথা ছিল, শেষে গ্রীকদের হইতে দাহ-প্রথা গৃহীত হয়। পেরুবাসীরা মিসরবাসীদিগের ন্যায় প্রধান লোকদিগের শব সংরক্ষিত করিয়া রাখিত। মেক্সিকোতে এই প্রথা খুব প্রচলিত ছিল।

৯। পারসীদের মৃতদেহ প্রথমে ডাখামা বা শুদ্ধাগার নামক স্থানে স্থাপন করে, পরে মাংসাশী পক্ষিগণ তাহার মাংসাদি ভক্ষণ করিয়া অস্থিসার করিলে মাসান্তে উক্ত দেহ এক গভীর কূপের অভ্যন্তরে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহাতে অনেক বংশ-পরম্পরার দেহাবশেষ সঞ্চিত।

১০। হিমালয় পর্ব্বতের ঢালু প্রদেশে সিকিমের অধিবাসিগণ মৃতদেহ দাহ করিয়া তাহার ছাই আকাশে উড়াইয়া দেয়। উনালাস্কা ও লুটকাবাসীরা এইরূপ ছাই কবরে সমাহিত করে এবং প্রত্যেক পথিক তদুপরি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে মৃতের সদগতি হইবে আশা করে।

১১। হিরোডোটস বলেন, কোন কোন স্থানের প্রধান লোক মরিলে পালিত প্রিয় অশ্ব ও ক্রীতদাস সকলকে তাহার সহমৃত করা হইত, পরলোকে ইহারা তাহার প্রয়োজনে লাগিবে এই বিশ্বাস। ভারতবর্ষের ন্যায় অনেক দেশে সতীদাহ-প্রথা প্রচলিত আছে।

১২। ব্রহ্মদেশে ভদ্রলোকদিগের মৃতদেহ সুসংস্কৃত শবাধারে আবদ্ধ করিয়া আত্মীয় স্বজনগণ নৃত্য গীতাদি করে, পরে মূল্যবান্ কাষ্ঠস্তূপের মধ্যে রাখিয়া দাহ করে; যখন দেহটী প্রায় ভস্মসাৎ হইয়া যায়, তখন তাহা অগ্নির ভিতর হইতে বাহির করিয়া লইয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করা হয়।

১৩। আমেরিকার আদিমবাসীদের অনেকে মৃতদেহ অরণ্যের মধ্যে বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখে এবং তাহা শকুনিদিগের খাদ্য ও ঝঞ্ঝাবাতের ক্রীড়নক হয়। কোন কোন স্থলে উইলো-শাখায় জড়াইয়া শবের পদ দক্ষিণদিকস্থ করিয়া কার্পাস

বৃক্ষে তাহাকে বাঁধিয়া রাখা হয় এবং তাহার সঙ্গে প্রচুর খাদ্য, অস্ত্র, তামাক দেওয়া হয়। তাহাদের বিশ্বাস পরলোক-যাত্রার সময় এই সকল দ্রব্য কাজে লাগিবে।

১৪। চীনদেশের লোকেরা তাহাদের মৃতদেহ সুপরিষ্কৃত ভূমিতে সমাহিত করে এবং তৎপ্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন করে। স্বদেশ হইতে যাহারা কুলির কার্য্য করিতে বিদেশে যায়, তাহারা তথায় মৃত হইলে তাহাদের শবদেহ যাহাতে স্বদেশে আনীত হইয়া পিতৃপুরুষদিগের কবরে সমাহিত হয় এরূপ বন্দোবস্ত করে। তাহাদের বিশ্বাস যে, শবদেহ পিতৃপুরুষদিগের কবরস্থ ধূলির সহিত মিশ্রিত হইলে স্বর্গীয় কুসুমকাননে চিরবিরাম লাভ করিবে, অন্যথা প্রেতাত্মা যথাতথা উচ্ছৃঙ্খলাবস্থায় কালাতিপাত করিবে।

শুক্রবার মন্দ দিন নয়।

১। জর্জ ওয়াসিংটন ১৭৩২ খৃঃ ২২শে ফেব্রুয়ারি শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন।

২। ইংলণ্ড ও জর্ম্মণির প্রধান মন্ত্রী ডিসরেলি ও গ্লাড্‌ষ্টোন এবং বিসমার্ক শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন।

৩। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে ২৫শে মার্চ্চ শুক্রবার হড্‌সন নদ আবিষ্কৃত হয়।

৪। ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে ৩০শে জুন শুক্রবার একাদশ লুই ফ্রান্সের সর্দ্দারগণকে বশীভূত করেন।

৫। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জুন শুক্রবার কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

৬। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ১০ই জুন শুক্রবার বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক স্পারজন জন্মগ্রহণ করেন।

৭। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে ২০শে নবেম্বর শুক্রবার উত্তর আমেরিকায় প্রথম কোটাঘর নির্ম্মিত হয়।

৮। টমাস সটন শুক্রবার জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি স্পেনিয়ার্ডদিগের হইতে ইংলণ্ডকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

৯। ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান ধনী সম্রাট্ চার্লস্ দি বোলড্ ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে ১২ই জানুয়ারি শুক্রবার জন্ম গ্রহণ করেন।

১০। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ২৮শে নবেম্বর শুক্রবার লণ্ডন নগরে টাইমস্ নামক পত্রিকা প্রথম বাষ্পযন্ত্রে মুদ্রিত হয়।

১১। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৪ই মে শুক্রবার তাপমান যন্ত্র আবিষ্কারক গেব্রিয়েল ফারেন-হিট্ জন্ম গ্রহণ করেন।

১২। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ৭ই জুলাই শুক্রবার জন এডামের প্রস্তাবে এবং রিচার্ড হেন্‌রি লির অনুমোদনে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের উপনিবেশিগণকে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়।

রমণীর অপরাজেয়া শক্তির উৎস কোথায় ?

ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্যের আকরভূমি, মহিমা ও গৌরবে পৃথিবী হইতে সমুন্নত, উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণী হইতে উৎসারিত হইয়া ক্ষীণ প্রবাহে চলিয়াছে। কে ভাবিতে পারে ইহা একদিন উত্তাল-তরঙ্গমালা-সমাকীর্ণ বেগবতী স্রোতস্বতী-রূপে পরিণত হইবে ? ক্ষীণ প্রবাহিণী ঝির্ ঝির্ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। প্রস্তর প্রভৃতি যাহা কিছু সম্মুখে পড়িতেছে, নাচিতে নাচিতে সে সমস্তই অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে—গভীর, অতলস্পর্শ, বিশাল সমুদ্রবক্ষে মিশিতে ছুটিয়াছে, অবিরাম ছুটিয়াছে! সাগরপথ কত দীর্ঘ। তবু শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, নিজের ক্ষুদ্র শক্তির দিকে দৃক্‌পাত নাই, ছুটিয়াছে। সম্মুখে কত বাধাই না পড়িতেছে! কিন্তু সে বাধা যতই দুর্লঙ্ঘ্য, স্রোত ততই প্রবল হইতেছে। স্রোতোমুখে যখন উচ্চ পর্ব্বত দণ্ডায়মান হয়, তখন এই প্রবাহই সেই পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে জলপ্রপাতরূপে পরিণত হইয়া প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা ও বিস্ময়কর শক্তি প্রকাশ করিতেছে। মানব স্তম্ভিত হইয়া মুগ্ধনেত্রে এই দৃশ্য দেখিয়া থাকে।

স্রোতস্বতীর উৎপত্তি, গতি ও পরিসমাপ্তি কতই না সুন্দর! উৎপত্তি—গাম্ভীর্য্য, সৌন্দর্য্য, উচ্চতা ও পবিত্রতায় পূর্ণ। গতি—প্রবলা, নিজ উদ্দেশ্যসাধনে অবিরাম প্রবহমানা—সে প্রবাহে পৃথিবীর সুখ ও কল্যাণ পরিবর্দ্ধিত, পৃথিবী ধনধান্যে সুশোভিতা, "সুজলা, সুফলা শস্যশ্যামলা।" আবার পরিসমাপ্তি—গভীর, অতলস্পর্শ, সৌন্দর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে অতুলনীয়। নদীর জন্ম, উদ্দেশ্য সকলই সার্থক। আর যে জন্য এই জীবন, যে জন্য এই শক্তি, যাঁহার জীবনে তাহা পূর্ণ হয়, তাঁহার জীবনই সফল, তিনিই ধন্য। সেই জীবনের সুখ সমুদ্রের মত অসীম, অতলস্পর্শ, অফুরন্ত। আমরাও ত ঈশ্বর হইতে নদীর মত অপরাজেয়া শক্তি পাইয়াছি, কিন্তু নদীর মত গতি কোথায় ? সে অপরাজেয়া শক্তি, অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব, আনুগত্যজনিত অবিরাম উন্নতির চেষ্টা কোথায়? জীবনের উদ্দেশ্য সাধন, পৃথিবীর সুখ ও কল্যাণবর্দ্ধন কোথায় ? পৃথিবীর কার্য্যের পরিসমাপ্তিতে—মৃত্যুতে নদীর মত সফল-জীবন হইবার আশাই বা কোথায় ? নদীর এই অপরাজেয়া শক্তির মূল, সিন্ধু পানে ধাবিত হওয়ার—মহাসিন্ধুতে আপনাকে ডুবাইয়া দেওয়ার স্বাভাবিক টান। জড়বিজ্ঞানের ভাষায় ইহার অর্থ মাধ্যাকর্ষণ বা মহাকর্ষণ, আর হৃদয়ের ভাষাতে এই টানের গূঢ় অর্থ প্রেম বা আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিশ্ববিধাতৃপ্রদত্ত আমাদের সেই অপরাজেয়া শক্তির মূলও প্রেম এবং আত্মবিসর্জ্জন।

আমাদের বর্ত্তমান জীবন প্রবাহের মূলেও প্রেম আছে, আত্মসমর্পণ আছে। ঘরে ঘরে দেখিতে পাই মাতা, পত্নী, ভগিনী নিজ নিজ সন্তান, স্বামী ও ভ্রাতার জন্য অহর্নিশ খাটিতেছেন, নিজের শরীরের রক্ত জল করিতেছেন, নিজ সুখ ভুলিয়া কেবল তাঁহাদের জন্যই ব্যস্ত আছেন। তাঁহাদের সেই সহিষ্ণুতা, সেই প্রেম, সেই আত্মসমর্পণ—তবে এমন হীনপ্রভ কেন? জীবনের জীবন্ত প্রভাব নাই কেন? এই প্রেম, সহিষ্ণুতা ও আত্মসমর্পণের মূলে কি আছে, তাহা দেখিলেই এ কথা বুঝা যাইবে; ভ্রাতা ও স্বামীর জন্য সহিষ্ণুতা অনেক সময় নাচার হইয়া, উপায় নাই বলিয়া। পুত্রের জন্য সহিষ্ণুতা মমতার দুর্ব্বলতার অধীন হইয়া। আত্ম-শক্তি, আত্ম-জ্ঞান ও আত্মচিন্তা একেবারে ক্ষীণ—ঘটনাস্রোত যে দিকে চালায়, সেই দিকেই চলি। কখনও বিকৃত সন্তান-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগের অন্যায় পথে যাইবার প্রতিবন্ধকতাচরণ না করিয়া সকল আবদার পালন করি, কখনও আবার সামান্য ত্রুটিতে রাগে অন্ধ হইয়া প্রহার করি। পূর্ব্বোক্ত স্নেহের ফলে সন্তান উগ্র, অসংযমী এবং চঞ্চল ও লঘুস্বভাব, দ্বিতীয় প্রকার ব্যবহারের ফলে প্রেম ও ভক্তিশূন্য, হৃদয়হীন ও অবাধ্য। এই কি সন্তানস্নেহ—এই প্রেমই কি অপরাজেয়?

মাতৃস্নেহ সন্তানের জীবনকে সুগঠিত করিয়া পৃথিবীর কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করিবে। কিন্তু এই বঙ্গদেশে কয়জন মাতা শিশুসন্তানের প্রকৃতি বুঝিয়া আপনার হৃদয়নিঃসৃত স্নেহ সুধা ঢালিয়া সন্তানকে ইচ্ছানুরূপ গঠিত করিতে পারেন, উপযুক্তরূপ পরিপুষ্ট করিতে পারেন, তাহার উন্নতির সাহায্য করিতে পারেন? উন্নতির সাহায্য করা দূরে থাকুক, অনেক স্থলে বিবেচনার অভাব বশতঃ, সূক্ষ্মদর্শন না থাকাতে সন্তানের বিকৃত স্বভাবের কারণ হইয়া পড়েন। যে মাতার মুখ সর্ব্বদাই স্নেহ, প্রেম, আনন্দ ও হাস্যে প্রসন্ন, আত্ম-সংযম, সহিষ্ণুতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠাতে যাঁহার ললাট উন্নত, যাঁহার বাক্য কার্য্য ব্যবহার সুস্নিগ্ধ, সন্তান সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিয়া কি ইহার বিপরীতভাবাপন্ন হইতে পারে? যে গৃহে সজনে, নির্জ্জনে, ব্যস্ততায়, বিপদ কোলাহলে কি সন্তানের দুর্ব্যবহারে ও নানা বিশৃঙ্খলাতে মাতার স্নিগ্ধ প্রশান্ত ভাব বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, বাক্য কার্য্য কখনও কর্ত্তব্যজ্ঞানের সীমা উল্লঙ্ঘন করে না, সে গৃহের শিশু উচ্ছৃঙ্খলতা, রাগ, বিরক্তি, কর্ত্তব্য অবহেলা, অপ্রেম কোথা হইতে শিখিবে? কিন্তু যদি মাতাতে ঠিক্ ইহার বিপরীত ভাব দেখে, যদি মাতাকে সর্ব্বদা রাগের সহিত শাস্তি দিতে, বিরক্ত হইতে ও কর্কশভাবে তিরস্কার করিতে দেখে, তবে সন্তান কেনইবা রাগ করিতে না শিখিবে—মাতাকে অশ্রদ্ধা না করিবে? এ অবস্থায় সন্তানের উপর মাতার শক্তিই বা কি প্রকারে থাকিবে? আবশ্যক হইলে অবশ্য

শাস্তি প্রদান করিতে হইবে, কিন্তু তাহা কর্ত্তব্যজ্ঞানের সহিত করিতে হইবে। ক্রোধান্ধ হইয়া শক্তি প্রয়োগ করিলে তাহাতে অপকার বই উপকার নাই। তাহাতে মাতার প্রতি ভক্তির হ্রাস হয়। সন্তানের উপর এরূপ মাতার প্রভাব অতি অল্পই থাকে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, শুধু প্রেম ও আত্মসমর্পণ থাকিলেই অপরাজেয়া শক্তি হয় না। আমাদের প্রেম ও আত্মসমর্পণ এমন বিকৃত ভাবাপন্ন যে, তাহা দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না এবং বিশেষ সূক্ষ্মদৃষ্টি ভিন্ন তাহা চিনিতেও পারা যায় না। অজ্ঞানীর নিকট অমৃতও বিষ হয়, প্রাণনাশক হয়, আর জ্ঞানীর নিকট বিষও কাজে লাগে, অমৃতের ন্যায় উপকারী হয়—ইহাত সকলেই জানি। আমরা অজ্ঞান অবোধের মত এমন প্রেম ও আত্মসমর্পণরূপ অমূল্য ধনকে—এমন সঞ্জীবনী সুধাকে বিকৃত করিয়াছি, গরলে পরিণত করিয়াছি!

বিকৃত প্রেম ও বুদ্ধিহীনতা বশতঃ আমাদের শক্তির অপব্যবহার করি বলিয়া সন্তানের জীবন, মানবসমাজ অধঃপতিত এবং আপনারাও অধঃপতিত। যে শক্তি সন্তানের ভিতরে কার্য্য করিলে সন্তান ও মানবসমাজ সুন্দর ও সমুজ্জ্বল উন্নতিশিখরে আরোহণ করিত, সেই শক্তি প্রভাবেই আবার আজ সকলে অন্ধতম গুহায় নিপতিত। ইহা কি শক্তির বিকৃতি নহে? স্নেহের বিকৃতি নহে? যদি এখনও বিন্দু পরিমাণ স্নেহ থাকে, তবে কি প্রাণাধিক সন্তানের জন্য, সমাজের জন্য, নিজের জন্য, ইহার বিকৃতি ঘুচাইতে যত্ন করিব না? শুধু প্রেম থাকিলে চলিবে না। চিন্তা, যত্ন, চেষ্টা, অধ্যবসায় ও দৃঢ়কর্ত্তব্যনিষ্ঠা চাই। চিন্তা দ্বারাই সূক্ষ্ম দৃষ্টি লাভ করা যায়। স্থূল দর্শনে আমরা যাহা ক্ষুদ্র বালুকণা, জলকণা কিম্বা সামান্য তৃণ বলিয়া তুচ্ছ করি, সূক্ষ্ম দর্শনে তাহার ভিতর কত আশ্চর্য্য ক্রিয়া, অপূর্ব্ব কৌশল, অচিন্তনীয় জ্ঞান ও মহিমা দেখিয়া জ্ঞানিগণ মোহিত ও স্তম্ভিত হন। তাই স্থূল দর্শনে সন্তানের প্রকৃতি ও আমাদের ব্যবহারের কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বুঝিতে পারি না, কিন্তু জ্ঞানিগণ সূক্ষ্মদৃষ্টি দ্বারা সকল বুঝিয়া থাকেন। তাই মানসিক শক্তিকে চিন্তাবিহীনতা দ্বারা জড় করিলে চলিবে না, সব জীবন্ত করিতে হইবে।

আমাদের মধ্যে মাতৃস্নেহের যেরূপ বিকৃতি দর্শন করিলাম, স্বামীর প্রতি প্রেম ও ভক্তির সেইরূপ অপব্যবহার ঘটিতেছে। যে রমণী স্বামীর সহধর্ম্মিণী—সর্ব্বপ্রকার উন্নতির সাহায্যকারিণী, তিনি হয়ত খাওয়া পরা প্রভৃতি সাংসারিক কার্য্য ভিন্ন অন্য সাহায্য করিতেই সক্ষম নহেন। কিন্তু ইহাতে কি পাতিব্রত্য ধর্ম্ম রক্ষা হয়? এই কি পত্নীর প্রেম যাহা কেবল স্বামীর শরীর রক্ষার্থ আহার প্রস্তুত করে ও নানা সাংসারিক কার্য্যে পর্য্যবসিত হয়? এই প্রেমই কি অপরাজেয়? পত্নী স্বামীর জন্য অসীম কষ্ট সহ্য করেন, আত্ম-সুখ বিসর্জ্জন দেন সত্য, কিন্তু সামান্য একটী

দাসীও কি ইহা করে না? তবে বিশেষত্ব রহিল কোথায়? স্বামীর সাংসারিক সুখ সুবিধার জন্য ব্যস্ত হইলেও তাঁহার মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অবনতির বিষয় পত্নী বড় ভাবেন না। হয় ত স্বামীকে মৃত্যুর দিকে যাইতে দেখিয়াও তন্নিবারণের কোনও চেষ্টা করেন না। আবার স্বামী যে সংসারের নীচ বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিতে ভালবাসেন না, তাহা দেখিয়াও স্বয়ং সেই ক্ষুদ্রতা ও নীচতা লইয়াই ব্যস্ত হন। হয় ত স্বামীর ক্রীড়ার পুতুল, না হয় ত তাঁহার কৃপার পাত্রী। এই কি পতিপ্রেম? না এই প্রেমে স্বামীর হৃদয়ের উপর জয়-লাভ করা যায়, ইহা কি প্রেম আকর্ষণ করিতে পারে? যে প্রেম স্বামীর সর্ব্ব প্রকার কল্যাণসাধনের জন্য—প্রকৃতভাবে স্বামিসেবা করিবার জন্য আমাদিগকে ব্যগ্র না করে, সর্ব্ব প্রকারে স্বামীর উপযুক্ত সাহায্য কারিণী হইবার জন্য, প্রকৃত জীবন লাভের জন্য ব্যস্ত না করে, তাহা পতি-প্রেমই নহে। সাধারণ দাম্পত্য প্রেমে সহিষ্ণুতা আত্মত্যাগ আছে সত্য, কিন্তু এই সহিষ্ণুতা ও এই আত্মত্যাগে শক্তি নাই, কেননা তাহাতে মহত্ত্বের নিতান্তই অভাব। আত্মসমর্পণ অর্থ আত্মবিনাশ নহে। আত্মসমর্পণ পরাধীনতা ও হিতাহিত-জ্ঞানশূন্যতাতে লইয়া যায় না। কর্ত্তব্যজ্ঞান ভিন্ন মহত্ত্ব—প্রকৃত আত্মত্যাগ জন্মে না। সহ্য করাই একটা গুণ নয়। উহা অনেক সময় একটা দোষ ও দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মনুষ্যত্বের জন্য, স্বামী ও শিশু সন্তানের কল্যাণের জন্য যাহা প্রয়োজন, চিরকাল যদি তাহাতে অবিচলিত সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে না পারি, তাহা হইলে সে সহিষ্ণুতায় জগতের কি আসে যায়? সহিষ্ণুতার মূলে আত্মত্যাগ ও দৃঢ় সঙ্কল্পের গভীর প্রবাহ থাকিলেই সকল সুসিদ্ধ হয়—উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। নতুবা "কেবল সহ্য না করিয়া আর কি করিব, আর উপায় কি?" এই মৃতভাবে সহিষ্ণু হইয়া যদি সমস্ত জীবন যাপন করি, তথাপি কিছু হইবে না। সে সহিষ্ণুতার কোনও শক্তি হইবে না।

স্বামী পুত্র কন্যা, ভাই ভগিনী, পিতা মাতার আত্মার এবং শরীরের কল্যাণের জন্য এমন কোন কষ্টকর দুঃসাধ্য ব্রত কি আছে যাহা পালন করিতে আমরা অক্ষম হইব? পরমমঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদের অন্তরে যে সহিষ্ণুতা সর্ব্বসহনীয়তারূপ অজেয় শক্তি দিয়াছেন, ইহা দ্বারা অসাধ্যও সাধন করিতে পারিব। যাহা নিজের পক্ষে এবং সকলের পক্ষে উচিত, বুঝিব, তাহা যদি ভয়, নিন্দা কিম্বা আর কোনও কারণে পালন করিতে অক্ষম হই, তাহা হইলে ইহা সহিষ্ণুতা নহে—ভীরুতা। সে ভীরুতা আমাদের অবলম্বনীয় নহে। ভীরুতা বিনাশের পথে লইয়া যায়, সৎসাহস ও কর্ত্তব্যজ্ঞান উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় লইয়া যায়।

আমাদের প্রেম ও আত্মত্যাগ আছে, কিন্তু তাহা বিকৃত বলিয়া এক প্রকার মৃত। মৃত প্রেম স্থায়ী হইতে পারে না, অপরাজেয়া শক্তির মূল হইতে পারে না।

কাজেই আমাদের চিরপ্রবহমান, অবিকৃত জীবন্ত প্রেম ও আত্মসমর্পণ চাই। কিন্তু তাহার উপায় কি? পার্ব্বতীয় স্রোতস্বিনীর দিকে চাহিলেই আবার সে উপায় দেখিতে পাইব।

সাগরপথে কত বাধা, ক্ষুদ্র স্রোতটীকে বিনাশ করিবার কত আয়োজন, তবু স্রোত মরে না কেন? শুষ্ক হয় না কেন? তাহার গতি রুদ্ধ হয় না কেন? তাহার মূলে উচ্চ পর্ব্বতশিখরে চিরস্থায়ী অফুরন্ত উৎস রহিয়াছে বলিয়াই। নদী জীবন্ত, ক্ষুদ্র নদীর এই শক্তি। নদী যদি পার্ব্বতীয় উৎস হইতে জল না পাইত, তবে তাহার এ শক্তি থাকিত না, এ গতি থাকিত না। আবার নদী প্রকৃতি হইতে—তাহার স্রষ্টা মহান্ ঈশ্বর হইতে এক অপরিবর্ত্তনীয় প্রভাব লইয়া জন্মিয়াছে, তাই ক্ষুদ্র হইলেও তাহার শক্তি অপরাজেয়। সে নিম্নে ছুটিবেই, বিশাল সমুদ্রবক্ষে মিশিবেই। স্রোতের গতি নিম্নদিকে, তাই ইহার গতির বিরাম নাই। স্রোতস্বতীর স্বাধীনতা নাই, তাই সে এই স্বাভাবিক নিয়মের, বিশ্ববিধাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিতে পারে না। আনুগত্যের জন্য তাহার বিপরীতাভিমুখী হওয়া অসম্ভব, তাই ইহার গতির বিরাম নাই। স্রোতস্বতীর সম্মুখে ছোট বাধা, বড় বাধা কিছুই প্রতিবন্ধক জন্মাইতে পারে না।

আমাদের সম্বন্ধেও স্বাভাবিক নিয়ম আছে, মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার অভিপ্রায় আছে। আমরা প্রকৃত জীবন লাভ করি; অনন্ত উন্নতির দিকে ছুটি; জ্ঞানে, প্রেমে, পুণ্যে বিভূষিত হইয়া অবিশ্রান্ত; জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যের অনন্ত জলধি বিশ্বস্রষ্টার সহিত মিশি ইহাই আমাদের স্বভাব, ইহাই আমাদের জীবন সম্বন্ধে তাঁহার ইচ্ছা। আমাদের স্বাধীনতা আছে বলিয়া যদি আমরা স্বভাবের বিরুদ্ধে চলি, বিশ্ববিধাতার আনুগত্য স্বীকার না করি, তবে আমাদের শক্তি কোথা হইতে আসিবে? আর যদি তাঁহার অনুগত হইয়া চলি, তবে আমাদের জীবনের সকল প্রকারের বিকৃতিই দূর হইবে, আমরা প্রকৃত জীবন প্রাপ্ত হইয়া আমাদের সেই অপরাজেয় শক্তি লাভ করিব। তখন কোন বাধাই আমাদের উদ্দেশ্যসাধনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে না। সমস্ত বাধা দূর করিয়া আমরা তাঁহার কার্য্যসাধন করিতে সক্ষম হইব।

আমাদের প্রেম অচল, অটল, জীবন্ত হইবে। আমরা এই প্রেমে আপনাকে হারাইব সত্য, কিন্তু সে আত্ম-বিস্মৃতিতে মনুষ্যত্ব হারাইব না। আমাদের প্রেম, আমাদের আত্ম-সমর্পণ মনুষ্যত্বের পরিচায়ক হইবে। তাহার পশ্চাতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব থাকিবে; কেননা জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার উৎস ভগবান্ এই প্রেমের মূল হইবেন। তিনি আমাদের প্রেমের পশ্চাতে থাকিলে আমরা প্রকৃতজীবন লাভ না করিয়া—জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতায় বিভূষিত না হইয়া থাকিতে পারিব না। সুতরাং এই প্রেমে আত্ম-ত্যাগে কোন সময়েও কুফল

উৎপাদন করিবে না। এই প্রেম সন্তানের পশ্চাতে থাকিলে সাধ্য নাই সন্তান পাপ পথে—অমঙ্গল পথে বিচরণ করে। এই প্রেম স্বামীর পশ্চাতে থাকিলে সাধ্য নাই স্বামী নীতি এবং ধর্ম্মপথ অতিক্রম করেন। এই প্রেম থাকিলে স্বামী পুত্র কন্যা কাহারও সাধ্য নাই আমাদিগকে পাপের নিকট অবনত হইতে বাধ্য করেন। স্বামী যদি অন্যায় অপবিত্র কিছু বলেন বা করেন, তাহা হইলে কর্কশভাবে তিরস্কার করিব না সত্য, কিন্তু এমন ভাবে চুপ করিয়া থাকিব না যে, তাহা আমার অনুমোদিত বলিয়া বোধ হয়। মুখে হয় ত কিছুই বলিতে হইবে না, কিন্তু আমার সমস্ত জীবনে ও কার্য্যে পবিত্রতা, ধর্ম্ম ও প্রেম এমনই দীপ্তি পাইবে যাহাতে পাপ অপবিত্রতা আপনা আপনি পরাস্ত হইয়া যাইবে—স্বামী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, স্বজন, সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িবে। কেহই সেই তেজের, সেই শক্তির নিকট অবনত না হইয়া থাকিতে পারিবে না।

পরমকারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগকে যে অমূল্য রত্ন প্রেম ও আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাহাই আমাদের অপরাজেয় শক্তির মূল। এই প্রেমই আমাদের জীবন। প্রেমশূন্য রমণীজীবন অতি অসার। "যেমন সূর্য্যের মূল্য তেজ, চন্দ্রের মূল্য জ্যোৎস্না, স্বর্ণের মূল্য দীপ্তি, তেমনি রমণীর মূল্য প্রেম।" এই প্রেমেই আমাদের সুখ, শান্তি ও আনন্দ। এই প্রেম ও আত্ম-বিসর্জ্জনে যে বিমলানন্দ উপভোগ করা যায়, তাহার সহিত পৃথিবীর অন্য কোন আনন্দের তুলনা হয় না।

আমরা কি এমন অমূল্য ধন ও অতুল শক্তি থাকিতে জড়ের মত পড়িয়া থাকিব? আমাদের জ্ঞান, প্রেম, শক্তি, জীবন সব জগতের জন্য বিকসিত করিব না? অন্যের জন্য প্রাণদানের উদ্দেশ্যেই ত আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি, তাইত প্রভু আমাদিগকে এই প্রেম ও আত্ম-ত্যাগ শক্তিতে অপরাজেয় করিয়া পাঠাইয়াছেন।

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

যথার্থই আমরা নিজের জন্য নহি, অপরের জন্য। যে রমণী নিজের জ্ঞান, প্রেম, বুদ্ধি, শক্তি ও দেহ অপরের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনিই ধন্য, তাঁহার জীবনই সফল। তাঁহার সে মহিমান্বিত প্রেম ও আত্ম-ত্যাগের নিকট পৃথিবীর রাজা এবং বড় বড় বীর সকলেই নতশির। জগতের ইতিহাস এবং সাধু-জীবন ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই প্রেম সাধনের জন্য বিশ্ববিধাতা আমাদিগকে সুবিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র—বিশাল প্রাণিজগৎ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের অপরাজেয় শক্তির সদ্ব্যবহারের জন্য বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নাই, যুদ্ধ করিবারও প্রয়োজন নাই, প্রতিদিন গৃহে অন্তঃপুরাবদ্ধা বঙ্গললনার দৈনিক জীবনে ইহা ব্যবহার করিবার যথেষ্ট সুযোগ

রহিয়াছে। গৃহ পরিবারই প্রেম ও আত্ম-সমর্পণের উপযুক্ত স্থল।

আমাদের দায়িত্ব অতি গুরুতর। এ জীবনকে যত উন্নত ও পবিত্র করিতে পারিব, ততই তাহা জগতে বিতরণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব। পৃথিবীর কোন বাধাই আমাদের জীবনের এই উদ্দেশ্য পালনে প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। আমরা যে জন্য আসিয়াছি, যে জন্য শক্তি সামর্থ্য সকলই পাইয়াছি, পৃথিবীর বাধায় যেন তাহা পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন না করি। আলস্য, ভয়, লজ্জা, আত্ম-সুখাভিলাষ প্রভৃতি আমাদের এ উদ্দেশ্যের অন্তরায় যা কিছু আছে, সব ছাড়িয়া আমরা কায়মনঃপ্রাণে জীবনের ব্রত উদ্‌যাপনে নিযুক্ত হই। মহান্ পরমেশ্বর এ দুর্ব্বলা রমণীমণ্ডলীর সহায় হউন, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

প্রত্যাখ্যান।

শ্রীমতী—

১

রাণি! আসিবে কোথায়?—
"ইচ্ছা ক'রে ঘর ছাড়ি
থাকিগে' তোমারি বাড়ী"
কি লিখেছ প্রিয়সখি! দুঃখে হাসি পায়!
বিশাল বিশ্বের পর,
আছে কি আমার ঘর?—
আমার "ত্রিপাদভূমি" আছে কি ধরায়?
রাণি! আসিবে কোথায়?

২

রাণি! আসিবে কোথায়?
তুমি কি ভেবেছ মনে,
আমার ফুলের বনে,
যূথী জাতি বেলী ফোটে বাসন্তী উষায়?
ভেবেছ কি চন্দ্রাননে!
মোর মুক্ত বাতায়নে
হাসে চাঁদ উঁকি দিয়া, শারদী নিশায়?
রাণি! আসিবে কোথায়?

৩

রাণি! আসিবে কোথায়?—
ভেবেছ কি হরি! হরি!
যথা আমি বাস করি,
"ইজারা মহল" মোর তথা সমুদায়?—
হা পোড়া কপাল মম,
কাঙালে সম্রাট্ সম
গড়িতেছ, কবি যথা গড়ে কল্পনায়!
রাণি! আসিবে কোথায়?

৪

রাণি! আসিবে কোথায়?
মিছা দুষি' শত দোষে,
ভাই বন্ধু যারে রোষে,
নীরব অশ্রুতে যার বুক ভিজি যায়,
ভুলিছে যে নীতিতত্ত্ব—
"আত্মাদর, মনুষ্যত্ব"
অবস্থা, ব্যবস্থা তার কোটে কি ভাষায়?
রাণি! আসিবে কোথায়?

৫

রাণি ! আসিবে কোথায় ?—
কহিতে তোমার কাছে
কি বাধা আমার আছে,
তুমি মম সুখস্মৃতি, জীবনে সহায় !—
মনে জে'ন বিধুমুখি,
আমি, চির দীন দুখী,
ভাসিতেছি ভবার্ণবে শেহালার প্রায় !—
শুনিতে হয়োনা ক্ষুণ্ণ—
আমিই আশ্রয়শূন্য,
নাহি মোর "ভদ্রাসন" বিশ্ব বসুধায়—
সে আমার কাছে রাণি, আসিবে কোথায় ?

* * *

রাণি ! আসিবে কোথায় ?—
একদিন হবে বটে,
স্বর্গে—মন্দাকিনী-তটে,
শ্যামল সরল নব দেবদারু-ছায় ;
নন্দন কানন থেকে,
আতর চন্দন মেখে,
বহে যথা ধীরে ধীরে সুমধুর বায় !
কাঞ্চন-কুরঙ্গগণ
সুখে করে বিচরণ,
ময়ূর আনন্দে নাচি মেঘ পানে চায় !
যেখানে ফণীর সনে,
ভেক সদানন্দ মনে
করে খেলা, হিংসা দ্বেষ জানে না যথায়,
যথা সবে চিরদিন,
দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্যহীন,
ঝড় ভূমিকম্পে দেশ বহিয়া না যায় !
যেখানে অসীম স্ফূর্ত্তি,
পবিত্রতা-প্রতিমূর্ত্তি
অমর অমরীগণ পুলকে বেড়ায় ;
একদিন, সেই খানে—
সেই সুধামাখা স্থানে,
আমিও বাঁধিব ঘর, বিভুর কৃপায় ;
তুমি যদি মনে রাখ,
দেখিতে ইচ্ছুক থা'ক,
আমার সে ঘর বাড়ী—যাইয়া তথায়
লয়ে যাব, নিমন্ত্রণ করিয়া তোমায়।

তোমার সেই "দিদি।"

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

দিনচর্য্যা অর্থাৎ দিবসের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। প্রতিদিন কিরূপ আচরণ করিলে সুস্থ শরীরে কালযাপন করা যায়, তৎসম্বন্ধে ভাব-প্রকাশ নামক বৈদ্যক গ্রন্থে এইরূপ বিধি লিখিত হইয়াছে।

যে প্রকার আহার ও আচরণাদি দ্বারা মানবগণের সর্ব্বদা স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, বৈদ্য তদনুরূপ আদেশ করিবেন। স্বাস্থ্য সকলেরই অভীপ্সিত, স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে জীবনধারণই বিষবৎ হইয়া উঠে। এই স্বাস্থ্যলাভের উপায় স্বরূপ যে দিন, রাত্রি ও ঋতুচর্য্যা লিখিত হইয়াছে, সেই বিধি অনুসারে আহারাদির নিয়ম প্রতিপালন করিলে নিশ্চয়ই সুস্থ থাকিতে পারা যায়।

যদি বায়ু, পিত্ত, কফ, অগ্নি, ধাতু ও মলের শমতা থাকে, শরীরানুরূপ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনের প্রসন্নতা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায়। মানবগণ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়কালের প্রথম দুই দণ্ডের মধ্যে গাত্রোত্থান করিয়া আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখশান্তির জন্য ঈশ্বরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক শয্যা পরিত্যাগ করিবে। পরে দধি, ঘৃত, দর্পণ, শ্বেতসর্ষপ, বিল্ব, গোরোচনা ও মালা দর্শন ও স্পর্শ করিবে। প্রত্যহ ঘৃতের ছায়ায় স্বকীয় বদন দর্শন করিতে পারিলে আয়ু বৃদ্ধি হইতে পারে। এই উষাকালেই মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই নিয়ম প্রতিপালন করিলে পেট ডাকা, আধ্মান (ফোলা) ও উদরের গুরুতা উপস্থিত হইতে পারে না। মল মূত্রাদির বেগ কখনই ধারণ করিবে না, ধারণ করিলে উদরে গুড় গুড় শব্দ এবং নানা প্রকার বেদনা ও গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া প্রভৃতি জন্মে। বায়ুবেগ ধারণ করিলে মলমূত্র নীরোধ, উদরাধ্মান ও শরীরের ক্লান্তি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। মূত্রবেগ ধারণ করিলে মূত্রাশয় প্রভৃতিতে বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, শিরঃশূল, শরীরের নম্রতা এবং বঙ্ক্ষনদেশে আকর্ষণবৎ পীড়া হয়। এই জন্য মল মূত্রাদির বেগ উপস্থিত হইলে বিশেষ কার্য্যানুরোধেও ঐ বেগ ধারণ করিবে না, এবং বেগ উপস্থিত না হইলেও বলপূর্ব্বক অকালকুন্থনাদি দ্বারা তাহা নিঃসারিত করিতে চেষ্টা করিবে না। কিন্তু শোক, ভয়, ও ক্রোধ প্রভৃতি মনোবেগ ধারণ করা কর্ত্তব্য। মলমূত্রাদি বিসর্জনান্তে গুহ্য প্রভৃতি মলপথসমূহ জলদ্বারা প্রক্ষালন করিবে; ইহা দ্বারা শরীরের ক্লান্তি দূর হয় এবং দেহ ও মন পবিত্র হয়। পরে হস্ত ও পদ প্রক্ষালন করিবে; ইহাতে শারীরিক পুষ্টিসাধন ও চক্ষুর হিত হইয়া থাকে। পরে দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া দন্তধাবন ও মুখপ্রক্ষালন করিবে।

দন্তধাবন ও জিহ্বা বিলেখনের (জিব ছোলার) পর পুনঃ পুনঃ শীতল জল গণ্ডুষ করিবে। ইহাতে কফ, তৃষ্ণা ও মুখগত মল নিবারিত ও মুখের অভ্যন্তর বিশোধিত হইয়া থাকে। প্রত্যহই কটু তৈলাদির নস্য গ্রহণ করিতে অভ্যাস করিবে। কিন্তু কফশান্তির নিমিত্ত প্রাতঃকালে, পিত্তশান্তির নিমিত্ত মধ্যাহ্নকালে, বায়ু নিবারণ জন্য সায়ংকালে নস্য গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ নস্য গ্রহণ করিলে মুখ সুগন্ধ, স্বর স্নিগ্ধ ও ইন্দ্রিয় সকল শান্ত হয়, এবং বলি পলিত ও ব্যঙ্গরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইহার পর সৌবীরাঞ্জন (কাজল) নয়নে প্রয়োগ করিবে, ইহা দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় সুন্দর ও সূক্ষ্ম পদার্থ দর্শনে সক্ষম হয়। কিন্তু যাহারা রাত্রি জাগরণ করে, তাহারা এবং পরিশ্রান্ত, বমিরোগাক্রান্ত, ভুক্ত ও শিরঃস্নাত, এই সকল ব্যক্তি নেত্রাঞ্জন ব্যবহার করিতে পারিবে না।

পাঁচ দিন অন্তর নখ, শ্মশ্রু, কেশ ও রোম কর্ত্তন করিবে, কারণ কেশাদির কর্ত্তন শোভাজনক, পুষ্টিকারক, পরমায়ু-বর্দ্ধক, শুচিকারক, শরীরের কান্তিপোষক। নাসিকার লোম উৎপাটন করিবে না, এই লোম উৎপাটন করিলে অতি সত্বরই চক্ষুর বলহানি হয়। প্রত্যহ চিরুণি দ্বারা চুল আঁচড়াইবে, যেহেতু কেশ প্রসাধন দ্বারা কেশের হিতসাধন হয় এবং তন্মধ্যস্থ ধুলি, ক্রিমি ও মল দূরীভূত হইয়া থাকে। প্রত্যহ দর্পণে বদন দর্শন করিবে, এইরূপ দর্শন মঙ্গলকর, কান্তিজনক, পুষ্টিকারক, বলবিধায়ক ও পরমায়ুবর্দ্ধক।

প্রতিদিন ব্যায়াম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্যায়াম দ্বারা শরীরের লঘুতা, কর্ম্মসামর্থ্য, বিভক্ত ঘন-গাত্রতা (অর্থাৎ শরীরের যে যে স্থানে সরু মোটা হওয়া উচিত, পুষ্টির সহিত তাহা সম্পন্ন হওয়া), দোষের নাশ ও অগ্নি বৃদ্ধি হয়। বসন্ত ও শীত ঋতুতে ব্যায়াম করা বিশেষ উপকারী, এতদ্ভিন্ন অর্থাৎ গ্রীষ্মাদিতে যাঁহার যেরূপ বল, তিনি তাহার অর্দ্ধাংশ শক্তি পর্য্যন্ত ব্যায়াম করিবেন। যৎকালে হৃদয়স্থিত বায়ু মুখরন্ধ্র দ্বারা মুহুর্মুহু বহির্গত হইবে এবং মুখ-শোথ উৎপন্ন হইবে, কপাল, নাসিকা, গাত্রসন্ধি ও কক্ষদ্বয়ে ঘর্ম্মোদ্গম হইবে, তখন অর্দ্ধশক্তি পর্য্যন্ত ব্যায়াম হইল বলিয়া জানিতে হইবে। ভোজনান্তে কৃশ ব্যক্তির পক্ষে এবং কাশ, শ্বাস, ক্ষয়, পিত্ত, রক্ত-পিত্ত, ক্ষত ও ধাতুশোথ এই সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম নিষিদ্ধ। অতিশয় ব্যায়াম করিবে না। অত্যন্ত ব্যায়াম দ্বারা কাশ জ্বর, বমি, শ্রম, ক্লান্তি, তৃষ্ণা ও রক্তপিত্ত উৎপাদিত হয়।

শরীরপুষ্টির নিমিত্ত প্রত্যহ সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতে হইবে, কিন্তু মস্তকে, কর্ণদ্বয়ে ও পদদ্বয়ে বিশেষ করিয়া তৈল মর্দ্দন হিতকর। অভ্যঙ্গ বিষয়ে সর্ষপ তৈল, গন্ধতৈল ও পুষ্পবাসিত তৈল প্রশস্ত। অভ্যঙ্গ দ্বারা বায়ু, কফ, ও শ্রান্তি দূর হয় এবং বল, সুখ, নিদ্রা, শরীরের কোমলতা, পরমায়ু বৃদ্ধি ও শরীরের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। মস্তকে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, দর্শনশক্তি বৃদ্ধি ও শরীরপুষ্টি হয় এবং শিরোগত রোগ সকল বিনষ্ট হয়। কেশ-বাহুল্য, কেশের দৃঢ়মূলতা, কোমলতা, দীর্ঘতা, কৃষ্ণবর্ণতা, এবং মস্তিষ্ক বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রত্যহ কর্ণে তৈলপূরণ করিলে কর্ণরোগ, কর্ণে মল, মন্যাগ্রহ, হনুগ্রহ, উচ্চৈঃশ্রুতি এবং ব, রতা উৎপন্ন হয় না। কর্ণে কোন রসাদি পূরণ করিতে হইলে ভোজনের পূর্ব্বে এবং তৈলাদি পূরণ করিতে হইলে সূর্য্যাস্তের পর হিত-জনক হয়। পদাভ্যঙ্গদ্বারা পদদ্বয়ের স্থিরতা, নিদ্রা ও চক্ষুর প্রসন্নতা হয়। নিয়মিতরূপে ব্যায়াম ও পদাভ্যঙ্গ করিলে সহজে কোন পীড়া উপস্থিত হয় না। গাত্রে তৈল মর্দ্দন করিয়া অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিবে। ইহাতে লোমকূপ শিরাজাল ও ধমনী দ্বারা শরীরাভ্যন্তরে তৈলজলাদি প্রবিষ্ট হইয়া দেহের তৃপ্তি সম্পাদন এবং বল

বৃদ্ধি করে। যেরূপ মূলদেশে জল সিঞ্চন করিলে নূতন পল্লবাদি বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ স্নেহসংসিক্ত গাত্রে অবগাহন স্নান করিলে মনুষ্যের রস রক্তাদি ধাতুসমূহ পুষ্ট হইয়া থাকে। নবজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি, অজীর্ণ রোগী এবং যাহাকে বিরেচন বমন ও নিরূহবস্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার অভ্যঙ্গ ক্রিয়া অকর্ত্তব্য। উদ্বর্ত্তন কফঘ্ন, মেদ-নাশক, শুক্রজনক, বলকারক, রক্তবর্দ্ধক এবং চর্ম্মের প্রসন্নতা ও কোমলতা-উৎপাদক।

কেদার ও অমলা।

(৩৮৯ সংখ্যা—৫৯ পৃষ্ঠার পর)

কেদার অমলার বিষয় আর না ভাবিয়া আমরুর পরামর্শে চলিতে লাগিল, এবং দুষ্কার্য্যের পর আরও দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠানে রত হইল। নিকটবর্ত্তী এক রাজা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল, কেদার আমরুর এক বন্ধুকে সেনাপতি নিযুক্ত করিল। এই বন্ধু পরাস্ত হইলে কেদার তাহার রাজ্যের অধিকাংশ হারাইল, সে তাহার সৈন্যগণকে অসন্তুষ্ট করিয়া বিদ্রোহী করিয়া তুলিল এবং গুরু করভারে প্রজাগণকে উৎপীড়িত করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিল, তাহা অপব্যয়ে উড়াইয়া দিতে লাগিল। অবশেষে আমরুর উত্তেজনায় প্রজাগণও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কেদার তাহার রাজপ্রাসাদে অবরুদ্ধ হইল। আমরু কেদারের পক্ষ-সমর্থন করিবার ভাণ করিয়া তাহার রক্ষিগণকে আপনার হস্তগত করিয়া লইল, এবং আপনাকে রাজ্যেশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিল। কেদার এখন বুঝিতে পারিল তাহার হৃদয়ের বন্ধু আমরু কি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতক!

আমরু কেদারের প্রাণসংহারের উদ্যোগ করিল, কেদার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার জন্য একটু সময় লইল। তাহার পিতা এই রাজপ্রাসাদে একটী গুপ্ত সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারের চাবি কেদারের হস্তে ছিল। কেদার এই সুড়ঙ্গপথ দিয়া প্রস্থান করিল। পথে চলিতে চলিতে তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল এবং হাজার হাজার দুশ্চিন্তায় তাহার প্রাণ আকুল হইতে লাগিল।

যখন এই সকল ঘটনা ঘটিতেছিল, তখন অমলা সন্ন্যাসীর আশ্রমে বাস করিতেছিল। সন্ন্যাসী তাহাকে অনেক জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন; তাহার পিতা মাতা মরিয়া গিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া সে বিস্তর কাঁদিল, এবং পিতৃসম সাধু

মালিকে পরিত্যাগ করিবে না প্রতিজ্ঞা করিল। কিন্তু মালি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকাল আসন্ন জানিয়া তিনি অমলাকে বলিলেন, আমার মৃত্যু হইলে সে কথা কাহার নিকট প্রকাশ করিও না। আমার পোষাক ও লম্বা দাড়ি তুমি পরিধান করিবে, এবং এই আশ্রমেই বাস করিবে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন "অমলা তোমার জীবনে মহৎ ঘটনা সকল ঘটিবে।" তিনি অমলার নিকট গুপ্ত ধনের কথা বলিলেন, এবং কেদার তাহার পিতৃবন্ধুর অনুসন্ধান করিতে আসিলে কিরূপ আচরণ করিবেন তাহারও উপদেশ দিলেন। এইরূপে আপনার কর্ত্তব্য সকল শেষ করিয়া সাধু মালি প্রাণত্যাগ করিলেন। অমলা তাঁহার জন্য কাঁদিলেন, এবং তাঁহাকে সমাধিস্থ করিলেন। পরে তিনি তাহার পোষাক ও লম্বা দাড়ি পরিধান করিয়া সন্ন্যাসীর কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তিনি এমন ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন যে, তাঁহাকে বালিকা বলিয়া কাহারও কণামাত্র সন্দেহ হইল না।

কেদারের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাহার শিরশ্ছেদাজ্ঞা হইয়াছে, বন্ধু বান্ধব নাই, অনুচর নাই, সঙ্গে এক কপর্দ্দক সম্বল নাই। তখন তাহার পিতৃবন্ধু সন্ন্যাসীর কথা মনে হইল, আর তাহার পিতা মৃত্যুশয্যায় তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, গুরুতর বিপদ পড়িলে সাধু মালির আশ্রয় গ্রহণ করিও, এই কথা স্মরণ হইল। এখন তাহার সে[illegible] সময়, সে গোপনে আশ্রম পর্য্যন্ত[illegible] চলিল। সৈন্য সকল তাহার[illegible] ধাবমান, সে এক ফকিরের ছিন্ন কন্থা লইয়া আপনার মূল্যবান্ পরিচ্ছদ তাহাকে দিল। পথে এক কৃষকের কুটীরে রাত্রি যাপন করিল। কেদারের রাজ্য সম্পদ্ গিয়াছে, ইহাতে সেই কৃষক পরিবার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছে, যাত্রাকালে সে শ্রবণ করিল। তাহার গর্ব্ব এককালে চূর্ণ হইয়াছে, সে এখন অতি দীনবেশে শৈলশিখরে আসিয়া উপনীত হইল।

বুদ্ধিমতী অমলা সদয়ভাবে কেদারকে অভ্যর্থনা করিল। সে কেদারকে চিনিয়াছে, কিন্তু কেদার তাহাকে চিনিতে পারে নাই। যুবক আপনার দুরবস্থার কথা আনুপূর্ব্বিক তাহার নিকট বর্ণন করিল, এবং প্রিয় মেষপালিকার স্মৃতি তাহার হৃদয়ে জাগিতেছে, ইহারও উল্লেখ করিল। অমলার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত। সে মনে মনে কেদারের চরিত্রশোধনের জন্য উপায় স্থির করিল। কিন্তু ইহা সময়সাপেক্ষ। ছদ্মবেশী বালিকা তাহাকে অনেক জ্ঞানোপদেশ দিল, এবং প্রতিবেশী হাতেম নামক যে রাজার সহিত তাহার যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার অধীনে সৈনিক হইবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিল। বালিকা বলিল, "বীরত্বের কার্য্য করিয়া আপনার মহত্ত্ব প্রকাশের চেষ্টা কর; যখন বাহুবলে প্রভুর অনুরাগভাজন হইবে, তখন আপনার পূর্ব্ব পরিচয় দিবে,

...াহায্যে হৃত রাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত ...ার। এই বলিয়া বালিকা তাহার ...ছু অর্থ দিল, কেদার সেই অর্থ সম্বল করিয়া সৈনিকবৃত্তি গ্রহণার্থ যাত্রা করিল।

কেদার সৈনিকদলে প্রবেশ করিল। তাহার অসীম সাহস ছিল, মহাবীরত্বের কার্য্য সকল সম্পন্ন করিল। উচ্চ হইতে উচ্চতর পদ লাভ করিতে লাগিল এবং আপনার ক্ষমতা বিশেষরূপে প্রদর্শনে সমর্থ হইল। কিন্তু তাহার অভ্যুদয়ে রাজ-মন্ত্রীরা ঈর্ষ্যান্বিত হইল এবং রাজদৃষ্টি হইতে তাহাকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিল। তাহার প্রতি অনেক অন্যায় ব্যবহার হইতে লাগিল। প্রাপ্য পুরস্কার সকল হইতে সে বঞ্চিত হইল—এক কথায় ক্ষুদ্রাশয় লোক-দিগের চক্রান্তে গুণবান্ লোকে যে উৎ-পীড়ন সহ্য করেন, তাহার ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। অবশেষে কেদার মহা বিরক্ত হইয়া সৈনিককার্য্য পরিত্যাগ করিল এবং সমুদায় বৃত্তান্ত সন্ন্যাসীকে বলিতে গেল। সন্ন্যাসী বলিলেন "তুমি যখন রাজা ছিলে, তখন গুণবানের প্রতি ঠিক্ এইরূপ ব্যব-হার করিয়াছ।" কেদার আত্মদোষ স্বীকার করিল এবং এখন স্বয়ং ভুক্তভোগী হইয়া অত্যাচারীর দোষ কত গুরুতর তাহা বুঝিতে পারিল। সন্ন্যাসী তাহাকে বাণিজ্য করিতে উপদেশ দিলেন এবং ব্যবসায় আরম্ভের জন্য যে মূলধন আবশ্যক, তাহা তাহার হস্তে প্রদান করিলেন।

কেদার বাণিজ্য উদ্দেশে বোগদাদ নগরে গমন করিলেন। তাহার প্রতি ভাগ্য প্রসন্ন হইল, সে অল্প দিনে মহা ধন-শালী হইয়া উঠিল। এক ধনাঢ্যা বিধবা তাহার সহিত বিবাহিত হইতে চাহিল। কিন্তু কেদারের হৃদয়ে মেষপালিকার কথা জাগিতেছে,তাহার সহিত পুনর্মিলনের আশায় সে নিরাশ হয় নাই, সুতরাং বিধবার প্রস্তাবে সম্মত হইল না। কালিফের অর্থের প্রয়োজন, কেদার তাহাকে অনেক টাকা ধার দিল, টাকা ফিরিয়া না পাওয়াতে দেউলিয়া হইল। বাণিজ্যের প্রতিকূল আইন সকল বিধিবদ্ধ হওয়াতে তাহার সর্ব্বনাশ হইল। সে আবার সন্ন্যাসীর নিকট আসিল। সন্ন্যাসী তাহাকে সান্ত্বনা দান করিয়া বলিলেন "তুমিও ত যখন রাজা ছিলে, তখন বাণিজ্যের সপক্ষ ছিলে না।" কেদার পূর্ব্ব প্রণয়ের অনুরোধে ধনাঢ্যা রমণীর পাণিগ্রহণ করিল না, তাহার এই মহত্ত্ব ভাবিয়া বালিকার প্রাণ মুগ্ধ হইল এবং তাহাকে আর দূরদেশে যাইবার পরামর্শ দিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। সন্ন্যাসী তাহাকে কৃষিকার্য্য করিতে বলিলেন। নিকটে কৃষিকার্য্যের উপযোগী উত্তম ভূমি, কৃষিযন্ত্র ও গোমেষাদি পশুদল কিনিয়া দিলেন। তাহার কার্য্যের সকল সুব্যবস্থা করিয়া বলিলেন, "একদিন অন্তর ক্ষেত্রে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

কেদার কৃষিকার্য্যে এক প্রকার সুখী হইল। সে দেখিল যেমন পরিশ্রম করে, সেই পরিমাণে ফসল পায় ও তাহার লাভের

অল্প ক্রমে বেশী হইতেছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? শ্রমজীবীদিগের মজুরী ও রাজকর দিতে এবং রাজকর্ম্মচারী ও ক্ষমতাশালী প্রতিবেশীদিগকে সন্তুষ্ট করিতে তাহার প্রায় সমুদায় আয় নিঃশেষিত হইয়া যায়। কেদার সন্ন্যাসীর নিকট এই সকল দুঃখ জানাইল। কিন্তু সন্ন্যাসী বলিলেন "দেশের এরূপ আইনের কর্ত্তা ত তুমি।" যাহা হউক, কেদার অন্যান্য ব্যবসায় অপেক্ষা কৃষি-কার্য্য পছন্দ করিল। এই অবস্থায় তাহার মেষপালিকাকে পাইলে আর তাহার কোন অভাব থাকে না। সন্ন্যাসীর নিকট সে সেই বালিকার কথা সর্ব্বদাই বলে। এক দিন সন্ন্যাসী বলিলেন "সেই বালিকার সহিত তোমার পুনর্মিলন করিয়া দিব।"

বালিকার সহিত কেদারের সাক্ষাতের দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। সন্ন্যাসী বলিলেন "যে বনপ্রদেশে বালিকার সহিত প্রথম দেখা হইয়াছিল, নির্দ্দিষ্ট সময়ে তথায় যাইলে তাহার সহিত আবার সাক্ষাৎ হইবে।" অমলা সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া আপনার পূর্ব্ববেশে বনপ্রদেশে গিয়া প্রণয়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। উভয়ে প্রগাঢ় স্নেহে পরস্পরের সহিত পূর্ব্বের মত মিষ্টালাপ করিল। কেদার অমলাকে তাহার সহধর্ম্মিণী হইবার জন্য আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করিল। অমলা বলিল "উপযুক্ত সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই," কিন্তু তাহাকে পাণিপ্রদান করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিল। পরে তাহারা পরস্পরের নিকট বিদায় লইল এবং পুনরায় একদিন সেই স্থানে আসিয়া মিলিত হইবে স্থির করিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

ঋতু হরীতকী।

বর্ষাকালে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎ-কালে চিনির সহিত, হেমন্তে শুঁঠের সহিত, শীতকালে পিপুলের সহিত, বসন্ত-কালে মধুর সহিত, গ্রীষ্মকালে গুড়ের সহিত হরিতকী সেবন করিতে হয়। ইহাকে হরীতকী রসায়ন বা ঋতু হরীতকী বলে।

পঞ্চতৃণ মূল।

কুশমূল, কেশমূল, শরমূল, বেণা-মূল ও কৃষ্ণ ইক্ষু মূল এই পাঁচটীর মিলিত নাম পঞ্চতৃণ মূল। প্রত্যেকটী সম পরি-মাণে লইতে হইবে।

ত্রিকটু।

শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের মিলিত নাম ত্রিকটু।

ত্রিফলা।

হরীতকী, বহেড়া ও আমলা ইহাদের মিলিত নাম ত্রিফলা। একটী হরীতকী, দুইটী বহেড়া ও চারিটী আমলা বীজ-

রহিত করিয়া ঔষধ সেবনের বার ঘণ্টা পূর্ব্বে একটী মৃৎ, পাথর বা কাচ পাত্রে এক ছটাক আন্দাজ জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ইহাই ত্রিফলা ভিজান জল।

প্রস্রাব সরল করিবার দ্রব্য।

স্থলপদ্মের পাতার রস, কুশমূল, কেশে-মূল, শরমূল, বেণামূল, কৃষ্ণ ইক্ষুমূল, পাথরকুচি, সোরা ভিজার জল, কাবাব চিনি, গোক্ষুরবীজের বা পরগাছার অথবা আঁকড়মূলের কাথ ইত্যাদি।

প্রস্রাব কমাইবার দ্রব্য।

যজ্ঞডুমুরের বীচির গুঁড়া, মোচার রস, ঝিঞা পোড়ার রস, তেলাকুচার মূলের রস, জামের বীচির গুঁড়া, অশ্বত্থ ছাল ইত্যাদি।

প্রমেহ ও প্রদরনাশক দ্রব্য।

গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কচি শিমূল-মূলের রস, শ্বেত চন্দন ঘসা, অশ্বগন্ধা চূর্ণ, গঁদ ভিজার জল, কদমছালের রস, কেশুরের রস, গাব ভিজার জল, যজ্ঞ-ডুমুরের রস প্রভৃতি।

রজঃ প্রবর্ত্তক দ্রব্য।

মুশব্বর, বাঁশের নীল, ঈশলাঙ্গলা, উলট্‌ কম্বল, জবাপুষ্প, লতা ফটকীর পাতা, প্রভৃতি।

রজোরোধক দ্রব্য।

অশোকছাল, কুরচি ছাল, রক্ত চন্দন, গাবছাল, লাক্ষা প্রভৃতির কাথ। কাঁটা-নটের মূলের বা রক্তোৎপলের মূলের রস, আয়াপানা কেশুরিয়া প্রভৃতি দ্রব্যের রস।

অগ্নিমান্দ্য-নিবারক দ্রব্য।

মৌরি, যবানী, বনযবানী প্রভৃতি দ্রব্যের ভিজান জল ও পিপুল, পিপুল মূল, মরিচ, চই, শুঁঠ, হিং প্রভৃতি।

ক্রিমিনাশক দ্রব্য।

বিড়ঙ্গ অথবা ডালিমের মূল সিদ্ধ জল ও মধু এবং আনারসের কচি পাতা, বা ঘেঁটু পাতার রস ও মধু, শজিনা, নিসিন্দা পত্রের রস।

বায়ুরোগনাশক দ্রব্য।

ত্রিফলা ভিজার জল, শতমূলীর রস, ভূমি কুষ্মাণ্ডের রস, আমলা ভিজার জল প্রভৃতি।

বল ও শুক্রবৃদ্ধিকারক দ্রব্য।

মাখন, দুগ্ধের সর, দুগ্ধ, বেড়েলা, আল-কুশী, ভুই কুমড়া, অশ্বগন্ধা, শিমুলমূল, অনন্তমূল।

শোথ নাশক।

বিল্বপত্রের রস, শুষ্ক মূলার কাথ, পুন-র্নবার কাথ, গোলমরিচ চূর্ণ প্রভৃতি।

পিত্তনাশক ও দাহনিবারক।

পলতা, নালিতা, ধন্যা, অনন্তমূল, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল প্রভৃতির কাথ, হেলেঞ্চা, গুলঞ্চ, বেঁতের ডগা প্রভৃতির রস।

খৈচুর বা চাঁপা প্রস্তুত করিবার প্রকরণ।

টাট্‌কা খৈ	১২ রেক
দোবারা চিনি	/১॥ দেড় সের
ছোট এলাচ গুঁড়া	১ এক তোলা
মরিচের গুঁড়া	১ এক তোলা
কর্পূর	সম্ভব মত অল্প

প্রথমে টাট্‌কা খৈগুলিকে ধান হইতে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া রাখিবে।

চিনির একবন্দ তার রস :প্রস্তুত হইলে তাহাতে ঐ খৈ ঢালিয়া অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, ঐ রস সকল খৈগুলিতে প্রবেশ করিয়াছে। তখন তাহা চটকাইয়া চূর্ণ করিয়া পাত্রে রাখিবে। অবশিষ্ট চিনি লইয়া তিন তার বন্দ রস প্রস্তুত করিয়া তাহাতে এই চূর্ণ খৈ নিক্ষেপ করিয়া তাড়ু দ্বারা নাড়িতে হইবে, এবং ক্রমে ঘি, এলাচগুঁড়া, মরিচগুঁড়া তাহাতে মিশাইতে হইবে। যখন দেখা যাইবে যে তাহা শক্ত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে কর্পূর দিয়া নামাইয়া অল্প গরম থাকিতে থাকিতে তাহা যেরূপ ইচ্ছা সেই রূপ গড়িয়া লইবে। ইহাতে চাঁপা ও খৈচুর দুই প্রকার করা যায়। খৈচুরে মোটা চিনির দানা উপরে দিলে আরও মিষ্ট বেশি হয়

দেববালা সেন।

হেঁয়ালী।

আষাঢ়ের হেঁয়ালীর উত্তর।

দিদিমণি, শুন শুন শুন একবার।
একে একে করি সব উত্তর ধাঁধার॥
১। অর্দ্ধভাগ শালবৃক্ষে অর্দ্ধভাগ গ্রামে;
তুমিহে হিন্দুর দেব, "শালগ্রাম" নামে।
২। "মৈ" অর্থে সিঁড়ি, নাক যোগ দিলে তায়,
"মৈনাক" এ পদ হয় নাহিক সংশয়।
গিরিরাজপুত্র বটে আকারে পর্ব্বত,
হলো কি উত্তর মম, তব মনোমত?
"পিপা" হয় সুরাধার "পিপাসা" মাঝার,
"পিপাসার" অর্থ—পান তরে হাহাকার
প্রথম তৃতীয় বর্ণে করিলে মিলন,
পিপাসনে বাস তার হয় সম্পাদন।
...্য বর্ণ "পা" তার অর্থ "পদ" হয়,
সমস্যা পূরণ হলে নাহিক সংশয়॥
৪। "পাবক" নামটী তব,
'পা' ছাড়িলে হও "বক"
পক্ষী এক ধবলবরণ।
খেতে পার সর্ব্ব বিশ্ব,
পরিপাকে সর্ব্ব ভস্ম,
;আরো ভয় থাকিলে পবন।
"পা" দিয়ে সর্ব্বত্র যাই,
"পাক" করে সব খাই,
রসনায় লাগে সুমধুর,
"পাব" এই আশা পেলে
আহ্লাদেতে যাই গলে,
কিন্তু প্রাপ্তি বড়ই সুদূর।

শ্রীমতী সুবর্ণবালা দেবী।

শ্রাবণের হেঁয়ালী।

আদি অন্ত্যবর্ণযোগে নরম পশম,
মধ্য শেষে প্রহারয় যেন বজ্রসম,
আদি মধ্য যোগে বমনের অনুভব,
কে আমি ত্রিগুণধারী ত্রিবর্ণ-সম্ভব? ১
অস্ত্র লয়ে ফিরে প্রভু ক্ষীণ-কলেবর,
নারী নয়ে তার ডরে কাঁপে থর থর।
ধড় ফেলে প্রভু যবে দেন দরশন,
চিহ্নিত ডাকাত চোর আপনি তখন। ২
আমার সঙ্কেতে রণ আদর-কারণ।
সাথে মোর রাতে যাহা অদৃষ্ট লিখন,
গলদেশ ধরি আমি অধোদেশে যাই,
মনের সহিত আমি উগারি যা খাই। ৩
আদি বর্ণ ছাড়িলে বিশাল তরুবর,
অন্ত্যবর্ণ ত্যজিলে পতঙ্গ-কলেবর,
মধ্যবর্ণ ত্যজিলে না ছোঁবে তুমি ভাই,
"মুস্কিলে আসান" আমি নামটী সুধাই।

নূতন সংবাদ।

১। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল-মধ্যে ব্রিটিশ রাজ্যে মুক্তিফৌজের ন্যায় ২৯০টী ধর্ম্মসম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছে।

২। ১২ই জুন হইতে অদ্যাপি আসাম, রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে ভূমিকম্প হইতেছে। মধ্যে গত ২রা আগষ্ট রাত্রি প্রায় ৯টার সময় কলিকাতাতেও কম্পন অনুভূত হইয়াছে।

৩। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে হাবড়া আমতা রেলওয়ে লাইন সম্পূর্ণ হইবে।

৪। আয়র্লণ্ডবাসীরা হীরক জুবিলী উৎসবে ভাল করিয়া যোগদান করে নাই। তাহাদের উপর বহুকালব্যাপী ইংরাজ অত্যাচার তাহাদের হৃদয়কে তিক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

৫। রাজদ্রোহী বলিয়া পুনা নগরের নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন:—মাননীয় বাল গঙ্গাধর তিলক, সর্দ্দার বলবন্ত রাও নাটু ও হরিপন্থ নাটু ভ্রাতৃদ্বয়, কেশব মহাদেব বল এবং শঙ্কর বিশ্বনাথ কেলকার। ইঁহাদের প্রতি কিরূপ বিচার হয় বলা যায় না। এই ঘটনায় দেশব্যাপী এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে।

৬। গত ১২ই আগষ্ট বেথুন সাহেবের ৪৬ সাংবৎসরিক মৃত্যুদিন উপলক্ষে বেথু[illegible] কলেজের অধ্যাপিকা ও ছাত্রীগণ এ[illegible] আরও কতকগুলি সহৃদয় ব্যক্তি সমবে[illegible] হইয়া সঙ্গীত, প্রার্থনা ও বেথুনের [illegible] কীর্ত্তনপূর্ব্বক উৎসব করেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

প্রথমশিক্ষা শরীর বিজ্ঞান—শ্রীযদু নাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এম বি প্রণীত, মূল্য ১ টাকা। শরীরের তত্ত্ব জানা [illegible] ধারী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য, [illegible]

বিষয়ে সহজ পুস্তক না থাকায় এ দেশের অধিকাংশ লোকে এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। যদু বাবু এই অভাব পূর্ণ করিয়া এ দেশের একটী মহোপকার করিয়াছেন। পাঠিকাগণের ইহা অবশ্য পাঠ্য।

শুশ্রূষা, প্রথম ভাগ—শ্যামাচরণ দে প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। এ পর্য্যন্ত রোগীর শুশ্রূষা সম্বন্ধে যত পুস্তক হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ হইল। ইহাতে জানিবার বিষয় অনেক আছে। গর্ভিণীর শুশ্রূষা ও শিশুপালনসম্বন্ধে দুই এক অধ্যায় থাকিলে ইহা পূর্ণাঙ্গ হইত। গ্রন্থের ভাষা বেশ সহজ হইয়াছে। দুর্ঘটনা ও মুষ্টিযোগ প্রকরণ বিশেষ উপকারী। প্রত্যেক গৃহে এরূপ পুস্তক থাকা আবশ্যক।

*** অন্যান্য পুস্তকের সমালোচনা আগামী বারে প্রকাশ্য।

বামারচনা।

খোকা আমার।

কোথা হতে এ'লে তুমি, কোথা তব জন্মভূমি,
কি বারতা শুনাতে আসিলে?
নিরমল মুখজ্যোতি, মনোহর প্রতিকৃতি,
হেনরূপ কোথায় পাইলে?
তুমি কি আসিলে মর্ত্ত্যে সুখের স্বরূপ হ'তে,
দূত হয়ে স্বর্গীয় পিতার?
সেথা সুখ, সেথা শান্তি, নাহিক ভবের ক্লান্তি
দিতেএই সুখ সমাচার।
আহা কি মধুর হাসি, নাশে ঘন মেঘ-রাশি
আশা-স্রোতে ভাসে হৃদি-তরী,
হয়েছিল মগ্ন জলে, পুনঃ কি মোহন বলে,
কুল দিলে অকুল-কাণ্ডারী।
তোমার করুণা-স্রোত, নিরন্তর প্রবাহিত,
নিজ দোষে আমি দুঃখ পাই;
পাপী আমি দীন হীন, তোমার প্রেমের ঋণ
শুধিব কেমনে? ভাবি তাই।
শোকেতে হৃদয় ভগ্ন, মায়া মোহে অবসন্ন,
নাহি শক্তি নাহিক সহায়;
(শিশু) করিবে কি এই শূন্য হৃদয় আমার পূর্ণ
কুলাবে কি ক্ষুদ্র ক্ষমতায়?
কালের প্রবল বায়, নিবাল প্রদীপ হায়,
ঘেরিল চৌদিকে তম ঘন;
জুড়াতে এ দগ্ধ হিয়া, আশায় সলিতা দিয়া,
আলোকিলে সেই দীপে পুনঃ।
ধার না কাহার ধার, ভবের দুঃখের ভার,
বিচলিতে নারে তব চিত;
নির্ভয়ে মনের সুখে, থাক তুমি মায় বুকে,
মা মা বলে ডাক অবিরত।
এমন দুর্লভ ধন, দীননাথ দয়াঘন,
তোমা হতে লভিনু যখন,
সমুচিত সমাদরে, যেন এই অতিথিরে
সাধ্যমত সেবি অনুক্ষণ।
মাকে সব ভার দিয়ে, মাতৃগতপ্রাণ হ'য়ে
তাঁর কোলে থাকিব নির্ভয়ে।
সরল বিশ্বাস ভরে, ভবনদী যাব ত'রে
সম্বল অভয় নাম লয়ে।

মধুর প্রকৃতি ছায়া, ছিন্ন করে মোহমায়া,
পড়ে যবে এ পাপ জীবনে,
সহজেই মন টানে, জগত-জননী পানে,
নাহি ভুলে মায়ার ছলনে।

এমন সুন্দর ছেলে, তুমিই আমারে দিলে,
সঁপি তারে আজি তব পায় ;
সুমতি সুবুদ্ধি পেয়ে, পিতার সুপুত্র হয়ে,
যেন সদা তব গুণ গায়॥—স্নে।

কে তুমি ?

দয়াময় বলিব তোমায়
হৃদয়ের নিগূঢ় সন্ধান,
শোকে তাপে তাপিত হৃদয়—
নাহি মম বলিবার স্থান। ১

দুঃখে দুঃখী হয়ে এ সংসার
শুনে নাকো বিলাপ রোদন,
হয় হোক্ ভাই ছারখার
ভাই চেয়ে দেখে না কখন। ২

আছে এক বিবশ হৃদয়—
নিবেদিবে অন্তর-যাতনা,
তুমি না শুনিলে দয়াময়
কে শুনিবে প্রাণের প্রার্থনা? ৩

সুগভীর বিচিত্র রচনা
জলে স্থলে অসীম গগনে,
বিচারিয়া না পাই তুলনা
ভেসে যাই অনন্তের সনে। ৪

কে তুমি কি তুমি ? চিতে ভাবি,
কোথা থেকে রচ এ সকল
মম বর্ত্তমান ভূত ভাবী
গড়িয়াছ করি কি কৌশল! ৫

শরীরে অন্তরে সর্ব্বব্যাপী
গতি তব অদ্ভুত ব্যাপার ;
বিজনে গড়েছ বিশ্বছবি
সুদর্শন অচিন্ত্য অপার। ৬

আত্মতত্ত্ব বুঝি না কেমন
তুমি দেব, সদা আত্মগত ;
আত্মামাঝে দেও দরশন
মিলে যদি আত্ম-মনোনীত। ৭

তুমি আমি—মধ্যে যবনিকা
এ সংসার ; কোন অভিজ্ঞতা
নাহি—মোহ-সংহারিকা,
হতে প্রভু সংসার-অতীতা। ৯

সংসার এ কিবা অপরূপ
গূঢ় মর্ম্ম ভিতরে নিহিত,
উথলে ভাবুক-ভাব-কূপ,
দেখে শুনে হই চমকিত। ৯

পিতা, তব তত্ত্ব তত্ত্বাতীত,
ভাবচয় নিগূঢ় গভীর,
নির্গুণে সগুণে—পরাজিত
বুদ্ধি মন করিবারে স্থির। ১১

সুধাতে এসেছি আজ তাই
অচ্যুত অনন্ত লীলাময়!
কেবা তুমি কোথা তব ঠাঁই,
বলে তৃপ্ত কর এ হৃদয়।

শ্রীঅম্বিকা সুন্দরী সেন।